উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৪৮

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

পুরাতনের ভিত্তির উপরেই নূতনের প্রতিষ্ঠা, অন্তত যে নূতন স্থায়িত্বের দাবি করে পুরাতনের মুখাপেক্ষী তাহাকে হইতেই হয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে বাংলা দেশে যে নূতন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্য রূপ ঠিকমত বুঝিতে হইলে সেই সংঘর্ষের সত্য ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা দেশে কাহিনী ও স্মৃতি-কথার বিশেষ প্রসার থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার রেওয়াজ ছিল না। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির কৃপায় আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার যে কাহিনী পাইয়া আসিতেছিলাম, সাধারণের প্রয়োজনের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত হইলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন ইতিহাসের দিক দিয়া সেই কাহিনী অনেক স্থলেই নির্ভরযোগ্য নহে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বপ্রথম অতিপুরাতন দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র ও সরকারী দপ্তরখানায় রক্ষিত তৎকালীন কাগজপত্রের সাহায্যে এই যুগের একটা যথার্থ রূপ ধরিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁহারই আদর্শ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাস লইয়া দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন, এই পুস্তকখানি তাঁহার সেই বহু আয়াসসাধ্য গবেষণার ফল। ব্রজেন্দ্রবাবু উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের যে দিকটা বাদ দিয়া গিয়াছিলেন, যোগেশবাবুর যত্নে সেই দিকটি ক্রমশ উদ্ঘাটিত হইতেছে; এই কারণে তিনি সমস্ত বাঙালী জাতির ধন্যবাদের পাত্র।

এই পুস্তকে রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাধানাথ শিকদার —বাংলা দেশের তিন জন হিতৈষী বান্ধব ও কয়েকজন কৃতী বাঙালী সন্তানের জীবনী ও কীর্ত্তিকাহিনীর মধ্য দিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ও সভ্যতার ইতিহাস ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত হইয়াছে। যোগেশবাবু সমসাময়িক সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি হইতে সর্ব্বত্র প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, হস্তারস্থিত (second-hand) উপকরণ লইয়া কারবার করেন নাই। এই পুস্তক প্রচারের দ্বারা সে-যুগের ইতিহাস অনেকটা পরিষ্কার হইবে, এই বিশ্বাসে আমি আনন্দের সঙ্গে ইহার প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছি।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪১। শ্রীসজনীকান্ত দাস

নিবেদন

প্রায় বারো বৎসর পূর্ব্বে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের বাংলার শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য মূল উপাদানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এই অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ বিবিধ রচনা পর পর 'প্রবাসী', 'Modern Review', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবর্ত্তক', 'বঙ্গশ্রী', প্রভৃতি ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহারই কয়েকটি বহুলাংশে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত করিয়া বর্ত্তমান পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। সাত জন মনীষী কর্ম্মবীরের জীবনী-প্রসঙ্গে সে-যুগে যে-সব অভিনব ও বিভিন্ন ভাবধারার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালী-জীবন নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল তাহারই পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আজ আমরা যে স্তরে পৌছিয়াছি, বর্ত্তমানের পরিমাপে যতটুকু উন্নতি করিতে পারিয়াছি, তাহার মূলে কত আন্দোলন, উপপ্লব, প্রচেষ্টা কার্য্য করিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শতাব্দী পূর্ব্বে যে-সব প্রচেষ্টার শুরু হইয়াছিল, কোন কোন বিষয়ে আজ তাহার পরিণতি লক্ষ্য করি। ভারতবাসী যদি আত্মশক্তিসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই সে ইহার ষোল আনা ফলভোগ করিতে পারিত। কিন্তু যাহা হয় নাই, তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন নাই। অতীতের সুকৃতি বর্ত্তমান উন্নতির ভিত্তি। অতীতের সুকৃতি স্মরণে আত্মপ্রত্যয় বর্দ্ধিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যও তাহাই।

আজ সর্ব্বপ্রথম মনে করি তাঁহাকে, যাঁহার প্রেরণায় আমি এই কৃচ্ছ্রসাধনা আরম্ভ করি। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম পূর্ব্বেই, ছাত্রাবস্থায়ই, শুনিয়াছিলাম। কিন্তু কর্ম্মজীবনে প্রবেশের

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি। তাঁহার অসাধারণ শ্রমশক্তি, অপরিসীম ধৈর্য্য ও অটুট অধ্যবসায় প্রথমেই আমাকে মুগ্ধ করে এবং ইতিহাসের গবেষণাকারীর পক্ষে এসব যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বুঝিতে শিখি। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করিয়াছি, এই সুযোগে আজ আমি তাহা স্মরণ করি।

আমার রচনাগুলি বহুদিন সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া ছিল। সজাগ-দৃষ্টি সাহিত্যবন্ধু শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ইহার কয়েকটি বর্ত্তমান পুস্তকে প্রকাশিত করিয়া আমাকেই শুধু কৃতার্থ করেন নাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্বন্ধে ভাবী গবেষকদেরও বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আজ তাঁহাকেও আমার নমস্কার জানাই।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানির সূচীপত্র করিয়া দিয়াছেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' হইতে কয়েকখানি ব্লকের সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধ নানের সযত্ন প্রুফ দেখার জন্য পুস্তকখানি প্রায়-নির্ভুল হইয়া বাহির হইতে পারিয়াছে। আমি তাঁহাদের উভয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা
১৫ ভাদ্র, ১৩৪৮

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

বিষয় সূচী

চিত্র সূচী



রুস্তমজী কাওয়াসজী

রুস্তমজী কাওয়াসজী

ইরানের উত্তরাংশের উর্ব্বর ভূমিতে অগ্নি-উপাসক পারসী জাতির পূর্ব্বপুরুষ পারসীকগণের আদি নিবাস ছিল। এখানে পারসীক সাসানীয় বংশের (২১৬-৬৫১ খ্রীঃ অঃ) শেষ রাজার সঙ্গে আরব মুসলমানদের যুদ্ধ হয় (৬৪১ খ্রীঃ অঃ)। ইহার পর হইতেই ইরান প্রকৃতপ্রস্তাবে পারসীকগণের হস্তচ্যুত হইয়া যায়।* এই সময় অনেকে বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে রাজি হয় নাই, তাহারা পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইরানের উত্তর-পূর্ব্বে খোরাসানে আশ্রয় লয়। এখানেও উপদ্রব আরম্ভ হইলে পারসীগণ দক্ষিণে পারস্য উপসাগরের অর্মাজ দ্বীপে চলিয়া আসে। সেখান হইতে প্রথমে গুজরাটের দিউ বন্দরে ও পরে (৭১৬ খ্রীঃ অঃ) দমনের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে সঞ্জনে তাহারা সদলবলে গমন করে। এখানকার হিন্দু রাজা যদু রাণা তাহাদের বিপদের কথা শুনিয়া মাত্র দুইটি শর্ত্তে তাহাদিগকে স্বরাজ্যে বসবাস করিতে অনুমতি দেন। শর্ত্ত দুইটি এই—এক, গুজরাটী ভাষা পারসীদের শিখিতে হইবে; দুই, হিন্দুর পোষাক-পরিচ্ছদ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। নূতন নূতন পারসীদল আসিয়া তাহাদের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। প্রায় তিন শত বৎসরের মধ্যে সুরাট, আহ্‌মাদাবাদ, নাভসারি প্রভৃতি অঞ্চলে তাহারা ছড়াইয়া

---

* *Encyclopædia Britannica*, 11th Edition. 'Persia' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পড়িল। ব্যবসা ও কৃষিকর্ম্মই তাহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন হইল।*

রুস্তমজী কাওয়াসজীর পূর্ব্বপুরুষ বানাজী লিমজী সুরাটের নিকটবর্ত্তী ভগবাদণ্ডি হইতে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই যান। এখানে তিনি প্রথমে কিছুকাল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করেন। ইহার পর তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। বানাজী লিমজীর উদ্যোগেই ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাইয়ের মধ্যে ব্যবসার সূত্রপাত হয়। বানাজী ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। লোকহিতেও তাঁহার দান প্রচুর। বোম্বাই ফোর্টের নিকটস্থ আরাদান বা অগ্নি-মন্দির তাঁহারই কীর্ত্তি। বানাজীর পৌত্র দাদাভাই বেরামজী পারসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন। বঙ্গের গবর্নর জন কার্টিয়ারের (১৭৬৯-১৭৭২) সঙ্গে তাঁহার খুব হৃদ্যতা হয়। কার্টিয়ারের নামে দাদাভাই একখানা জাহাজের নামকরণ করেন।†

রুস্তমজীর পিতা কাওয়াসজী বানাজী বোম্বাই শহরে ব্যবসা করিতেন। তাঁহার সাত পুত্র।‡ তন্মধ্যে ফ্রেমজী কাওয়াসজী

---

* *History of the Parsis.* By Dosabhai Framji Karaka. 1884. Vol. I. Chapter 1.

† *History of the Parsis.* By Dosabhai Framji Karaka. 1884. Vol. II. Pp. 54-55.

‡ আমি কলিকাতার রুস্তমজী-পরিবারের কুলজি দেখিয়া এ বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি। তবে এ সম্বন্ধে নিম্নের তিন স্থলে তিন রকম মত প্রকাশিত হইয়াছে—

(১) 'ফ্রেমজীর দুই ভাই ছিল, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও খার্সেদজী কাওয়াসজী।'—*History of the Parsis.* By Dosabhai Framji Karaka. 1884. Vol II. P. 122.

(২) ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে রুস্তমজীরা ছিলেন সাত ভাই—The *National Magazine* for April, 1908. P. 151.

(৩) "সম্বাদ ভাস্কর" (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১) বলেন, 'ফ্রেমজী কাওয়াসজীর চারি সহোদর ছিলেন।'

বানাজী, রুস্তমজী কাওয়াসজী ও খার্সেদজী কাওয়াসজী সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ফ্রেমজী কাওয়াসজী ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন, এবং পাঁচ বৎসর পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এজেণ্ট নিযুক্ত হন। ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও কৃষিকর্ম্মের উপর তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল এবং তিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ কৃষিকর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের অদূরে বনাকীর্ণ পভাই তাঁহার যত্নে ফলপ্রসূ ও মনুষ্যবাসের যোগ্য হয়। রাস্তা নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খননে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। শিক্ষা-বিস্তারেও তাঁহার দান কম নয়। ফ্রেমজী ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া এডুকেশন সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তিনি এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজ স্থাপনকালে বিস্তর অর্থ দান করেন। সে যুগের বিখ্যাত দৈনিক 'বম্বে টাইম্‌স' (ইদানীং 'টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া'য় পরিণত) যাঁহাদের অর্থে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত, ফ্রেমজী তাঁহাদের মধ্যেও একজন।

ব্যবসা-ক্ষেত্রে

রুস্তমজী কাওয়াসজী ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া কৈশোরেই (১৮০৬) তিনি জ্যেষ্ঠ ফ্রেমজী কাওয়াসজীর ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসরূপে লিপ্ত হন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে রুস্তমজী জাহাজ-যোগে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং এখান হইতে মাদ্রাজ, সিংহল হইয়া বোম্বাই ফিরিয়া যান। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এই বৎসর চীন পর্য্যন্ত গমন করেন। ক্যাণ্টন শহরে তিন বৎসর থাকিয়া ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বোম্বাই যান। রুস্তমজী দ্বিতীয় বার চীনে যাইয়া ১৮২০ পর্য্যন্ত

সেখানে বাস করেন। পরবৎসর (১৮২১) কলিকাতায় আসিয়া তিনি যথারীতি ব্যবসা স্থরু করিয়া দেন। মাদ্রাজ, কলিকাতা, সিংহল, চীন প্রভৃতি স্থানে বার বার যাতায়াতের ফলে এসব স্থলের অধিবাসীদের রুচি, ধরন-ধারণ, রীতি-নীতি সবই তিনি অবগত হন, ব্যবসার সূক্ষ্ম তত্ত্বও তাঁহার অনেকটা অধিগত হয়। রুস্তমজী একমাত্র নিজের চেষ্টাতেই ব্যবসায়ে উন্নতি করেন। প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন, "তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে বিষয়-সম্পত্তি কিছুই পান নাই।"*

কলিকাতাই অতঃপর রুস্তমজীর কর্ম্মক্ষেত্র হইল। তিনি এখানে পরিবারবর্গ লইয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং কলিকাতা ও বঙ্গের বিবিধ হিতকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ও সরকারী ও বেসরকারী বহু নথিপত্রে ও রিপোর্টে রুস্তমজী সম্পর্কে নানা কথা প্রকাশিত হইয়াছে। সে যুগের বিখ্যাত ইংরেজী মাসিক 'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু'—ডিসেম্বর ১৮৩৯ সংখ্যায় "রুস্তমজী কাওয়াসজী"-শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এ সম্বন্ধে প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা একটি প্রবন্ধ তাঁহার মৃত্যুর বহু পরে 'ন্যাশনাল ম্যাগাজিন' (এপ্রিল ও মে, ১৯০৮) বাহির করেন। তাঁহার জীবন-কথা আলোচনা করিতে এইসব মূল উপাদানের উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়।

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতায় স্থায়ীভাবে ব্যবসা স্থরু করিয়া ক্রমে দেশী বিদেশী সকলেরই পরিচিত হইলেন। তিনি প্রথমে ক্রাটেণ্ডন ম্যাকিলপ কোম্পানির বেনিয়ান নিযুক্ত হন। এই সময় স্বনামধন্য রসময় দত্ত মহাশয় তাঁহার অধীনে ঐ কোম্পানিতে গুদাম-সরকারের কর্ম্ম করিতেন।†

---

* *The National Magazine* for April, 1908. পৃষ্ঠা ১৫১।

† ঐ। পৃষ্ঠা ১৫২।

রুস্তমজী অল্পকালমধ্যেই ব্যবসা-ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিলেন। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইংরেজের সহযোগে "রুস্তমজী টার্নার এণ্ড কোঃ" নাম দিয়া এক যৌথ কারবার খুলেন। এই কোম্পানির উল্লেখ আমি ১৮২৭, ৫ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'গবর্মেণ্ট গেজেট' পত্রিকায় প্রথম পাই। কাজেই ইহার পূর্ব্বেই কোম্পানি গঠিত ও চালু হইয়া থাকিবে নিশ্চয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর দ্বারকানাথ ঠাকুর 'কার ঠাকুর এণ্ড কোঃ' নামে এক কোম্পানি খুলিলে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এক পত্রে তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দন জানান যে, ইংরেজ ও ভারতবাসী মিলিয়া যৌথ কারবার পরিচালনায় তিনিই পথপ্রদর্শক হইলেন। ১৮৩৫, ৮ই সেপ্টেম্বরের 'কলিকাতা কুরিয়র' পত্রে "পি-জি-এইচ" স্বাক্ষরে এক ভদ্রলোক এই উক্তির প্রতিবাদ করেন। তিনি এই মর্ম্মে লেখেন—'কার ঠাকুর এণ্ড কোঃ' প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বনামধন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী 'রুস্তমজী টার্নার এণ্ড কোঃ' নামে একটি যৌথ কারবার খুলেন, এবং তিনি স্বয়ং ইহার অধ্যক্ষ হন। 'কুরিয়র'-সম্পাদকও এই প্রতিবাদ সমর্থন করিয়া লেখেন, "দেশী বিদেশী মিলিয়া যৌথ কারবার পরিচালনায় পথ-প্রদর্শক আমাদের পারসী বন্ধু রুস্তমজী কাওয়াসজীই। তবে হিন্দুদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখান।"*

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রুস্তমজী কলিকাতার ব্যবসায়ীদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় হইলেন। তখনই তিনি প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী। ১৮২৮, ৩রা এপ্রিলের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ জুরি হইবার যোগ্য ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সমেত একটি তালিকা মুদ্রিত

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট-অংশে ইহার সম্পাদক মহাশয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের ভ্রমের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।—পৃ. ৩৩২।

হয়। ইহাতে রুস্তমজী কলিকাতার ব্যবসায়ী ও দুই লক্ষ টাকা পরিমাণ সম্পত্তির মালিক বলিয়া উক্ত হন।

রুস্তমজী ক্রমে বীমা, ব্যাঙ্ক এবং জাহাজ নির্ম্মাণ ও পরিচালনার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলেন। কলিকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সংঘ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৪, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। ভারতবাসীদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর মাত্র এই দুই জন ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-কমিটিতে গৃহীত হন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা তিনটি কমিটিতে বিভক্ত ছিল—(১) একুশ জন সভ্যের সাধারণ কমিটি, (২) কর্ম্ম-পরিচালনা কমিটি, ও (৩) সালিসী কমিটি। রুস্তমজী প্রথম ও দ্বিতীয় কমিটিরও সভ্য ছিলেন।

ব্যবসা দ্বারা স্বদেশবাসীরা যাহাতে উন্নত ও উপকৃত হয়, এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই রুস্তমজী সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকার বোস্টন শহর হইতে বরফ আমদানি করিয়া কলিকাতা-বাসীদের বরফের অভাব মিটানো হইত। বরফ তখন দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য ছিল। সে যুগের বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারিস্টার লঙ্গেভিল ক্লার্কের উদ্যোগে এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে এক সভার অধিবেশন হয় ও তাহাতে এখানে বরফ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করা স্থির হয়। সভার অধিবেশনের তিন দিনের মধ্যে গভর্মেণ্ট অনুষ্ঠাতাদের ব্যাঙ্কশাল উদ্যানের এক অংশ ইজারা দেন। কলিকাতার অধিবাসীরা পঁচিশ হাজার টাকার অংশ ক্রয় করেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার একজন প্রধান অংশীদার হইলেন।*

লবণ আমাদের অন্যতম নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু। ইংরেজ-আমলে

---

* *Calcutta Old and New.* By Henry Evan A. Cotton, 1907. ১৮৭-১৯০ পৃষ্ঠায় বরফ-গৃহ (Ice House) সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভারতবাসীরা ক্রমে ইহা উৎপাদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এবং কোথাও কোথাও পরেও* ভারতবর্ষের সমুদ্রোপকূলে প্রচুর লবণ উৎপন্ন করা হইত। কিন্তু এই সময়ে বিলাতী লবণ দেশের বাজার ছাইয়া ফেলিতে থাকে। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সুন্দরবন অঞ্চলে বেঙ্গল সল্ট কোম্পানি খোলা হইলে রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার একজন প্রধান অংশীদার হন। সুন্দরবনে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে কর্ম্মচারীরা টিকিতে না পারায় এবং প্রচুর বারিপাতে লক্ষাধিক টাকা বিনষ্ট হওয়ায় ১৮৪১, ২৬এ জুন কোম্পানি কারবার গুটাইতে বাধ্য হয়।† কোম্পানির হিসাব ও লেন-দেন পরীক্ষার ও সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে রিপোর্ট করিবার ভার অর্পিত হয় দুই জন বিশিষ্ট অংশীদারের উপর। রুস্তমজী কাওয়াসজী ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে এক জন।‡

বীমা-ব্যবসায়ে

শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে, বিশেষ বঙ্গদেশে বীমা-ব্যবসায়ের গোড়া-পত্তন হয়। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বহু বিদেশী কোম্পানি এদেশে

---

* "মান্দ্রাজের অন্তর্গত করমেণ্ডল কোষ্ট নামক স্থানে ৭১৩৩২৬ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়াছে ঝড়ে যদি হানি না করিত তবে আরও ১০০০০ হাজার মণ অধিক হইত।"—'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১০ বৈশাখ, ১২৭২ (২১ এপ্রিল, ১৮৬৫)।

† বেঙ্গল সল্ট কোম্পানির সেক্রেটারি কিন্তু বলেন যে, এইরূপ [illegible]ত সত্ত্বেও তিনি এ বৎসর ৫০।৬০ হাজার মণ লবণ তৈয়ারি করিতে পারিবেন।—*The Friend of India*, October 14, 1841.

‡ *The Friend of India*, July 1, 1841. Proceedings of the Salt Meeting.

বীমা-কারবার আরম্ভ করে। বীমা দ্বারা যে স্বদেশের সম্পদবৃদ্ধি সম্ভব রুস্তমজী প্রথমেই ইহা সম্যক বুঝিয়াছিলেন। তাঁহাকে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেই ইউনিয়ন বীমা কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত দেখিতে পাই। ঐ বৎসরের ২৪এ জুন ইউনিয়ন বীমা কোম্পানির এক সভায় পাঁচ জন সভ্য লইয়া এক কমিটি গঠিত হয়। কোম্পানি হইতে নদী-বীমার যেসব পলিসি বাহির হইত, তাহাতে কমিটির অন্তত তিন জন সভ্যের স্বাক্ষর থাকা প্রয়োজন ছিল। রুস্তমজী উক্ত সভায় কমিটির এইরূপ একজন স্বাক্ষরকারী সভ্য নিযুক্ত হন।*

রুস্তমজী অতঃপর বিভিন্ন বীমা কোম্পানির সঙ্গে হয় প্রধান অংশীদার, না হয় প্রধান পরিচালক রূপে যুক্ত হইলেন। লডেব্‌ল সোসাইটি (১৮৩৩), সান লাইফ অফিস (১৮৩৪), নিউ ওরিয়েণ্টাল লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানি (১৮৩৫), ইউনিভার্সাল লাইফ এস্যুরেন্স কোম্পানি—ভারতীয় শাখা (১৮৩৫), নিউ লডেব্‌ল সোসাইটি (১৮৪০), ইণ্ডিয়ান লডেব্‌ল অ্যাণ্ড মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির (১৮৪১) নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সান লাইফ অফিসের সঙ্গে রুস্তমজীর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ১৮৩৪, ১লা জানুয়ারি এই জীবন-বীমা কোম্পানিটি স্থাপিত হয়। রুস্তমজীর পরিচালনায় এই কোম্পানির বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং কয়েক বৎসর যাবৎ ইহার অংশীদারগণ অংশ প্রতি পাঁচ শত টাকা লভ্য পান। ১[illegible]৮, ৩১এ জানুয়ারি কোম্পানির যে বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে রুস্ত[illegible] টাকা আরও ছয় মাস ইহার কার্য্য পরিচালনায় সাহায্য করিতে অনুরোধ[illegible] হয়।† রুস্তমজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দাদাভাই রুস্তমজী চীনে ও

* *The India Gazette*, July 7, 1828. Advertisement.

† *The Calcutta Courier*, February 1, 1838.

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফ্রেমজী কাওয়াসজী বোম্বাইয়ে কোম্পানির এজেণ্ট বা প্রতিনিধি ছিলেন।

সে যুগে বীমা কোম্পানিগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি সংঘ গঠিত হইয়াছিল। রুস্তমজী কাওয়াসজী বিভিন্ন বীমা কোম্পানির কার্য্য পরিচালনায় যেমন তৎপর ছিলেন, তেমনই এই সংঘের কার্য্যেও বিশেষ মনোযোগী হন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা মন্থলি-জর্নাল' (পৃ. ১৯৩) এই মর্ম্মে লেখেন যে, বীমা কোম্পানি কমিটি বা সংঘ উইলিয়ম কার ও রুস্তমজী কাওয়াসজীকে অর্থ গ্রহণ করিয়া তাহা বণ্টন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহারা বিল অফ লেডিং পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ২৫এ সেপ্টেম্বর তারিখে জলগর্ভ হইতে উত্তোলিত জিনিসপত্রের মূল্য বাবদ অর্থ বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।

রুস্তমজীকে বীমা-বিষয়ক আর একটি কার্য্যেও বিশেষ তৎপর দেখিতে পাই। 'সেরবোর্ন' নামক একখানা জাহাজ সমুদ্রগমনের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় যেসব কোম্পানিতে বীমা করা হইয়াছিল, তাহাদের ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী তাঁহার অধীনে বীমা কোম্পানিগুলির এক সভা আহ্বান করেন। সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়,—

"সেরবোর্ন ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রওনা হইবার সময় সমুদ্রযাত্রার অযোগ্য ছিল। এই হেতু কলিকাতাস্থ বীমা কোম্পানিরা জাহাজের বীমার দাবি গ্রাহ্য করিবেন না; তবে আবশ্যক হইলে বীমাকারীদের টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।"*

১৮৩০-৩৫, এই কয় বৎসরের মধ্যে কলিকাতার বহু বিখ্যাত সওদাগরী হৌসের পতন হয়। ইহার ফলে বীমা কোম্পানিগুলির অবস্থা খুবই

* *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. Asiatic News. পৃ. ৩২৭।

খারাপ হইয়া পড়ে। গভর্মেণ্ট এই সময় একটি বিবৃতিতে বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করেন। ইহার বিরুদ্ধে বীমা-ব্যবসায়ীরা তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহাদের ধারণা হয়, সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকের মনে অটল বিশ্বাস থাকায় ও বীমার হার অল্পতর হওয়ায় কেহই অতঃপর বেসরকারী বীমা কোম্পানিতে বীমা করিতে চাহিবে না, বেসরকারী বীমা-ব্যবসায়ের হানি হইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁহারা এই প্রতিবাদে অগ্রণী হইয়াছিলেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রুস্তমজী কাওয়াসজীর নাম তাঁহাদের মধ্যে স্মরণীয়। তাঁহারা এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।* সরকার শেষ পর্য্যন্ত আর বীমা কোম্পানি স্থাপন করেন নাই।

ব্যাঙ্ক-পরিচালনে

রুস্তমজী কাওয়াসজী ব্যবসায়ী হিসাবে কলিকাতায় সুপরিচিত হইলেও ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহাকে কোন ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত থাকিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না। তবে এই বৎসর ১৪ই জুলাই তারিখে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশীদারদের সভায় তিনি ইহার একজন ডিরেক্টর বা পরিচালক নির্ব্বাচিত হন।†

এই ব্যাঙ্কটি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশী বিদেশী ধনীদের দ্বারা কলিকাতায় স্থাপিত হয়। রুস্তমজী ইহার সঙ্গে কোন রকমে যুক্ত না থাকিলে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অংশীদারদের সভায় সরাসরি ডিরেক্টর নিযুক্ত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অতঃপর খুবই সুনাম অর্জ্জন করে ও

---

* *The Calcutta Courier*, May 26, 1835.

† *The Calcutta Monthly Journal*, 1834. পৃ. ৭৮৮।

প্রাচ্যে প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক বলিয়া পরিচিত হয়। ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুসারে কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইলে রুস্তমজী নিশ্চয়ই পদত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ, ১৮৪২, ২১এ জুলাই সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় দেখি, তিনি ১৬ই জুলাই তারিখে আবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রুস্তমজী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পুত্র মানকজী রুস্তমজীর অনুকূলে ডিরেক্টরের পদ ত্যাগ করেন। তিনি ইহার এক জন বড় অংশীদার হইলেন।

স্বার্থপর লোকদের চক্রান্তে ব্যাঙ্কের অবস্থা ক্রমে সঙ্গিন হইয়া পড়ে ও অবশেষে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পতন ঘটে। ১৮৪৮, ১৫ই জানুয়ারি ষাণ্মাসিক সভায় ইহার অংশীদারগণ কারবার গুটানোই সাব্যস্ত করেন। সভায় প্রকাশ, ব্যাঙ্ক পতনের প্রধান কারণ দুইটি—(১) এমন সব সম্পত্তিতে নব্বই লক্ষ টাকা আটকা পড়িয়াছে, যাহার কোন কোনটির মূল্য ইহার দশমাংশেরও কম ; (২) দুইটি সওদাগরী হৌসকে প্রায় ষাট লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে, এই হৌস দুইটি দুই তিন মাস পূর্ব্বেই দেউলিয়া হইবার উপক্রম হইয়াছে।*

তখন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের শৈশবকাল। এ যুগের মত বাঁধা-ধরা আইন তখন ছিল না বলিলেই হয়। ব্যাঙ্কের পাওনাদারদের নিকট অংশীদারগণই সর্ব্বপ্রকারে দায়ী থাকিতেন। পাওনাদাররা দাবি মিটাইয়া দিবার জন্য অংশীদারদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে মোকদ্দমা করিতে পারিতেন। ইহার ফলে সঙ্গতিপন্ন অংশীদারদের উপরই দেনা মিটাইবার চাপ পড়িত বেশি। রুস্তমজী পাওনাদারদের দাবি মিটাইতে নিজের যাবতীয় সম্পত্তি হারাইলেন। এক সময়ে তিনি বণিক-সমাজের 'রাজা' ছিলেন। ব্যাঙ্ক-পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পথের ভিখারী হইলেন। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের সততা রক্ষার জন্য তাঁহার এই আত্মদান অতুলনীয়।

* *The Friend of India*, January 20, 1848.

রুস্তমজী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই বর্ত্তমান ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের পূর্ব্বজ বেঙ্গল ব্যাঙ্কেরও একজন অংশীদার হন।*

জাহাজের ব্যবসায়ে

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে ভারতবাসী পরিচালিত একাধিক জাহাজ-কোম্পানি ছিল। বোম্বাইয়ে ও কলিকাতায় ভারতীয়দের অর্থে ও ভারতীয় শিল্পী দ্বারা বহু জাহাজ নিৰ্ম্মিত হইত। কলিকাতায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানি এবং রুস্তমজী কাওয়াসজী এণ্ড কোম্পানি নামক দুইটি জাহাজ-কোম্পানি সে যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। রুস্তমজী কাওয়াসজী এণ্ড কোম্পানি কখন স্থাপিত হয় সঠিক জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৩৫, ৭ই ডিসেম্বর সংখ্যা 'কলিকাতা কুরিয়র'-এ কাওয়াসজী ফ্যামিলি নামক জাহাজের ভাসান-উৎসবের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে ইহার প্রধান মালিকরূপে রুস্তমজী কাওয়াসজীর উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং রুস্তমজী যে এই সময়ের পূর্ব্বেই জাহাজের ব্যবসায়েও লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। রুস্তমজী কাহারও মতে চল্লিশখানা,† কাহারও মতে ত্রিশখানা‡ জাহাজের মালিক ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র কিন্তু তাঁহার একুশখানা জাহাজের মাত্র নাম উল্লেখ

* *The Calcutta Courier*, January 17, 1838. Advertisement.

† "Baboo Rustomji...actually built a dock and sailed 40 ships at a time under his own ownership."—*Famous Parsis.* G. A. Natesan & Co. P. 23.

‡ *Calcutta Old and New.* By H. E. A. Cotton. P. 766. "The firm [Rustomjee Cowasjee & Co]...owned a fleet of not less than thirty opium clippers."

করিয়াছেন।* রুস্তমজীর জাহাজগুলি কলিকাতা, মাদ্রাজ, সিংহল, বোম্বাই, সিঙ্গাপুর, চীন, মেল্‌বোর্ন প্রভৃতি নিকট ও দূরের বহু অঞ্চলে যাতায়াত করিত।†

রুস্তমজী প্রথম প্রথম অন্যত্র জাহাজ নির্ম্মাণ করাইলেও অবিলম্বে নিজেই একটি ডকিং কোম্পানি বা জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৭, ১৬ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিত একটি সভায় ডকিং কোম্পানি স্থাপিত হয়।‡ রুস্তমজী ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মানকজী রুস্তমজী কোম্পানির প্রধান অংশীদার হন, রুস্তমজী স্বয়ং হইলেন ইহার সেক্রেটারি বা সম্পাদক। তিনি ১৮৩৮, ১লা ফেব্রুয়ারি কোম্পানির প্রথম বার্ষিক সভা আহ্বান করেন। তাঁহার চেষ্টায় কোম্পানি ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে খিদিরপুর ও শালকিয়া ডক ক্রয় করেন। তাঁহার নিজের ও কার ঠাকুর কোম্পানির অনেকগুলি জাহাজ এই দুইটি ডকে তৈয়ারি হয়। তাঁহার 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' জাহাজের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা খিদিরপুর ডকে বিখ্যাত পারসী শিল্পী ধঞ্জীভাই রুস্তমজী দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রুস্তমজীর পরিচালনায় ডকিং কোম্পানি বিশেষ উন্নতিলাভ করে। কোম্পানির ত্রয়োদশ যাণ্মাসিক সভার বিবরণ-প্রসঙ্গে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' (১৮৪৩, ২৬এ অক্টোবর) লেখেন,—

---

* *The National Magazine* for April, 1908. P. 152.

জাহাজগুলির নাম:—স্কুনার কাপা, জোভানা ফর্ম, ব্রিগ ব্ল্যাক জোক, বার্ক সিল্ক, রুস্তমজী কাওয়াসজী, কাওয়াসজী ফ্যামিলি, এরুয়াদ, স্কুনার পার্ল, ব্রিগ ফর্‌সেয়ার, ফ্রেমজী কাওয়াসজী, মার্‌মেড, থার্সেদজী কাওয়াসজী, রয়্যাল এক্‌স্‌চেঞ্জ, ব্রিগ প্রেমাভেরা, ব্রিগ লিনেট, বার্ক অ্যাগ্‌নেস, ব্রিগ থিস্‌ল, বার্ক টার্নেট, স্কুনার ডেভিল, ব্রেমার, ফোর্থ।

† *The India Review* for December, 1839. P. 750.

‡ *The Calcutta Monthly Journal*, 1837.

"সেক্রেটারি রুস্তমজী কাওয়াসজীর আপিসে ডকিং কোম্পানির ত্রয়োদশ ষাণ্মাসিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমরা যতদূর জানি, ইহা কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিশীল কারবার, এই কোম্পানি ছয় লক্ষ টাকা পুঁজি লইয়া কাজ করিতেছেন। সেক্রেটারিদের মাসিক দুই হাজার টাকা বেতন দিয়াও ইহা অংশীদারদের শতকরা ষোল টাকা লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে। সভায় আট জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন, এবং হিসাবপত্র খুবই সন্তোষজনক এই মর্ম্মে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল।"

রুস্তমজী ১৮৪৭, মার্চ মাসে সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করেন।*

এ তো গেল জাহাজ নির্ম্মাণের কথা। সে যুগে জাহাজ-ভাসান-উৎসবও খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন হইত।† সমসাময়িক সংবাদপত্রে রুস্তমজীর বহু জাহাজের ভাসান-উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল বিবরণ হইতে সেকালের জাহাজ, জাহাজের নির্ম্মাতা, এবং দেশী বিদেশীর সামাজিক মেলামেশা, আমোদ-প্রমোদ ও উৎসবাদির বিশেষ চিত্র পাওয়া যায়।

রুস্তমজীর জাহাজগুলি প্রধানত ব্যবসাতেই খাটানো হইত। এগুলি ক্ষিপ্রতা ও অন্যান্য গুণে সুনাম অর্জ্জন করে। 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' প্রথম যাত্রায়ই সে যুগের সবচেয়ে দ্রুতগামী ক্লিপার 'সার্ এড্‌ওয়ার্ড রায়ান'কে হারাইয়া দিতে সমর্থ হয়। ১৮৩৯, ১৯এ ডিসেম্বর তারিখের 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ—

"রুস্তমজী কাওয়াসজী, যাহা গত জুলাই মাসে (১৮৩৯) ভাসানো হইয়াছে—ক্ষিপ্রতার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।...ইহা

* *The Friend of India*, March 25, 1847.

† Chow-Chow. By Lady Falkland, Chapter I, p. 15.

সিঙ্গাপুর হইতে রওনা হইয়া ষষ্ঠ দিনেই এ যুগের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী জাহাজ 'সার্ এড্‌ওয়ার্ড্ রায়ান'কে অতিক্রম করিয়া এগারো দিনে মাসাও পৌঁছিয়াছে।"

রুস্তমজীর জাহাজগুলি প্রধানতঃ ব্যবসাতেই খাটানো হইলেও দ্রুতগামী বলিয়া সুনাম থাকায় কোন-কোনখানি ডাক প্রেরণেও নিয়োজিত হইত। ১৮৩৮, ১৫ই ফেব্রুয়ারির 'কলিকাতা কুরিয়রে' প্রকাশ—

"কাওয়াসজী ফ্যামিলি চীন হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ৬ই জানুয়ারি (১৮৩৮) পর্য্যন্ত ক্যাণ্টনের সব চিঠিপত্র আনয়ন করিয়াছে।"

ইহার নয় বৎসর পরেও রুস্তমজীর জাহাজ ডাক-বহনে নিয়োজিত ছিল। ১৮৪৭, ১লা ফেব্রুয়ারি 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' এই মর্ম্মে লেখেন—

"আমরা ২রা জুন পর্য্যন্ত মরিসসের সংবাদপত্রসমূহ 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' মারফৎ পাইয়াছি।"

রুস্তমজীর অন্যূন পনরোখানা জাহাজ চীন-অভিযান চালাইবার সময় ব্রিটিশ গভর্নেণ্ট ভাড়া করিয়াছিলেন।* সে সময়ের সংবাদপত্রে ইহার কয়েকখানির উল্লেখ পাওয়া যায়। রুস্তমজীর 'গোলকোণ্ডা' জাহাজখানা চীন-যুদ্ধে বিনষ্ট হয়।

'ফ্রেমজী কাওয়াসজী', 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' প্রভৃতি কোন কোন জাহাজ ভারতবর্ষের বাহিরে মরিসস দ্বীপে শ্রমিক প্রেরণেও নিয়োজিত ছিল।†

জাহাজের মালিক হওয়ায় রুস্তমজী কাওয়াসজী এ-বিষয়ক আলোচনায়

---

* *Calcutta Old and New*, 1907. পৃ. ৭৬৬।

† *The Friend of India*, March 9, & *The Eastern Star*, February 20, 1843.

এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইতেন। এই সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে যাতায়াতে সুয়েজ যোজকই সহজ পথরূপে গণ্য হইল। রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামকমল সেন ও নয় জন ইউরোপীয় মিলিয়া কলিকাতায় প্রিকার্স'র স্কীম কমিটি গঠন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল—সুয়েজ ও কলিকাতার মধ্যে বাষ্পীয় পোত বা জাহাজে ডাক-বহনের ব্যবস্থা। ১৮৪২ সালের মার্চ্চ নাগাদ এই কোম্পানির তিন-চতুর্থাংশ শেয়ার বিক্রয়ও হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আনুকূল্যে বিলাতে পেনিন্‌সুলার অ্যাণ্ড স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি গঠিত হয় ও সুয়েজের উভয় পার্শ্বে ডাক-বহনের ভার গ্রহণ করে। প্রিকার্স'র কমিটি সুতরাং কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হন।*

বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নদীসমূহে বাষ্পীয় পোত প্রবর্ত্তনেও রুস্তমজী কাওয়াসজীর কৃতিত্ব কম নয়। ১৮৪৪, ২৩এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টাউন হলে ত্রিশ জন গণ্যমান্য দেশী বিদেশী ভদ্রলোক ঐ উদ্দেশ্যে মিলিত হন এবং একটি কোম্পানির অনুষ্ঠানপত্র প্রণয়নের জন্য দশ জনকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। রুস্তমজী এই কমিটির এক জন সভ্য মনোনীত হইলেন। এই বৎসরের ৮ই মে এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা টাউন হলে আর একটি সভা হইল। এই সভায় 'ইণ্ডিয়ান জেনারেল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানির পরিচালক-সভায় (**Directorate**) রুস্তমজী কাওয়াসজী একমাত্র ভারতীয় নির্ব্বাচিত হইলেন।†

* *The Friend of India*, Dec. 14, 1843. Proceedings of the Steam Memorial Meeting.

† *The Friend of India*, May 16, 1844.

সমাজ-হিতে

এ পর্য্যন্ত আমরা ব্যবসায়ক্ষেত্রে রুস্তমজীর বহুমুখী প্রতিভা ও কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় পাইলাম। অতঃপর তাঁহার সমাজ-হিতৈষণার পরিচয় দান করিব। তিনি স্ব-সমাজের জন্য বিবিধ সংকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই প্রথম আলোচ্য। এক বিষয়ে রুস্তমজী পারসী তথা ভারতবাসীদের মধ্যে সকলেরই অগ্রণী ছিলেন। পারসীরা প্রথম যুগে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষে আসিলেও ক্রমে ভারতবাসীদের মত নারীদের সমুদ্র-যাত্রার বিরোধী হইয়া উঠে। রুস্তমজীই সর্ব্বপ্রথম তাহাদের এই সংস্কার ভঙ্গ করেন। তিনি কলিকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্র-পথে নিজ পরিবারের নারীগণকে বোম্বাই হইতে কলিকাতা লইয়া আসেন। রুস্তমজীর পরিবারবর্গের সমুদ্র-যাত্রার উদ্যোগের সংবাদ পাইয়া 'বম্বে গেজেট' (১৮৩৮, ১৬ই জুলাই) এই মর্ম্মে লেখেন—

"আমাদের পারসী বন্ধুগণ এ যাবৎ ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যবসা-কর্ম্মে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন, এখন তাঁহারা আর একটি বিষয়ে অন্যান্যদের দৃষ্টান্তস্থল হইলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী রুস্তমজী কাওয়াসজী সহধর্ম্মিণী পুত্রবধূ ও মহিলাদের লইয়া শীঘ্রই সমুদ্রপথে কলিকাতা রওনা হইবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সম্ভ্রান্ত পারসী মহিলাগণ জলপথে দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত যাইতে নারাজ ছিলেন, এখন তাঁহারা সমুদ্রপথে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিতেও আপত্তি করিতেছেন না। সমাজে নানা বিষয়ে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।"

কাওয়াসজী-পরিবার কলিকাতা পৌঁছিলে 'সমাচার দর্পণ' (১৮৩৮, ১৮ই আগস্ট) লেখেন—

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমারদের সহরবাসী শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজীর শ্রীমতী সহধর্ম্মিণী বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন যেরূপ হিন্দু ও মোসলমানের স্ত্রীলোকেরা সমুদ্রপথে জাহাজে গমনে অনিচ্ছু তদ্রূপ পারসীয় স্ত্রীলোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম একজন স্ত্রী তদ্রূপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ এমত সাহসী হইয়া দেশীয় কুব্যবহার যে পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রুস্তমজী স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার গৃহে যে-সব গণ্যমান্য অতিথি পদার্পণ করিতেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে পরিবারের নারীগণের পরিচয় করাইয়া দিতেন ও আলাপাদি করিতে উৎসাহ দিতেন। *

রুস্তমজী কাওয়াসজী নবাগত পারসীদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তিনি লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা ২৬ নং ডুমতলায় (বর্ত্তমান এজরা স্ট্রীট) প্রবাসী পারসীদের জন্য একটি অগ্নি-মন্দির নির্ম্মান করান। ১৮৩৯ ২৩ মার্চের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশ—

"নূতন মন্দির। সংবাদপত্র দ্বারা অগম হইল যে শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজী ডুমতলায় অতি বৃহৎ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং তদুপরি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া স্বজাতীয় কতিপয় পারসিয়েরদিগকে স্থাপন করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তাঁহারা অগ্নির উপাসক।"

ঐ সনের জুন মাসের মধ্যেই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় ২৭ জুন ১৮৩৯ তারিখে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়—

* *The Englishman*, April 19, 1852.

'কলিকাতার পারসীদের নূতন মন্দিরে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। গতকল্য প্রাতে (১১ই জুন) মন্দিরের পোর্টিকো ভাঙিয়া পড়ায় এক জন মারা গিয়াছে, দুই জনের চোট লাগিয়াছে এবং তিন জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে

মন্দিরটি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়। মন্দির-গাত্রে এই উৎসর্গ-পত্র উৎকীর্ণ আছে,—

In the name of Holy Hormuzd
This Fire Temple was built at Calcutta by
Rustomjee Cowasjee Banajee Esqre.
And consecrated according to the rites of the
Masdiasna Religion
For the Service of God and the observance of
Sacred Rites of Zoroastrian Religion
In the 3rd year of the Reign of
Her Majesty Queen Victoria
On the 17th day of Shurosh of the
18th Month Furrurdun Kudmee
In the year of Yezdzerd 1209 and of
Zoroaster 2229
Corresponding with Monday the 16th September
of the Christian year 1839.

জ্ঞান-বিস্তারে

রুস্তমজী একান্তভাবে ব্যবসা-কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও, বোম্বাইয়ে জ্যেষ্ঠ ফ্রেমজী কাওয়াসজীর মত, কলিকাতায় তিনিও জ্ঞান-বিস্তারের বিভিন্ন আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাট

সার্ চার্ল্স মেট্‌কাফ (১৮৩৫-১৮৩৬) শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াই মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত আইন তুলিয়া দিয়া ইহার স্বাধীনতা দান করেন। এই কার্য্যের সমর্থক দেশী-বিদেশী প্রধানগণ তাঁহার স্মরণার্থ একটি পাবলিক লাইব্রেরি বা সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। এই লাইব্রেরি মেট্‌কাফ লাইব্রেরি নামে পরিচিত হয়। পরে ইহা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা এই গ্রন্থাগার স্থাপনে সর্ব্ব-প্রথম অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন, তাঁহাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী একজন। তিনি এই লাইব্রেরিতে দুই শত টাকা দান করেন। *

উইলিয়ম উইলবারফোর্স বার্ড ভারতবর্ষের অস্থায়ী বড়লাটরূপে দাসত্ব প্রথা নিবারণ (১৮৪৪) ও শিক্ষা-বিস্তার সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্যের জন্য আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। তাঁহার ভারত-বিদায়ের প্রাক্কালে ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ কলিকাতা টাউন হলে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় তাঁহার প্রিয় কার্য্য, শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহ দানের জন্য এগারো জন বিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া বার্ড স্কলারশিপ টেষ্টিমনিয়াল কমিটি গঠিত হয়। রুস্তমজী কাওয়াসজী ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। † তিনি কমিটীর পরবর্ত্তী অধিবেশনে যোগদান করিয়া ইহার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। ‡

বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিশেষ বিশেষ সভায়ও তাঁহাকে উপস্থিত দেখিতে পাই। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তাঁহাদের বিশেষ পদক প্রদানের ব্যবস্থা করেন সি. এইচ. ক্যামেরন ও জে. ই. লায়াল। ৯ অক্টোবর

* *The Calcutta Courier*, September 3, 1835.

† The *Friend of India*, September 19, 1844.

‡ *Ibid.* September 26, 1844.

১৮৪৪ কলেজ-মণ্ডপে এই উদ্দেশ্যে এক সভা হয়। কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র অরুণচন্দ্র বসু, রাজনারায়ণ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র তাঁহাদের বিদ্যাবত্তার জন্য উক্ত বিশেষ পদক লাভ করেন। বড়লাট সার্ হেনরি হার্ডিং স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এই পদক দিয়াছিলেন। সেকালের যে-সব গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজীর নাম উল্লেখযোগ্য। *

২৭ মার্চ ১৮৪৫ মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক সভায় সার্ হেনরি হার্ডিং ছাত্রগণকে উপাধি, বৃত্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন। রুস্তমজী এ সভায়ও যোগদান করিয়াছিলেন। †

পর-বৎসরের বার্ষিক সভায় রুস্তমজী কলেজের কৃতী ছাত্রদের স্বর্ণপদক দান করেন। ৭ এপ্রিল ১৮৪৬ 'সম্বাদ ভাস্কর' লেখেন,—

"রুস্তমজী কাওয়াসজীর গুণের কথা লেখা অধিক, তাঁহার গুণ কলিকাতার বাহির রাস্তায় জলপ্রণালীতেই নগরের মালাস্বরূপ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ঐ বাবু আরও অনেক সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, বিশেষতঃ বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য মেডিকেল কলেজে স্বর্ণ মেডেল দিলেন। অতএব এমৎ সৎস্বভাব মনুষ্য অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন।"

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ১৮৪৬ সনের ডিসেম্বর মাসে সার্ জন পিটর গ্রাণ্টের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটি ছিল এই— লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে সাধারণ শিক্ষা বা কারুশিক্ষার জন্য প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্টসংখ্যক ভারতীয় ছাত্র পাঠাইবার উদ্দেশ্যে 'দ্বারকানাথ ঠাকুর

* *The Friend of India*, October 17, 1844.

† *Ibid*, April 3, 1845.

এণ্ডাউমেণ্ট ফাণ্ড' খোলা হইবে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ফাণ্ডের ট্রাষ্টি নিযুক্ত হন। রুস্তমজী কাওয়াসজী ইহার অন্যতম ট্রাষ্টি হইলেন। *

সাধারণ বিদ্যা ছাড়া অর্থকরী বিদ্যার প্রচারেও রুস্তমজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। উইলিয়ম কেরী স্থাপিত কৃষি ও উদ্যান-রচনা সমিতি (Agricultural and Horticultural Society) ভারতবাসীদের মধ্যে কৃষিতত্ত্ব প্রচারে বিশেষ অবহিত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতির সঙ্গে রুস্তমজীর যোগসাধন ঘটে। তিনি ক্রমে ইহার একজন সহকারী সভাপতি হইলেন। † সমিতিতে রুস্তমজীর দানও ছিল যথেষ্ট। ২০ নবেম্বর ১৮৪৫ 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় প্রকাশ,—

"কৃষি সমিতির গত অধিবেশনে জানানো হয় যে, মেটকাফ হল নির্ম্মাণে যে ঋণ হইয়াছে, তাহা অংশত পরিশোধের জন্য সমিতির সভ্য রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ও বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রত্যেকে এক হাজার টাকা এবং ডাঃ হাফ্‌নেগ্‌ল ও রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রত্যেকে দুই বৎসরের জন্য বিনা সুদে পাঁচ শত টাকা আগাম দিতে সম্মত হইয়াছেন।"

প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,—'রুস্তমজী সমিতিকে হাজার টাকা ধার দেন এবং পরে ইহা সমিতিকে দান করেন। ‡

প্যারীচাঁদ লিখিয়াছেন, "রুস্তমজী কাওয়াসজী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে

---

* Memoir of Dwarkanath Tagore by Kishory Chand Mitra 1870, Appendix C. (Quoted from the *Harkaru*, December 4, 1846.)

† *The National Magazine* for May 1908, Rustumjee Cowasjee (2) পৃ ১৭৩।

‡ *The National Magazine* for May 1908. Rustumjee Cowasjee (2) পৃ. ১৭৩।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদান করেন।"* সোসাইটির বার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায়, রুস্তমজী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই ইহার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রুস্তমজী সোসাইটির বিশিষ্ট চাঁদাদাতা সভ্য ছিলেন। রুস্তমজীর পুত্র মানকজী রুস্তমজী ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির সভ্য হন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুস্তমজী একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন ও পিতা-পুত্র উভয়েই সোসাইটির সভ্যপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। †

জন-সেবায়

রুস্তমজী কাওয়াসজী সত্যকার মানব-হিতৈষী ছিলেন। 'ইংলিসম্যান' পত্রিকা ১৯ এপ্রিল ১৮৫২ তারিখে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ দিতে গিয়া লেখেন,—

"Rustomji was extremely liberal while he had the means, and there must be many yet living who have felt his kindness when it was of the utmost value to them."

রুস্তমজীর যখন অর্থসম্পদ ছিল, তখন তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে কটকে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন দুর্গতদের সাহায্যের জন্য কলিকাতায় অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হয়। রুস্তমজী দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে এক শত টাকা দান করেন।‡

* *The National Magazine* for May 1908. Rustumjee Cowasjee (2) পৃ. ১৭৩।

† Royal Asiatic Society of Bengal's Journal, Vols. 1844-1849. Annual Reports.

‡ *The Government Gazette*, November 24, 1831.

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সাহায্য দান উদ্দেশ্যে ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ কলিকাতা টাউন হলে লর্ড বিশপের সভাপতিত্বে এক সাধারণ সভা হয়। সভায় চাঁদা সংগ্রহ ও বণ্টনের জন্য কমিটি গঠিত হইল। সভাক্ষেত্রেই পনরো হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। চাঁদা সংগ্রহ কার্য্যে রুস্তমজী বিশেষ তৎপর ছিলেন। তিনি স্বয়ং যে সকল চাঁদা আদায় করেন, তাহার তালিকা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড রায়ানের মারফত সভায় পেশ করেন। ঐ তালিকায় গাইকোয়াড়ের বেনুরামের নামে দুই হাজার, রুস্তমজী ও তাঁহার পুত্রের নামে যথাক্রমে এক হাজার ও পাঁচ শত টাকার উল্লেখ আছে। *

রুস্তমজীর দান স্বদেশের দুঃখ নিবারণের কাজেই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি চীনে নিঙ্‌পো মিশনরি হাসপাতালে অর্থ সাহায্য করেন (১৮৪৪)। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, তখন কলিকাতায় আইরিশদের অর্থসাহায্য-দানের জন্য বিশেষ সভা হয়। রুস্তমজী এই সভার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন ও চাঁদা সংগ্রহের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তাহার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন।

কলিকাতাবাসীদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য রুস্তমজী কলিকাতায় বহু পুষ্করিণী খনন করান। এ কথা পরে বিশেষ ভাবে জানা যাইবে। পুষ্করিণী খনন ছাড়া এজন্য অন্য উপায়ও যে তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন সমসাময়িক সংবাদপত্রে তাহার উল্লেখ আছে। 'সম্বাদ ভাস্কর' ২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫১ তারিখে লেখেন,—

* *The Friend of India*, March 8, 1838. Weekly Epitome of News—Thursday, March 1.

"...বাহির রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া রোস্তমজী বাবু যাহা করিতেছেন কলিকাতা রাজধানী বর্ত্তমান থাকিতে তাহা নির্ব্বাণ হইবেক না, এই কর্ম্মের জন্য...ব্যয় ভয়ে কেহ অগ্রসর হয়েন নাই কিন্তু রোস্তমজী বাবু উপরুদ্ধ না হইয়াও সাধারণের উপকারের জন্য এই বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, বাবু রোস্তমজী বহুকাল পর্য্যন্ত দেখিতেছেন বাহির রাস্তার নিকটস্থ লোকেরা জলাভাবে দুঃখ পায় অতএব তিনি বৈঠকখানা হইতে ঐ রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া জলপ্রণালী আনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই প্রণালীর জলে কত লোকের উপকার হইবে তাহার সংখ্যা নাই অতএব রোস্তমজী বাবু তাঁহার স্মরণীয় এক এক মহৎ চিহ্ন রাখিলেন ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা উপকৃত হইয়া পুরুষানুক্রমে ঐ বাবুর ধন্য ধন্য কহিবেন,..."

রুস্তমজী বঙ্গবাসীর সেবায় তনু মন ধন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এজন্য বাঙালী সাধারণ তাঁহাকে 'রুস্তমজী বাবু' বলিয়া ডাকিত। তাহারা তাঁহাকে একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল।

রুস্তমজী দরিদ্রের সেবায়ও আত্মনিয়োগ করেন। দরিদ্রগণকে অর্থ দিলেই তাহাদের প্রকৃত সাহায্য বা উপকার হয় না, দারিদ্র্য ঘুচাইয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াই রুস্তমজীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর তাঁহার এই উদ্দেশ্য কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্ল সোসাইটি মারফত কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এখানে কলিকাতার এই সোসাইটি * সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহা দেশী-বিদেশী দরিদ্রজনের বিশেষ উপকারী বান্ধব ছিল। দ্বারকানাথ

* ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্ল সোসাইটির অনেকগুলি রিপোর্ট কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। এ অধ্যায়ের মাল-মশলা প্রধানতঃ এই রিপোর্টগুলি ও এই সময়ের সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত—লেখক।

ঠাকুর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহাতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহার কর্ম্মক্ষেত্র অতঃপর খুবই প্রসারিত হয়। প্রথমে কিন্তু ইহা শুধু বিদেশী খ্রীষ্টানদের সাহায্যার্থই স্থাপিত হয়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার পাদ্রীরা দুঃস্থ নিঃসহায় ইংরেজ ও অন্যান্য বিদেশী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের এই সাধু প্রচেষ্টা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী টার্নারের উদ্যোগে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটিতে রূপায়িত হয় ও এই সোসাইটি রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। ইহা দ্বারা দুঃস্থ ভারতবাসীদের সাহায্যদানেরও যাহাতে ব্যবস্থা হয়, সেজন্য আন্দোলন উপস্থিত হইলে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটি পুনর্গঠিত হইল ও গণ্যমান্য ভারতীয়েরা ইহার সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী সোসাইটির একজন সভ্য হইলেন। তিনি ইহার সহকারী সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই এদেশীয়দের সাহায্য দানের জন্য "Committee of the Native Poor" নামে সোসাইটির অধীন এক সাব-কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটি পরে 'নেটিভ কমিটি' নামে পরিচিত হইয়াছে। ৭ জন ইংরেজ, ৩২ জন হিন্দু ও ১ জন পারসী লইয়া এই নেটিভ কমিটি গঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই পারসী সভ্যই রুস্তমজী কাওয়াসজী।

নেটিভ কমিটি কার্য্যের সুবিধার জন্য কলিকাতাকে বারোটি ভাগে ভাগ করিলেন ও প্রত্যেকটি বিভাগের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। প্রত্যেক বিভাগের পরিদর্শনের ভার স্থানীয় দুই কি তিন জন সভ্যের উপর পড়িল। রুস্তমজী কাওয়াসজী দ্বিতীয় বিভাগের পরিদর্শক (Visitor) নিযুক্ত হন। এই বিভাগের সীমানা—দক্ষিণে জানবাজার ষ্ট্রীট, উত্তরে বউবাজার ও বৈঠকখানা ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে সার্কুলার রোড ও পশ্চিমে স্ট্যাণ্ড রোড। কয়েক বৎসর পরে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু

কলিকাতাকে উত্তর ও দক্ষিণ মাত্র এই দুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। তখন রুস্তমজী দক্ষিণ বিভাগের পরিদর্শক ছিলেন।

দুঃস্থ ও নিঃসম্বল ব্যক্তিদের নিয়মিত ভাবে বা মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করা হইলেই তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিবে না, তাহাদের দারিদ্র্য সত্যসত্যই ঘুচাইতে হইলে তাহাদিগকে এমন কর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যাহার বিনিময়ে তাহারা নিজেদের জীবনধারণোপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। এ বিষয়ে সভ্যদের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলন চলিতে থাকে, কিন্তু ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহারা এদিকে বিশেষ অবহিত হন। এই বৎসর ৩০ এপ্রিল টাউন হলের সভায় স্থির হয় যে, নগদ অর্থ না দিয়া দুঃস্থগণকে 'আম্স্ হাউস' বা ভিক্ষাগৃহে আশ্রয় দিয়া তাহাদের জন্য একটি কর্ম্মশালা (Work House) নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে অনুরোধ জানানো হয় যে, তাঁহারা যেন বিলাতের ভ্যাগ্রাণ্ট অ্যাক্টের অনুরূপ এদেশেও একটি আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই প্রস্তাব দুইটির সমর্থনে দ্বারকানাথ ঠাকুর যাহা বলেন, তাহাতে এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বেকার আন্দোলনের কথা জানা যায়। তিনি বলেন, 'দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বনের কথা সোসাইটির ভারতীয় সভ্যগণের মনেই প্রথম উদিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সভ্যদের দ্বারা একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে ভিক্ষাগৃহ স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মতিলাল শীল ভূমি দান করিতে ও রুস্তমজী কাওয়াসজী টালির ঘর নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। আইন দ্বারা প্রকাশ্য স্থানে ভিক্ষা বন্ধ করিবার প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হইয়াছিল। এই সব বিষয় যখন নেটিভ কমিটির বিবেচনাধীন, তখন মূল সোসাইটি এই ব্যাপার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কাজেই নেটিভ

কমিটি এ বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া আর যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।'*

যাহা হউক, টাউন হলের সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য সোসাইটির এগারো জন সভ্য লইয়া এক বিশেষ কমিটি স্থাপিত হইল। এই কমিটির সভ্যদের মধ্যে ভারতীয় ছিলেন তিন জন—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মতিলাল শীল ও রুস্তমজী কাওয়াসজী। পরবর্ত্তী ৩০এ মে কমিটি পত্র দ্বারা গভর্মেণ্টকে এই অনুরোধ জানান যে, ভিক্ষুকের উপদ্রব নিবারণের জন্য অবিলম্বে এক আইন জারি করা হউক। সোসাইটি যে একটি ভিক্ষাগৃহ স্থাপনের মানস করিয়াছেন, পত্রে তাহাও উল্লিখিত হয়। †

সরকার অতঃপর এই মর্ম্মে এক আইনের খসড়া প্রণয়ন করেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপীড়ক ভিক্ষুকদের শাস্তি দেওয়া হইবে। কমিটি এ বিষয় বিবেচনা করিয়া ৩০এ সেপ্টেম্বর এই মর্ম্মে এক প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন—

সোসাইটি যে আইন বিধিবদ্ধ করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভায় তাহা সংশোধিত আকারে পেশ করিতে কর্ত্তৃপক্ষ কেন প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। তাঁহারা সবিনয়ে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে আইন করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, খসড়ার ধারাগুলি তাহার পক্ষে মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। ভিক্ষাগৃহ নির্ম্মিত হইলে লোকেরা যাহাতে সকল শ্রেণীর ভিক্ষুকেরই উপদ্রব হইতে রক্ষা পায়, এইজন্যই গভর্মেণ্টকে আইন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল।‡

* *The Friend of India*, May 7, 1840.

† *The Friend of India*, Oct. 8, 1840 : District Charitable Society.

‡ *The Friend of India*, Oct. 8, 1840 : District Charitable Society.

কমিটীর পত্রে কাজ হইল। ২০ নবেম্বর ১৮৪০ 'ভ্যাগ্রাণ্ট অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হইল। সরকার ভিক্ষাগৃহ নির্ম্মাণার্থ ১৪ অক্টোবর ১৮৪০ সোসাইটিকে ৩৪ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের জমি, এবং সোসাইটির কুষ্ঠাশ্রমের জন্য ঐ জমি-সংলগ্ন ২৬ নং দাগ (মোট ৪ বিঘা ৬ ছটাক) দান করেন। ভিক্ষাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য রুস্তমজী কাওয়াসজী এককালীন দুই হাজার টাকা দেন।* রুস্তমজী যতদিন সোসাইটির সভ্য ছিলেন, ততদিন এককালীন দান বাদে বার্ষিক দুই শত টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন।†

কুষ্ঠাশ্রমের জন্য সরকার পক্ষে ভূমি-দানের কথা মাত্র উল্লেখ করিলাম। মতিলাল শীল, রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রমুখ ভারতীয় সভ্যগণ এজন্য পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৯, ১৬ মার্চ 'সমাচার দর্পণ' বলেন,—

"শুনিলাম যে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল শীল কুষ্ঠী ব্যক্তিদিগের বাস নিমিত্ত মৃজাপুরে একটা স্থান করিয়াছেন এবং রুস্তমজী কাওয়াসজী ঐ নিমিত্ত খোলা ঘর নির্ম্মাণে উদ্যুক্ত হইয়াছেন।"—'জ্ঞানান্বেষণ'

---

* The Eleventh Report, (1841).

† সোসাইটির ৪র্থ, ৫ম, ৭ম, ১০ম ও ১১শ রিপোর্টের বার্ষিক চাঁদাদাতৃগণের তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে।

কলিকাতার উন্নতি-বিধানে*

কলিকাতা নগরীর উন্নতি-বিধানেও রুস্তমজীর কৃতিত্ব যথেষ্ট। এতক্ষণ তাঁহার জন-সেবার কথা বলিয়াছি। এই জন-সেবা প্রবৃত্তিই যে তাঁহার এ কার্য্যেরও মূলে ছিল, এ অধ্যায়ে তাহা অধিকতর স্পষ্ট হইবে। কলিকাতার খোলার ঘর, রাস্তা, পুষ্করিণী, পয়ঃপ্রণালী, হাসপাতাল, খেয়া-ব্যবস্থা সকলই রুস্তমজীর কৃতিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

আজিকার এবং এক শত বৎসর পূর্ব্বেকার কলিকাতায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তখন কলিকাতা সর্ব্বরোগের আকর ছিল। বর্ষা-শেষ হইতে শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এক জ্বর-রোগেই হাজার হাজার লোকের দেহান্ত ঘটিত। কলিকাতা ধর্ম্মতলাস্থ নেটিভ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণ মানসে ২০ মে ১৮৩৫ এক বিশেষ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় কর্ত্তৃপক্ষীয়দের কয়েকজনকে লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হয়, উদ্দেশ্য—(১) শহরের মধ্যভাগে সর্ব্বপ্রকার, বিশেষ জ্বরাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন, ও (২) শহরের ও শহরতলীর স্বাস্থ্যের উন্নতির উপায়াদি নির্দ্ধারণ করিয়া গভর্মেণ্টকে রিপোর্ট দান। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সাধারণের গোচরে আনিবার জন্য ১৮ই জুন তারিখে কলিকাতা টাউন হলে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করেন। সাব-কমিটির অন্যতম সভ্য ডবলিউ. সি. স্মিথ এই সভার সভাপতি হন। একটি প্রস্তাবে, ফিভার হাসপাতাল স্থাপন কল্পে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রমুখ বারো জন ভারতীয়

---

* এই অধ্যায় সংকলনে আমি প্রধানত "The Fever Hospital and Municipal Enquiry Committee"র রিপোর্ট এবং সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে সাহায্য লইয়াছি। পাদটাকায় অতঃপর কমিটিকে সংক্ষেপে F.H.M.E.C. বলিয়া উল্লেখ করিব। —লেখক

প্রতিনিধি লইয়া একটি চাঁদা-আদায় কমিটি গঠিত হইল। আর একটি প্রস্তাবে স্থির হয় যে, হিন্দু মুসলমান চাঁদা-দাতাদের মধ্য হইতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি ফিভার হাসপাতাল কমিটিতে নিযুক্ত হইবেন। রুস্তমজী কাওয়াসজী ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য তিন হাজার টাকা দান করিলেন, সভাক্ষেত্রেই ষোল হাজার টাকা চাঁদা পাওয়া গেল।* নেটিভ হাসপাতালের সাব-কমিটিতে ভারতবাসীদের প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন সভ্য লইবার প্রস্তাবও সভায় গৃহীত হইল। বলা বাহুল্য, রুস্তমজী কাওয়াসজী ছিলেন ইঁহাদের মধ্যে একজন।

প্রথমত কমিটির এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকারের সঙ্গে কিছুকাল পত্র-ব্যবহার চলে। পরে, ১৮৩৬ সনের ৩রা জুন বড়লাট লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কমিটির উদ্দেশ্য অনুমোদন করিয়া ইহার সঙ্গে কলিকাতার কর-নির্দ্ধারণ ও কর-আদায়ের ব্যবস্থার অনুসন্ধান ও সুপারিশের ক্ষমতাও ইহাকে দেন এবং সরকার তরফে দুইজন বিশেষজ্ঞকে ইহার সভ্য নিয়োগ করেন।

---

* *The Calcutta Courier*, June 1, 1835.

সভাক্ষেত্রে যে-সব দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি টাকা দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও দানের তালিকা—

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	২,০০০ টাক
রাজচন্দ্র দাস	২,০০০ ”
দ্বারকানাথ ঠাকুর	৫,০০০ ”
মথুরানাথ মল্লিক	২,০০০ ”
রুস্তমজী কাওয়াসজী	৩,০০০ ”
প্রসন্নকুমার ঠাকুর	১,০০০ ”
মাধব দত্ত	১,০০০ ”
	মোট ১৬,০০০ টাক

অতঃপর এই কমিটিই গভর্মেণ্ট-নিযুক্ত কমিটি বলিয়া গণ্য হইল। কমিটির সভ্য হইলেন বারোজন—সার্ এডওয়ার্ড রায়ান, সার্ জন পিটার গ্রাণ্ট, ডবলিউ. সি. স্মিথ, রামকমল সেন, এস. নিকলসন, জে. আর. মার্টিন, এ. আর. জ্যাকসন, রুস্তমজী কাওয়াসজী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসময় দত্ত, আর. ককেরেল, এ. রজার্স।

উদ্দেশ্য ব্যাপক হইয়া পড়ায় কমিটি তিনটি সাব-কমিটিতে বিভক্ত হয়। কর নিরুপণ, আদায় এবং ব্যয়ের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রথম সাব-কমিটির কার্য্য হইল। দ্বিতীয় সাব-কমিটি শহরের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ (conservancy) ব্যবস্থা তদন্ত করিবার ভার লইলেন। ফিভার হাসপাতালের জন্য চাঁদা সংগ্রহ ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অন্যান্য বিষয়ের বিবেচনার ভার পড়িল তৃতীয় সাব-কমিটির উপর। রুস্তমজী কাওয়াসজী দ্বিতীয় সাব-কমিটিরও সভ্য নিযুক্ত হইলেন। *

দ্বিতীয় সাব-কমিটির সভ্য হইলেও মূল কমিটির সভ্য ও কলিকাতার অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে রুস্তমজী কাওয়াসজী প্রত্যেক সাব-কমিটিতেই সাক্ষ্য দেন এবং নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহার সাক্ষ্যসমূহ হইতে সেকালের কলিকাতার, বিশেষত বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলের বাসস্থান, গৃহনির্ম্মাণ-রীতি, রাস্তাঘাট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, জলাভাব, সাধারণ বাঙালীর অভ্যাস ও আচরণ প্রভৃতি বহু বিষয়ের চিত্র মিলে। তিনি শহরের দুরবস্থার প্রতীকার কল্পে যে-সব উপায় নির্দ্দেশ করেন, তাহার অধিকাংশই প্রত্যেক সাব-কমিটি সাদরে গ্রহণ করেন এবং মূল কমিটির রিপোর্টেও তাহা সন্নিবেশিত হয়।

* F. H. M. E. C, 1st Report. January 7, 1840.

সেকালের কলিকাতায় খড়ের ঘর ছিল বিস্তর। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আগুন লাগিয়া এই সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। ১ জানুয়ারি ১৮৩৭ হইতে ১ মে পর্য্যন্ত কলিকাতার খড়ের ঘরের শতকরা পনরোখানা, এবং শুধু এপ্রিল মাসেই মোট খড়ের ঘরের অষ্টমাংশ আগুনে পুড়িয়া যায়। ইহার প্রতিকার-পন্থা নির্ণয়ের ভার প্রথম সাব-কমিটীর উপর পড়িলে তাঁহারা বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।* রুস্তমজী কাওয়াসজী মে মাসে দুই তারিখে এই সাব-কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দেন। প্রথম বারের সাক্ষ্যে তিনি বলেন, 'শহরের উত্তরাংশে অগ্নির প্রকোপ তিনি সম্প্রতি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আগুন নিভাইবার জন্য দমকল আসে, কিন্তু জলের অভাবে কিছুই করিয়া উঠা যায় নাই।'† অগ্নির প্রকোপ এড়াইবার জন্য রুস্তমজী এই উপায় দুইটি নির্দ্দেশ করেন—(১) এই সব অঞ্চলে বহুসংখ্যক সুগভীর পুষ্করিণী খনন, এবং (২) জনগণকে খড়ের ঘরের বদলে খোলার ঘর নির্ম্মাণে বাধ্য করানো। পুষ্করিণী-খনন সম্পর্কে তিনি বলেন,—

"আপার সার্কুলার রোড দিয়া বরাবর কিছু ব্যবধানে কতগুলি গভীর বড় পুষ্করিণী অবিলম্বে খনন করা আবশ্যক। শহরের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানেই জলের একান্ত অভাব। ভস্মীভূত গৃহাদির স্থানে জমিদারগণ পুনরায় গৃহ-নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বে তাহা অল্পমূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারে। ইহার ব্যয়ভার গভর্মেণ্টের বহন করা উচিত। তবে এ কার্য্যে গভর্মেণ্টকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, তাহারা যদি ভূমি ক্রয় করেন, আমিই বৈঠকখানা, মির্জ্জাপুর এবং মানিকতলায় নিজ ব্যয়ে চারিটি

* F. H. M. E. C. 1st Report. Appendix A-C.

† F. H. M. E. C. 1st Report. Appendix C. Minutes on the Late Fires. Cxxxix, May, 1837.

পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিব। আমি নিশ্চিত জানি, অনেক ধনী জমিদার শহরের অন্যান্য অংশেও এইরূপ পুষ্করিণী খনন করাইবেন।"*

সরকার কি করিবেন না করিবেন তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া রুস্তমজী নিজের জমিদারিতেই অনেকগুলি পুষ্করিণী কাটাইলেন। ১৭ জানুয়ারি ১৮৩৮ দ্বিতীয় সাব-কমিটির অধিবেশনে পুষ্করিণীর গভীরতার আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কলিকাতায় আমার অধীনস্থ বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি পুষ্করিণী কাটাইয়াছি ; কাজেই এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।"

রুস্তমজী কাওয়াসজী খড়ের ঘরের বদলে খোলার ঘর প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা কমিটির নিকট বুঝাইয়া দেন। ব্যয়াধিক্য ও স্বাস্থ্যহানি—খোলার ঘরের বিরুদ্ধে এই দুইটি আশঙ্কার কারণও যুক্তিতর্ক দ্বারা খণ্ডন করেন। খোলার ঘরে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা যে অমূলক, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বহু বৎসর পূর্ব্বেই খোলার ঘর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ; কিন্তু এই কারণে স্বাস্থ্যহানির কথা ওসব অঞ্চলে শুনা যায় নাই। প্রত্যেক বার খড়ের ঘর আগুনে পুড়িয়া যায় বলিয়া দরিদ্র ব্যক্তিরা সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহাদের দুর্দ্দশারও অন্ত-অবধি থাকে না। ইহার একমাত্র প্রতিকার-উপায়—আইন করিয়া জমিদারদের ও অধিবাসীদের খড়ের ঘরের পরিবর্ত্তে খোলার ঘর নির্ম্মাণে বাধ্য করানো।† কিন্তু এই দুঃসময়ে এরূপ আইন জারি করিলে দরিদ্র লোকের ভীষণ অসুবিধায় পড়িতে হইবে, এ বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি খোলার ঘর নির্ম্মাণে তাহাদের সাহায্যকল্পে কমিটির সমক্ষে একটি সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব

* F. H. M. E. C. 1st Report. Appendix C. Minutes on the Late Fires. Cxxxix, May, 1837.

† F. H. M. E. C. 1st Report. Appendix C. Minutes c x x x i x & c x v i.

করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব অনুসারে এক সময় যে কিছু কাজও হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। ১৮৫৩, ৪ঠা মার্চ্চ 'সংবাদ প্রভাকর' লেখেন,—

"ইতিপূর্ব্বে পুলিস হইতে এমত ঘোষণাপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, নগরমধ্যে কেহ তৃণাচ্ছাদিত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না এবং নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ, বাঙ্গালি, পার্সি প্রভৃতি সাধারণে এক প্রকাশ্য সভা করিয়া চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিল, অর্থাৎ খোলার ঘর করিতে যাহারদিগের নিতান্ত সঙ্গতি না হইবেক তাহারদিগের সেই টাকা হইতে সাহায্য করিবেন, একারণ ঐ সভা হইতে "ফায়ার কমিটি" নামে এক কমিটিও হইয়াছিল, বিখ্যাত পার্সিবণিক রুস্তমজী কোয়াসজী তাহাতে বিস্তর টাকা দিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই কমিটিই বা কোথায় এবং পুলিসের সেই অনুমতিই বা কোথায় প্রতিপালিত হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না।"

শহর স্বাস্থ্যময় ও সৌষ্ঠবপূর্ণ করিতে হইলে কতকগুলি কার্য্য ব্যাপকভাবে করা আবশ্যক। গৃহাদির অবস্থিতি ও নির্ম্মাণের সুব্যবস্থা, লোক-চলাচল ও বায়ুর অবাধ গতির জন্য প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ, পানীয় জলের অভাব দূরীকরণার্থ গভীর পুষ্করণী খনন এবং পয়ঃপ্রণালীর প্রবর্ত্তন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দ্বিতীয় সাব-কমিটির পক্ষ হইতে সভাপতি সার্ জন পিটার গ্রাণ্ট ও সভ্য রুস্তমজী কাওয়াসজী কখনও একযোগে, কখনও বা রুস্তমজী একাকী, শহরের দেশীয় অঞ্চলবিশেষের * অলি-গলি পরিদর্শন করিয়া আবশ্যক তথ্য নিরূপণ করেন। এ বিষয়ে তাঁহারা যে রিপোর্ট দেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

কলেজ স্ট্রীটের কাছাকাছি কতকটা জায়গা ছাড়া এই অঞ্চলের সর্ব্বত্রই

* লালবাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার এবং কলেজ ষ্ট্রীটের মধ্যবর্ত্তী স্থান—F. H. M. E. C. 1st Report. Appendix D. পৃ. ৭৪।

ঘন বসতি। এ অঞ্চলের বাড়ি ও দোকানঘরগুলি পাশাপাশি অবস্থিত। বাড়িগুলি ততটা উঁচু না হইলেও আঁলো বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত ঘটাইবার পক্ষে যথেষ্ট। রাস্তাগুলি সরু আঁকাবাঁকা ও ঘোরালো হওয়ায় এখানে বায়ুর স্বাভাবিক গতি প্রায় রুদ্ধ। রাস্তাগুলি দৈর্ঘ্যে পোয়া মাইলেরও কম। বারো ফুটের অধিক প্রশস্তও নয়। এই বারো ফুটের আবার প্রায় তিন ফুট জুড়িয়া পচা জল ও আবর্জ্জনাপূর্ণ দুই তিন ফুট গভীর নর্দ্দমা। এই নর্দ্দমার উপরিভাগ সেতু দ্বারা একেবারে ঢাকা—অবশ্য মাঝে মাঝে দুই এক ফুট ফাঁক আছে। সেতুর উপর দিয়া গৃহে প্রবেশের পথ। অনেক স্থলে সেতুর পার্শ্বেই এক হইতে তিন ফুট উঁচুতে দোকান-ঘর। এই সেতুই প্রকৃতপ্রস্তাবে দোকান-ঘরের নির্ভর। এজন্য সেতুর ভিতর হইতে নর্দ্দমা পরিষ্কার করা কখনও সম্ভবপর হয় না। মাঝে মাঝে যে ফাঁক আছে, তাহা হইতে অনবরত দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে কি রাস্তায় কি বাড়িতে কোথাও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। *

রিপোর্টের শেষে বৎসরের অন্যান্য সময়ে, বিশেষ বর্ষাকালে, এই অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে রুস্তমজী কাওয়াসজী নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলেন—

তিনি [রুস্তমজী] বর্ষাকালে বহুবার এই অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। অল্প বারিপাতেই এ অঞ্চলের নর্দ্দমাগুলি জলে পূর্ণ হয়, এবং জল নিষ্কাশনের পথ একরূপ না থাকায় রাস্তায় দুই এক ফুট জল জমিয়া যায়। জল নিঃসরণ হইতে প্রায়ই আট ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ে জলের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করিতে হয়। এ অঞ্চলের বাড়িগুলি রাস্তার ইঞ্চি কয়েক নীচুতে অবস্থিত। কাজেই জলে বাড়ির নিম্নভাগ অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকে এবং ইহা অস্বাস্থ্যকর হয়। †

* F. H. M. E. C. 1st Report. Appendix D. পৃ. ৭৪।

† ঐ। পৃ. ঐ।

রুস্তমজী ও গ্রাণ্ট সাহেব দ্বিতীয় বার একযোগে ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া রিপোর্ট দেন—

আমরা পুনরায় শহরের দেশীয় অঞ্চল পরিদর্শন করিলাম। পূর্ব্ব বারের চেয়ে এবারে এইমাত্র প্রভেদ দেখিলাম যে, এবার আবর্জ্জনা-জঞ্জাল অত্যধিক বাড়িয়াছে। নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া রাজপথ আগলানো হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেটগণের এদিকে আদৌ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয় না।*

এই রিপোর্ট পেশ করিবার পর কমিটিতে সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণের প্রশ্ন উঠে। রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে হইলে সরকারকে সাধারণের নিকট হইতে জমি ক্রয় করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে লাভালাভের কথা উঠিলে রুস্তমজী বলেন যে, রাস্তা নির্ম্মাণার্থ জমি ক্রয় করিতে সরকারের যে ব্যয় পড়িবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার দেড়গুণ আয় হইবে। কারণ, প্রশস্ত রাস্তার দুই পাশের জমির চাহিদা বেশি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কাজেই ইহার দাম ঢের বাড়িয়া যাইবে।†

অগ্নির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্তই যে পুষ্করিণী খনন আবশ্যক তাহা নহে, সুপেয় জলের অভাব নিরাকরণের জন্যও ইহার একান্ত প্রয়োজন। সেকালের কলিকাতায় ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের অন্যতম কারণ সুপেয় জলের অভাব। বৈঠকখানা-অঞ্চলের অধিবাসীদের মুখপাত্র এ. ডিসুজা সাহেব মূল ও শহর-সংরক্ষণ কমিটির সভ্য হিসাবে রুস্তমজীকে এক পত্রে তাঁহাদের জলের অভাবের কথা জ্ঞাপন করেন। রুস্তমজী এই পত্রের উল্লেখ করিয়া প্রথম কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। সাক্ষ্যে তিনি

* F. H. M. E. C. 1st Report. Appendix D, পৃ. ৭৪।

† F. H. M. E. C. 1st Report. পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৫। Rustomjee Cowasjee before the F. H. M. E. C.—2nd Sub Committee.

বলেন, আগুন লাগিলেই যে জলের অভাব অনুভূত হয় তাহা নয়, রন্ধনের ও পানীয় জলের অভাবেও লোকে অশেষ কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহার পর দ্বিতীয় কমিটিতে পুষ্করিণী-খননের কথা উঠিলে রুস্তমজী নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইহার ব্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পুষ্করিণীর গভীরতা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বিশ ফুটের পরিবর্ত্তে পুষ্করিণী ত্রিশ ফুট গভীর করিতে হইবে। ইহার কম হইলে সুপেয় জলের সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটিবে।*

দ্বিতীয় সাব-কমিটিতে রাস্তা-নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী-খনন সম্পর্কে রুস্তমজীর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পাঠ করিয়া দ্বারকানাথ ঠাকুর কমিটির সভাপতি মহাশয়কে লিখিলেন—

"আমি রুস্তমজীর আলোচনা সযত্নে পাঠ করিয়াছি, এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারিয়া সুখ অনুভব করিতেছি। পৃথক উত্তর দেওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।......" †

ফিভার হাসপাতাল স্থাপনের জন্য তৃতীয় সাব-কমিটি আশানুরূপ টাকা তুলিতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহারা মূল কমিটির মত-অনুযায়ী আদায়ী টাকা ৬৭,৯২৩৬৯/৭ পাই (কাহারও মতে, ৫৫,৪৬২৲ ‡) দুইটি সর্ত্তে ১৮৪৮, ২৩এ এপ্রিল কলিকাতা শিক্ষা-পরিষদে (Council of Education) দান করেন। সর্ত্ত দুইটি এই—(১) এ টাকা দ্বারা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিতে হইবে, এবং (২) যত শীঘ্র সম্ভব একটি ফিভার হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। §

* F. H. M. E. C. 1st Report. পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৫। Rustomjee Cowasjee before the F. H. M. E. C.—2nd Sub Committe.

† F. H. M. E. C. পৃ. ১৯৫।

‡ *The Friend of India*, Oct. 5, 1848.

§ F. H. M. E. C. 3rd Report. পৃ. ৮০।

১৮৪৮, ৩০এ সেপ্টেম্বর বড়লাট লর্ড ডালহৌসি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ-সংলগ্ন বারো হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড জমির উপর হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করেন। মতিলাল শীল শিক্ষা-পরিষদকে এই জমি বিনা সর্ত্তে দান করেন। এই হাসপাতালই বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। *

প্রথম সাব-কমিটির উপর যেমন আগুনের প্রকোপ এড়াইবার উপায় নিরূপণের ভার পড়ে, তৃতীয় সাব-কমিটির উপরও তেমনই খেয়াঘাট ব্যবস্থার আলোচনার ভার থাকে। তখন হাজার হাজার লোক প্রত্যহ গঙ্গা পার হইত। খেয়ার নৌকাই ছিল গঙ্গা পার হইবার একমাত্র উপায়। গঙ্গাতীরে নির্দ্দিষ্ট খেয়াঘাট না থাকায় লোকেরা যেখান-সেখান হইতে নৌকায় উঠিত এবং এ কারণে তাহাদের জিনিসপত্রও চুরি-ডাকাতি হইত। গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবি হইয়াও লোকে প্রায়ই ধনে-প্রাণে নাশ পাইত। রুস্তমজী তৃতীয় সাব-কমিটির সমক্ষে তৎকালীন খেয়াঘাট ও নৌকার দুরবস্থা ও দুর্ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়া যে প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য—

খেয়া-নৌকায় নম্বর থাকিবে এবং ইহা রেজিস্ট্রি করিতে হইবে। নৌকার প্রকাশ্য স্থানে মালিকের নাম ও যাত্রীসংখ্যা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকিবে। যাহারা ইহার অন্যথা করিবে, তাহাদের নিকট হইতে মোটা জরিমানা আদায় করিতে হইবে। নৌকার শ্রেণীবিভাগ করিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া দেওয়া দরকার। প্রতি মাসে নৌকা ও নৌকা-মাঝির যোগ্যতা পরীক্ষা করিতে হইবে। †

রুস্তমজী কাওয়াসজী কলিকাতার উন্নতিকল্পে ফিভার হাসপাতাল

* *The Friend of India*, Oct. 5, 1848.

† F. H. M. E. C. Report. Appendix K. পৃ. ৭৭-৭৮।

কমিটি ও মিউনিসিপ্যাল এন্‌কোয়ারি কমিটির সভ্য হিসাবে যে কার্য্য করেন, তাহার সামান্য মাত্র আভাস দিতে এখানে প্রয়াস পাইলাম। কমিটির রিপোর্ট তিন বার প্রকাশিত হয়।* রিপোর্ট অনুযায়ী অবিলম্বে কার্য্য না হইলেও এই সময় হইতেই বর্ত্তমান কলিকাতার উন্নতির পত্তন হয়। সার্ হেন্‌রি ইভান এ. কটন বলেন—"It marks the beginning of the modern Municipal Government." †

বিলাত যাইবার প্রাক্কালে কমিটির সভাপতি সার্ জন পিটর গ্রাণ্টকে কলিকাতাবাসীরা যে অভিনন্দন দেন, তাহার এই অংশ রুস্তমজী কাওয়াসজীর সম্বন্ধেও হুবহু প্রযোজ্য—

"We hope to realize permanent results in a sensible improvement of the health and comfort of the inhabitants of Calcutta from the establishment of sanitary regulations and of a Fever Hospital, in the accomplishment of which important objects of the city will ever associate your name, with a grateful recollection of the lively interest evinced by you, and the valuable aid afforded in devising a comprehensive scheme of Municipal Administration of our Metropolis. ‡

* F. H. M. E. C. 1st Report, 7th January 1840; 2nd Report, 7th August 1846; 3rd Report, 30th October 1847.

† *Calcutta Old and New*, 1907. পৃ. ১৭১।

‡ *The Friend of India*, March 16, 1848.

চিত্র

১৮৩৯ সনের পূর্ব্বেই রুস্তমজী কাওয়াসজী বদান্যতা ও দেশহিতৈষিতা গুণে যশস্বী হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর সে যুগের বিখ্যাত শিল্পী কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্ট তাঁহার একখানি চিত্র-পুস্তকে রুস্তমজীর রেখা-চিত্র সন্নিবেশিত করেন। 'সমাচার দর্পণ' (১৮৩৯, ৩০ মার্চ্চ) ইহার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন—

"পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি। পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থ সংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত গ্রাণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে অতি বদান্য পরহিতৈষী পারসীয় মহাজন শ্রীযুত রষ্টমজী কাওয়াসজী এবং বঙ্গভাষায় গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতাস্থ টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ দোবে ও শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব অতি প্রশংস্য হইয়াছেন।"

'ইণ্ডিয়া রিভিয়ু' মাসিকে (ডিসেম্বর ১৮৩৯) 'রুস্তমজী কাওয়াসজী'-শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে রুস্তমজীর এই রেখা-চিত্রখানি মুদ্রিত হয়। কলিকাতার কাগজগুলিতে ইহার প্রশংসাসূচক আলোচনা হইয়াছিল।

শিখ-যুদ্ধে জয়লাভের পর শিখ-কামান কলিকাতায় পৌঁছিলে, ১৮৪৭ সনের ৩রা মার্চ্চ ইহা শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকেরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই শোভাযাত্রার একখানি চিত্র (নং ১৬৫৪) কলিকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে টাঙানো রহিয়াছে। চিত্রে অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে রুস্তমজী কাওয়াসজী (২৬), পৌত্রী (২৭) ও পুত্র

মানকজী রুস্তমজী (৩০) দাঁড়াইয়া আছেন। নিম্নের উক্তি হইতে এই চিত্রের কিছু পরিচয় মিলিবে,—

"We hear that a drawing has gone home of the magnificent structure which later adorned the Midan, and under which the Sikh guns passed before anybody was up, and the fore-ground is a group of distinguished public characters..." *

পরলোকগমন

১৮৪৮ সনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় রুস্তমজী কাওয়াসজীর দেহ-মন একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। ১৮৫২, ১৬ই এপ্রিল শুক্রবার রজনীতে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার দেহত্যাগ হইলে কলিকাতার ইংরেজী-বাংলা সংবাদ-পত্র তাঁহার নানা কীর্ত্তি-কলাপের উল্লেখ করিয়া শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক ইংলিশম্যান (১৯ এপ্রিল) লেখেন—

"Rustomjee has resided about 33 years in Calcutta and for a great part of that time carried on a very extensive business as a merchant and a ship-owner, and for his activity and enterprize was well-known to men of business all over the East. During his prosperity he sought the European society and breaking through the restraints usual among his countrymen, did not hesitate to introduce the ladies of his family to his

* The Eastern Star, March 27, 1847.

guests, among whom the Governor-General has more than once been present.. When what is called a commercial crisis visited Calcutta, Rustomjee shared in the misfortune of his neighbours, and lost nearly all that he had been working for during a long and laborious life. He has since that time lived in a very retired manner, and as his health also declined, he utterly withdrew in a great measure from business. The cause of his death is stated to have been disease of heart, which at his advanced age could not be expected to have other than a fatal termination. Rustomjee was extremely liberal while he had the means, and there must be many yet living who have felt his kindness when it was of the utmost value to them."

সে সময়ের আর একখানা দৈনিক 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' (১১ বৈশাখ, ১২৫৯) রুস্তমজীর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

"আমরা দুঃখিতান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি এতন্নগরীর বিখ্যাত ধনি বণিক্‌বাবু রোস্তমজী কৌয়াসজী গত শুক্রবার রজনীতে লোকান্তর গমন করিয়াছেন ; রোস্তমজীবাবু ৩০ বৎসরকাল পর্য্যন্ত এতন্নগরে বর্ত্তমান থাকিয়া বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করিয়া উদারস্বভাবে দান ও পুণ্যভাজন কর্ম্মে ব্যয় করিয়া সুখ্যাত হইয়াছেন। কলিকাতার বাণিজ্য-বাজারে অগ্নি লাগাতে রোস্তমজী কৌয়াসজী অন্যান্য বণিক্‌দিগের ন্যায় মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি বিবেকীর ন্যায় শান্তভাবে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, ফলে মনঃপীড়োপলক্ষেই তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল।"

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী-সমাজের সেবায় রুস্তমজী কাওয়াসজীর কৃতি ভুলিবার নয়। পার্শী বাগান, রুস্তমজী স্ট্রীট প্রভৃতি এখনও দানবীর কর্ম্মী রুস্তমজীর স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার কৃত-কর্ম্মের বিষয় জানিয়া বাঙালীমাত্রেই তাঁহার নাম শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে স্মরণ করিবেন।

রাধাকান্ত দেব

পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকে কলিকাতার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই (মহিলাই) লেখাপড়া বিদিত আছেন।" কলিকাতার রাজবাটী বলিতে শোভাবাজার রাজবাড়ি বুঝাইত। ক্লাইভের মুন্সী মহারাজা নবকৃষ্ণ শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রাধাকান্ত দেব মহারাজা নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র রাজা গোপীমোহন দেবের পুত্র।

গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারে যাঁহারা সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের স্থান খুব উচ্চে। ১৮৬৭ সনের ১৯এ এপ্রিল রাধাকান্ত ইহধাম ত্যাগ করেন। অদ্যাপি তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলীর বিশেষ আলোচনা হয় নাই। তাঁহার বিভিন্নমুখী কর্ম্মধারা আমাদের সর্ব্বদা আলোচ্য—তাঁহার ঐকান্তিকতা ও তেজস্বিতা বাঙালীমাত্রেরই অনুকরণীয়। রাধাকান্ত স্বদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিপোষক ছিলেন। নর-নারী-নির্ব্বিশেষে স্বদেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি অমর হইয়া আছেন।

রাধাকান্ত ১৭৮৪, ১০ই মার্চ্চ (শকাব্দ ১৭০৫, ১লা চৈত্র) কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ধনীর দুলাল হইলেও শৈশব হইতেই তিনি বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হন। পণ্ডিত ও মৌলবীর সাহায্যে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফার্সি অধ্যয়ন করেন। কানিংহাম সাহেবের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমিতে তিনি ইংরেজীর প্রথম পাঠ শেখেন। পরে স্বীয় চেষ্টায়

এ সকল ভাষায়ই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হিন্দুর শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক অনুরাগ শৈশব হইতেই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হয়। ইংরেজী চর্চ্চা দ্বারা ইহার পুষ্টিলাভ যে সম্ভব ও আবশ্যক, তাহাও তিনি বিশেষভাবে অনুভব করেন। পরবর্ত্তী কালে দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারকল্পে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টা ইহার প্রমাণ।

রাধাকান্ত দেবের শিক্ষা-বিস্তার-প্রচেষ্টা প্রধানত তিনটি ধারায় সুরু হয়—হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করিয়া এ দেশে নিয়মিত ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন, স্কুল বুক সোসাইটি ও স্কুল সোসাইটি মারফৎ বাংলার সন্তান-সন্ততিদের সুসংবদ্ধ প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান ও স্ত্রীশিক্ষায় নানা ভাবে উৎসাহ দান। সংস্কৃত ও বাংলা শিক্ষার প্রসারেও যে তিনি বিশেষ অগ্রণী ছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা প্রধানত রাধাকান্ত দেবের জীবনের এ সব দিকই আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রাধাকান্তের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য কিরূপ বহুমুখী ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮৩৩, ৯ই নভেম্বর তারিখে গভর্মেণ্টকে লিখিত তাঁহারই একখানি চিঠির* কিংয়দংশের মর্ম্ম এখানে দিতেছি—

"বাবু রাধাকান্তদেব† হিন্দু কলেজের ডিরেক্টর, কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির নেটিভ সেক্রেটারি বা দেশীয় সম্পাদক, এগ্রিকাল্‌চারাল ও হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটির সহঃ সভাপতি, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির করেস্‌পণ্ডিং মেম্বর, বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটির সভ্য। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির কোন কোন পুস্তক সংকলন, অনুবাদ

---

* শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'—প্রথম খণ্ডে ৪৪০-৪৪১ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় সংস্করণ) এই পত্রখানি হুবহু উদ্ধৃত করিয়াছেন।

† রাধাকান্ত রাজা বাহাদুর উপাধি পান ১৮৩৭ সনে।

ও সংশোধন করিয়াছেন। ১৮২১ সনে লিণ্ডলে মারের স্পেলিং বুকের আদর্শে তিনি একখানা বাংলা বর্ণমালা প্রকাশ করেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহারই এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মুদ্রিত হয়। কয়েকটি ইংরেজী কাহিনীর বাংলা তর্জ্জমা করিয়া তিনি 'নীতিকথা' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তাঁহা দ্বারা একখানা ইংরেজী জ্যোতিষ-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সংশোধিত হইয়াছে। তাঁহার গৃহে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাটির যাবতীয় পুস্তক জমা থাকিত। রাধাকান্ত পুস্তকগুলি স্বদেশবাসীদের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এসব পুস্তকে ধর্ম্ম-সম্পর্কে কোন প্রস্তাব থাকিবে না, রাধাকান্তের মুখে এইরূপ আশ্বাস পাইয়া দেশী পাঠশালার গুরুগণ তাহা ছেলেদের পড়াইতে স্বীকৃত হন।

"রাধাকান্ত দেব এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অনুকরণে, বহুবর্ষ যাবৎ 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে সংস্কৃত অভিধান সংকলনে ব্যাপৃত আছেন। তিন হাজার পৃষ্ঠায় তিন খণ্ড এ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে; এখানি সম্পূর্ণ হইতে আরও কয়েক বৎসর লাগিবে। তিনি যেসব ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতকে ইহা উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা এই পরিকল্পনার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

"রাধাকান্ত রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিকে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ প্রদান করিয়া ১৮২৮, ১৭ই মে এক ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। উদ্যান-রচনা (horticulture) বিষয়ক একখানা ফার্সি বইয়ের অংশ-বিশেষের তাঁহার কৃত ইংরেজী তর্জ্জমা রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটিকে প্রেরিত হইয়াছে।

"রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে রাধাকান্ত-প্রদত্ত বিবরণগুলি মুদ্রিত হয়। তিনি চব্বিশ-পরগণার কৃষি-বিষয়ে একটি প্রস্তাব লেখেন। তাহা এগ্রিকাল্‌চারাল অ্যাণ্ড

হর্টিকাল্‌চারাল সোসাইটির গ্রন্থমালা(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)ভুক্ত হয়। বসন্ত ও তাহার প্রতিষেধক বাংলা টিকা সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি পত্র ডাক্তার ক্যামেরনের টিকা-বিষয়ক রিপোর্টে সংযোজিত হইয়াছে।”

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দু-কলেজকে কেন্দ্র করিয়া রাধাকান্ত দেব স্বদেশবাসীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮১৭ হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কাল তিনি হিন্দু-কলেজের একজন ডিরেক্টর বা কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে তাঁহার কৃতিত্ব মূলত হিন্দু-কলেজেরই ইতিহাস। তথাপি, হিন্দু-কলেজের প্রথম অবস্থায়—১৮১৬ সনে কলেজ স্থাপনের জল্পনা হইতে ১৮৩১ সনে ডিরোজিওর কলেজ ত্যাগ পর্য্যন্ত—বিবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে ইহাকে রক্ষা করিতে রাধাকান্তই যে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। হিন্দু-কলেজের কার্য্য-বিবরণীর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি (১৮১৬-১৮৩২) হইতে এ বিষয় সম্যক্‌ জানা যাইতেছে। ইহার প্রতি পৃষ্ঠা ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে রাধাকান্তের ঐকান্তিকতার সাক্ষ্য দেয়।*

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্যবসা করিতে আসিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করে। তদবধি নানা কার্য্য উপলক্ষ্যে ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যোগাযোগ আরম্ভ হয়। ক্রমে চলনসই ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইল, এবং স্থানে স্থানে ইংরেজী

* রাজা রাধাকান্ত দেবের সুযোগ্য বংশধর কুমার শিবপ্রসাদ দেব এই পাণ্ডুলিপি-খানি ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।



রাধাকান্ত দেব

বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। কলিকাতায় শেরবোর্ন স্কুল, কানিংহামের ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি, ড্রামণ্ডের ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমি ও আরও কত স্কুল স্থাপিত হইল। কিন্তু সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দেশীয় ভাষাদি শিক্ষার জন্য ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই সর্ব্বপ্রথম কাশীধামে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কাশী-প্রবাসী ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপনের জল্পনা সুরু হয়। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে হিন্দু-কলেজ বা মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত হইল।

হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনা কাহার—সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তী 'ডেভিড হেয়ার' অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। বিদ্যালয়ের জল্পনা হইতেই আর এক জন মহামনা ইংরেজ ইহার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের (তখন 'হাইকোর্ট' হয় নাই) প্রধান বিচারপতি সার্ এড্‌ওয়ার্ড হাইড ঈস্ট। ঈস্ট মহোদয়ের ভবনে ১৮১৬, ১৪ই মে কলিকাতার হিন্দু প্রধানগণ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা একটি সভায় মিলিত হন ও হিন্দু-কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প করেন। পরবর্ত্তী ২১এ মে ঐ স্থানে আর একটি সভা হয়, এবং কলেজ-প্রতিষ্ঠার উপায়াদি নির্দ্ধারণ জন্য দশ জন ইংরেজ ও বিশ জন ভারতবাসী লইয়া কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব ও তাঁহার পিতা রাজা গোপীমোহন এই কমিটির সভ্য মনোনীত হন। এই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে গোপীমোহন ও রাধাকান্ত হিন্দু-কলেজের সঙ্গে যুক্ত হইলেন।

রাজা গোপীমোহন ও রাধাকান্ত হিন্দু-কলেজ স্থাপনকল্পে পাঁচ হাজার টাকা দান করেন। ১৮১৬, ৪ঠা ডিসেম্বর হিন্দু-কলেজের কর্ম্মকর্ত্তৃসভা (Managing Committee) গঠিত হয়। রাজা গোপীমোহন ইহার

অন্যতম 'ডিরেক্টর' বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ২১এ মে তারিখের সভায় গঠিত কার্য্যকরী কমিটির ইংরেজ সভ্যগণ ১১ই জুন একযোগে পদত্যাগ করেন। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেন, ইহা বড়কর্ত্তাদের অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহাদের পদত্যাগের ইহাই কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, অতঃপর বেসরকারী চেষ্টায় ১৮১৭ সনের ২০এ জুন কলিকাতা ৩৪ নং চিৎপুর রোডে হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজা গোপীমোহন দেব, রাজা গোপীমোহন ঠাকুর প্রমুখ হিন্দুপ্রধান-কর্ত্তৃক কলেজের পরিচালন-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। রাধাকান্ত দেব ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। পিতা-পুত্র বহু বৎসর একযোগে সহকর্ম্মিগণ সহ কলেজের কার্য্য পরিচালনা করেন।

হিন্দু-কলেজের অন্যতম কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া যৌবনসুলভ আগ্রহ, উদ্যম ও ধৈর্য্য সহকারে রাধাকান্ত ইহার সুনিয়ন্ত্রণে মন দিলেন। তিনি কলেজের প্রধান শিক্ষক মিঃ আন্‌সেল্‌ম সাহেবকে ২৪ জুলাই ১৮১৯ এই মর্ম্মে এক পত্র লেখেন—

"আমার বিবেচনার্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দয়া করিয়া পাঠাইবেন। বিদ্যালয় কখন বসে ও কখন ছুটি হয়, প্রত্যেক শ্রেণীতে ও বিভাগে শিক্ষা-দানের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য কিরূপ এবং শিক্ষকদের প্রত্যেকের কার্য্যই বা কি, আমাকে জানাইবেন।"

ইহার পর কয়েক মাস রাধাকান্ত কলেজের আভ্যন্তরিক কার্য্যাদি নিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত থাকেন। কলেজের ছুটি, কলেজের কার্য্য আরম্ভ ও ও শেষ হইবার সময়, ছাত্রদের ভর্ত্তি হইবার নিয়ম, মাসিক বেতন, কলেজ কামাই করা, ছাত্র অনুপস্থিত হইলে অভিভাবকের কর্ত্তব্য,

অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে ছাত্রদের শাস্তি বিধানে তারতম্য, প্রতি বৎসর পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে পরীক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে নিয়মাবলী গঠন করিয়া রাধাকান্ত অন্যান্য পরিচালকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইলেন।

কলেজের কার্য্য এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে ইহার খুবই সুনাম হইল। ছাত্রগণ দলে দলে কলেজে ভর্ত্তি হইতে লাগিল। গোপীমোহন ও রাধাকান্তের অনুকম্পায় দরিদ্র ছাত্রগণও এখানে পড়িবার সুবিধা পাইল; হিন্দু-কলেজের ডিরেক্টর বা কর্ম্মকর্ত্তৃগণ প্রত্যেকে প্রতি বৎসর দুই জন করিয়া ছাত্র কলেজে বিনা বেতনে পড়াইতে পাইতেন। ১৮১৭-৩২, এই ষোল-সতরো বৎসরের মধ্যে অন্যূন পঞ্চাশ জন ছাত্রকে গোপীমোহন ও রাধাকান্ত কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে বিশেষভাবে রাধাকান্ত দেবের সাহায্য লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় যথেষ্ট উপকৃত হন। রাধাকান্তের স্মৃতি-সভায় (১৪ মে, ১৮৬৭) কৃষ্ণমোহন ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। তিনি বলেন—

"I rise not so much to make a speech as simply to bear my personal testimony to the many excellencies which appeared in the character of the late Rajah Radhakant, and to express my personal gratitude for the benefits which I myself derived from his patriotic exertions to promote education in our country. It was in the Central Vernacular School of the late Calcutta School Society, of which he was Secretary conjointly with Mr. David Hare that I recieved my early education, while my later education was due to Hindoo College, of which he was both a founder and

manager. I have, therefore, first to make these personal acknowledgements of the benefits which, in common with many others, I myself derived from the Rajah's public spirited efforts". *

ক্রমে কলেজ-গৃহে ছাত্রদের স্থান-সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইল। কলেজের আয় অপেক্ষা ব্যয়ও নানা কারণে বাড়িয়া চলিল। কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানি ইহার মূলধন ষাট হাজার টাকা বৎসরে শতকরা আট টাকা সুদে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে লইয়াছিলেন। কাজেই এই টাকা হইতে আয় বাড়িবার বা ইহার কিয়দংশও ব্যয় করিবার উপায় ছিল না। রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কলেজের পরিচালক-মণ্ডলী অগত্যা গভর্মেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিলেন। প্রার্থনানুযায়ী যাহাতে কার্য্য হয়, সে উদ্দেশ্যে রাধাকান্ত সচেষ্ট হইলেন। সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিয়া তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে, তখন তাঁহার কি আনন্দ! তিনি কলেজের সেক্রেটারিকে এই মর্ম্মে লেখেন (২৩ জুলাই, ১৮২৩)—

"অতীব আনন্দ ও সন্তোষের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, অদ্য সকালে হ্যারিংটন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, হিন্দু-কলেজের অনুকূলে মন্তব্য করিয়া তিনি সরকারকে আমাদের প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আমাদের সমগ্র প্রার্থনাই সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুর মঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহারা কলেজের পৃষ্ঠপোষক হইতে সম্মত। একজন অধ্যাপকের বেতন-ভার বহনে ও প্রস্তাবিত গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ-গৃহের সঙ্গে হিন্দু-কলেজের জন্যও গৃহ-নির্ম্মাণে সরকার স্বীকৃত হইয়াছেন। 'শেষোক্ত মর্ম্মে সংস্কৃত কলেজ কমিটিকে তাঁহারা পত্র

* *Rajah Sir Radhakant Deb Bahadur, K. C. S. I.—A Brief Account of His Life & Character*. 1880. পৃ. ৫৩।

দিয়াছেন। মিঃ হ্যারিংটন শীঘ্রই গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইবেন। হ্যারিংটন সাহেবের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া কলেজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছি। আপনি কলেজের অন্যান্য পরিচালকগণকে অবিলম্বে এই সংবাদটি দিবেন।"

প্রায় এক বৎসর পরে, ২৮ মে ১৮২৪ সরকার হিন্দু-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত লিখিয়া জানাইলেন। যত দিন না নূতন গৃহ নির্ম্মিত হয়, তত দিন ঘরভাড়া ও বিজ্ঞান-শিক্ষার জন্য অধ্যাপক রস সাহেবের বেতন বাবদ মাসিক দুই শত আশি টাকা মঞ্জুর করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮২৬, খ্রীষ্টাব্দের ১ মে হিন্দু কলেজ পটলডাঙ্গার নবনির্ম্মিত সংস্কৃত কলেজ-গৃহের একাংশে উঠিয়া আসিল। এই সময় হেন্‌রি ডিরোজিও হিন্দু-কলেজে শিক্ষক-পদে বৃত হন।

কিন্তু বিধাতা হিন্দু-কলেজের অদৃষ্টে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লেখেন নাই। কলেজের কোষাধ্যক্ষ জোসেফ ব্যারেটো কোম্পানি ১৮২৫, ১৭ এপ্রিল তারিখে দেউলিয়া হইল। পাঁচ বৎসরের মেয়াদে আবদ্ধ কলেজের মূলধন ষাট হাজার টাকা প্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। রাধাকান্ত দেব প্রমুখ কলেজের পরিচালকগণ বিশেষ ভাবনায় পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময় রাজা বৈদ্যনাথ রায় পঞ্চাশ হাজার, এবং হরিনাথ রায় ও কালীশঙ্কর ঘোষাল প্রত্যেকে বিশ হাজার টাকা দান করায় কলেজ সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইল।

ক্রমে কলেজের শিক্ষার খুবই সুনাম হইতে লাগিল। ডিরোজিওর মত আদর্শ শিক্ষকের শিক্ষাগুণে ছাত্রগণ ক্রমে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিতে লাগিল। রাধাকান্ত প্রমুখ হিন্দু-কলেজের কর্ম্মকর্ত্তারা যাহা গড়িয়া তুলিতে প্রাণপাত পরিশ্রম

করিতেছিলেন, তাহার সাফল্যে তাঁহারা স্বভাবতই উৎফুল্ল হইলেন। ছাত্রগণ কলেজে কি কি বিষয় অধ্যয়ন করে ও তাহাতে কিরূপ কৃতিত্ব দেখায়, রাধাকান্ত দেব সবই সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের পারিতোষিক বিতরণী সভার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বিলাতে কলেজের অন্যতম প্রধান হিতৈষী সার্ এড্ওয়ার্ড হাইড ঈস্টকে এক পত্রে (১৮২৭, ৯ ফেব্রুয়ারি) এইরূপ লেখেন,—

"শনিবার প্রাতে পটলডাঙ্গায় হিন্দু-কলেজের নূতন গৃহে ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। সাধারণ শিক্ষা-কমিটির সভাপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন পারিতোষিক বিতরণ করেন। শিক্ষা-কমিটির অধিকাংশ সভ্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম চারি শ্রেণীর পুরস্কার বিতরণ হইয়া গেলে মৌখিক পরীক্ষায় ইংরেজী, ব্যাকরণ ও ভূগোলে ছাত্রগণের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গেল। দর্শন, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্রেও প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা আবার ভূগোল ও খগোল সম্বন্ধেও পরীক্ষা দিল। ফার্সি শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হইল। অতঃপর প্রথম শ্রেণী হইতে তিন জন ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে দুই জন 'জুলিয়স সীজর' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক আবৃত্তি করিল। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠায় আপনার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এক্ষণে এই প্রতিষ্ঠানটির এতাদৃশ উন্নতিতে আপনি নিশ্চয়ই তৃপ্ত হইবেন। প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি উৎকৃষ্ট অথচ দরিদ্র ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।"

হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। 'তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে একখানা ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলন করেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষের একখানি ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'সমাচার-দর্পণ' (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০) বলেন,—

"গত দশ বৎসরের মধ্যে এমত আশ্চর্য্য তদ্ভাষানুশীলন [ইংরেজী] হইয়াছে যে এক্ষণে কলিকাতা নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুই শত যুবা মহাশয়েরদিগকে দর্শায়ন যায়! তাঁহাদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে প্রস্তাবিত কাব্যরচক এক ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দৃঢ়তরাভিনিবেশ করিয়াছেন যে ইংগ্লণ্ডীয় লোকের অধিকাংশেরা যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত সেই পুস্তক প্রস্তুত করণে সক্ষম হইয়াছেন।" *

রাধাকান্ত দেব ধর্ম্মভীরু ও প্রাচীনপন্থী। তথাপি হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণের কৃতিত্বে অতি অল্প লোকেই তাঁহার মত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের উগ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। রাধাকান্তের ধারণা—উগ্র স্বাধীনতাপ্রিয়তা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া প্রতীচ্য দর্শন ও সাহিত্যের নব নব ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। ছাত্রেরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া উৎকৃষ্টতমকে গ্রহণ করিতে অক্ষম। ডিরোজিওর শিক্ষায় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইল বটে, কিন্তু বয়সোচিত গুণগুলি তো আর তাঁহার শিক্ষা হইতে লাভ করা সম্ভব নয়। প্রাচীন আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজা-পার্ব্বণের উপর হিন্দু-কলেজের যুবক ছাত্রগণের বীতরাগের এবং বিদেশী রীতি-নীতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত বহু আছে, এখানে একটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। একদা হিন্দু-কলেজের একটি ছাত্র পিতার সঙ্গে কালীদর্শনে কালীঘাটে গিয়াছিল। ছাত্রটি কালীকে

* 'সমাচার-দর্পণ' হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা', ১ম-৩য় খণ্ড হইতে গৃহীত।

প্রণাম না করিয়া বলিল, "গুড মর্নিং ম্যাডাম!" অমনই চারিদিকে হৈ-হৈ রব পড়িয়া গেল।*

এই সকল কারণে প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজ ডিরোজিও ও তাঁহার শিষ্য হিন্দু-কলেজের যুব-ছাত্রগণের উপর খড়্গহস্ত হইল। হিন্দু অভিভাবকেরা কলেজ হইতে পঁচিশ জন ছাত্র উঠাইয়া লইলেন, এক শত ষাট জন ছাত্র কলেজে যাওয়া বন্ধ করিল। রাধাকান্ত প্রমুখ কলেজের কর্ম্মকর্ত্তারা প্রমাদ গণিলেন। যাঁহাদের অদম্য চেষ্টায়, পরিশ্রমে ও অর্থে হিন্দু-কলেজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা কি এই বিপৎকালে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? রাধাকান্ত প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণের মুখপাত্র হইয়া কলেজ-রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে শিক্ষক ডিরোজিওকে আহুতি দেওয়া হইল। তিনি ২৫ এপ্রিল ১৮৩১ কলেজের কার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন।

ডিরোজিওর নির্দ্দোষিতা আমি অন্যত্র প্রমাণ করিয়াছি। তিনি আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছাত্রগণের মনে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিতেন। তাঁহার শিক্ষাগুণে তাহাদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের বীজও উপ্ত হইয়াছিল। তবে রাধাকান্ত প্রতিষ্ঠানটিকেই বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন, এবং দেখিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দু-কলেজ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। তাই তিনি কলেজের সম্পাদককে লিখিয়াছিলেন (২৭ এপ্রিল, ১৮৩১)—"As to the excuses contained in Mr. Derozio's resignation, they are of no use and shall not be attended to when he was dismissed on the public feeling." অর্থাৎ—ডিরোজিও সাহেবের পদত্যাগ-পত্রে তাঁহার অপরাধ ক্ষালনের যে সব কথা আছে, তাহার আলোচনার

* 'সংবাদপত্রের সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১।

কোনও প্রয়োজন নাই, করিবও না। কারণ তাঁহার প্রতি সাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব বিবেচনা করিয়াই তাঁহাকে অপসৃত করা হইয়াছে।

কলেজ হইতে ডিরোজিওর অপসারণের পর হইতে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষক নির্ব্বাচনে অধিকতর সতর্ক হইলেন। ২ জুলাই, ১৮৩১ কলেজের অধ্যক্ষ ডি. আন্‌সেল্‌ম সাহেব পদত্যাগ করিলে জি. টি. এফ. স্পীড নামক আর একজন সাহেব এই পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগে রাধাকান্তের পিতা রাজা গোপীমোহনের যথেষ্ট হাত ছিল। স্পীড সাহেব রাজা গোপীমোহন দেবকে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া এক পত্র লেখেন। রাধাকান্ত পিতার পক্ষ হইতে যে উত্তর (১৮৩১, ৬ জুলাই) দিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লেখেন—

"I have seen your letter of the 3rd Instant to my father's address, acknowledging your obligation for the support which has procured your appointment to the Hindoo College, hoping for its further continuance in the performance of your duties therein, and assuring us your utmost endeavours towards their due fulfilment. Allow me therefore to recommend that you should pay strict attention equally to the study and morals of the Hindoo Students and adhere to the rules and regulations passed to the effect and be careful to check any evils similar to those for which one of the teachers was recently removed. By so doing you will no doubt prove yourself worthy of the important duty you are provisionally nominated to."

এই সময়ে হিন্দু-কলেজে ব্যবহারশাস্ত্র ও অর্থনীতির অধ্যাপক নিয়োগের কথা হয়। সাধারণ শিক্ষা-কমিটি এই পদে প্রথম পাদ্রী

প্রক্টরকে ও পরে উইলিয়ম অ্যাডামকে নিয়োগের প্রস্তাব করেন। ইহা হিন্দু-কলেজের কর্তৃপক্ষের মনঃপূত হইল না। পাদ্রী প্রক্টরকে নিয়োগের প্রস্তাব সকলেই অগ্রাহ্য করিলেন; অ্যাডাম সম্বন্ধে রাধাকান্ত শিক্ষা-কমিটির সম্পাদক ও কলেজের সহ-সভাপতি হোরেস হেম্যান উইল্‌সনকে লিখিলেন (১৯ জানুয়ারি, ১৮৩২)—"For my part I cannot entrust the morals and education of those I regard, to such an one that was once a Missionary, then a Vaidantic or disciple of Rammohan Roy and lastly an Unitarian." অর্থাৎ—আমার পক্ষে প্রিয়জনের শিক্ষার ও চরিত্র-গঠনের ভার এরূপ একজনের উপর সমর্পণ করা অসম্ভব, যিনি প্রথমে পাদ্রী, পরে বৈদান্তিক অর্থাৎ রামমোহন রায়ের শিষ্য এবং সর্ব্বশেষে একেশ্বরবাদী হইয়াছেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব উইল্‌সনকে এই পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কারণ হিন্দু শাস্ত্রে ও সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। রাধাকান্তের প্রস্তাবই শেষে গৃহীত হয়। অধ্যাপক নিয়োগ-প্রসঙ্গে রাধাকান্ত উইল্‌সনকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তাঁহার দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রের কিয়দংশ এইরূপ—

"We ought not to admit of any professor to give lectures on Law without competency ; have somebody who must know or have a competent knowledge either in Hindu, Mahomedan or English law, and such a person I do not conceive to be procurable for the salary attached to the office...

Undet the circumstances and difficulties we cannot do better than leave the matter to you entirely,...and I am not aware of anyone better acquainted with the

Hindu law, which we wish to teach our students, than yourself at such times, as it may be compatible with your convenience and leisure. If you condescend to do this, it will not only relieve us from apprehensions, but also the lectures which you are to compose and deliver, will be beneficial to the Indian public, and should be printed for the use of the Courts of Justice."

রাধাকান্ত বলেন,—উপযুক্ত লোককে এই পদে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ আইনে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কলেজের বর্ত্তমান অবস্থায় এ পদের বেতনের পরিমাণ বিবেচনা করিলে এরূপ এক জন লোক নিয়োগ করা সম্ভবপর নয়। কাজেই আপনি এই পদ গ্রহণ করিলে আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আপনার উপর এই বিষয়ের অধ্যাপনার ভার অর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কারণ হিন্দু-ব্যবহারশাস্ত্রে আপনার যেরূপ গভীর জ্ঞান, এরূপ আর কাহারও আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। আপনার প্রদত্ত বক্তৃতা জনসাধারণের বিশেষ উপকারে আসিবে, এ সকল মুদ্রিত হইলে আদালতের কার্য্যেও খুব সুবিধা হইবে।

নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করিয়া হিন্দু-কলেজ যৌবনে পদার্পণ করিল। হিন্দু-কলেজের আদর্শে কলিকাতায় ও মফস্বলে কয়েকটি ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী মারফৎ শিক্ষাদান সমর্থন করিলেন, সরকারও ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে এ সময় হইতে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। হিন্দু-কলেজ পরিচালনায় সরকারী কর্ত্তৃত্ব ক্রমশ বাড়িয়া চলিল।

রাধাকান্ত ইহার পরও পনরো বৎসর কাল হিন্দু-কলেজের কর্ম্মকর্ত্তা-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু-কলেজ ভারতবাসীর সত্যকার কল্যাণ-

সাধনে যাহাতে নিয়োজিত থাকে, সেই দিকে রাধাকান্তের দৃষ্টি বরাবরই সজাগ ও তীক্ষ্ণ ছিল। গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে আলেক্‌জাণ্ডার ডাফ প্রমুখ খ্রীষ্টান পাদরিগণ ভারতবাসীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে নিরতিশয় তৎপর হন। প্রথম তাঁহারা হিন্দু-কলেজের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য—নব্যশিক্ষিত কোমলমতি ছাত্রগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করা। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই সজাগ হইলেন, ও ছাত্রগণকে ইহাতে যোগদানে বাধা দেন। ইহাতে প্রধানতঃ রাধাকান্ত দেবের বিশেষ হাত ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু-কলেজের মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি আবার হিন্দু-কলেজের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডে (যেখানে এখন হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ অবস্থিত) খ্রীষ্টান পাদরিগণ কৃষ্ণমোহনকে দিয়া গোপনে গোপনে একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণের আয়োজন করেন। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বে এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না। যে দিন লর্ড বিশপ কর্ত্তৃক গীর্জ্জার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের কথা, তাহার পূর্ব্বদিন এ কথা তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়। ঐ স্থলে যাহাতে গীর্জ্জা নির্ম্মিত না হয়, সেজন্য তাঁহারা অবিলম্বে বড়লাট অক্‌ল্যাণ্ডকে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানান। বড়লাট লর্ড বিশপকে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের আপত্তির কথা জানাইলে তিনি ঐদিন ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন হইতে নিরস্ত হন। এখানে আর গীর্জ্জা তোলা হইল না। কলেজ হইতে উত্তরে এক মাইল দূরে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গীর্জ্জা নির্ম্মিত হয়। বলা বাহুল্য, যাঁহাদের চেষ্টায় ঐ কার্য্য সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব এক জন।

কলিকাতায় এবং মফস্বলে অতঃপর খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ধুম পড়িয়া যায়। ব্রহ্মসভা, ধর্ম্মসভা, সনাতনী, প্রগতিবাদী সকল দল ও সমাজের হিন্দুই ইহাতে বিশেষ শঙ্কিত হইলেন। খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের প্রধান বাহন শিক্ষা; খ্রীষ্টান পাদরীরা কলিকাতায় ও অন্যত্র অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে বঙ্গসন্তানদের প্রথমে আকৃষ্ট করেন। পরে এই সব শিক্ষালয়ই প্রচার-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহা লক্ষ্য করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা হিন্দুদের জন্য একটি অবৈতনিক আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। রাধাকান্ত দেব দীর্ঘকাল হিন্দু-কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকিলেও এই বিদ্যালয়ের কর্ম্ম সম্পাদন জন্য সভাপতি হইতে দ্বিধা করেন নাই ও ইহাতে এক হাজার টাকা দান করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'আত্ম-জীবনী'তে (পৃ. ১০৫-৬) এই সম্পর্কে লেখেন—

"১৩ই জ্যৈষ্ঠ [২৫ মে ১৮৪৫, রবিবার] আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদের একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদা পুস্তক লইয়া, তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি। এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা, এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল।

"এই সভা হইতে 'হিন্দু হিতার্থী' নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত

হইল, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন।"

বিদ্যালয়ের সমুদয় টাকা কোষাধ্যক্ষ আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেবের নামে বিখ্যাত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে জমা থাকে। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সমস্ত টাকাই নষ্ট হইয়া যায়, স্কুল রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়টি শেষে উঠিয়া যায়।

দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসর কাল হিন্দু-কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া রাধাকান্ত দেব ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের পরিচালকমণ্ডলী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরের ২৯এ জুন কলেজ-কমিটি রাধাকান্তের কার্য্য সম্বন্ধে এই মন্তব্য করেন,—

"Resolved that this meeting cannot allow Rajah Radhakant Deb to retire from an active share in the management of the Hindu College, without placing on record their sense of the services which the Rajah had rendered to the cause of education in India during the long period of thirtyfour years, which has elapsed, since his first connection with the Bidyalaya in Calcutta, and they desire to express their hope that he may be long spared in good health and vigorous old age to witness the good effects of the spread of that enlightened spirit of intelligence, which he has been so instrumental in encouraging." *

* *Rajah Sir Radhakant Deb Bahadur, K. C. S. I.—A Brief Account of his Life and Character*, পৃ. ৩।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত"-শীর্ষক প্রস্তাবে (পৃ. ৩৫-৩৬) লিখিয়াছেন যে, ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীষ্টিয়ান হওয়ায় কলেজ-কমিটির এতদ্দেশীয় সভ্যেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ও ইংরেজ সভ্যেরা তাঁহাকে রাখিবার অভিপ্রায় করাতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিরোধ-নিবন্ধন রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও আশুতোষ দেব সভ্যপদ ত্যাগ করেন। এদেশীয়দের মধ্যে একমাত্র রসময় দত্ত ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন। রাধাকান্ত দেব যে এরূপ গণ্ডগোলের পূর্ব্বেই অবসর গ্রহণ করেন, কলেজ-কমিটির উপরের মন্তব্য হইতে তাহা জানা যাইতেছে।

জনশিক্ষায়

রাধাকান্ত দেব বাঙালী সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও নিয়ন্ত্রণেও বিশেষ উদ্যোগী হন। এই উদ্দেশ্য লইয়া হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে কলিকাতায় দুইটি মণ্ডলী গঠিত হয়—কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (৪ জুলাই, ১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (১ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮)। একটি অপরটির পরিপূরক। রাধাকান্ত দেব উভয় মণ্ডলীর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার পত্রে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী একাধিক পুস্তক লেখেন। ইহার একখানা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ ও ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে সংক্ষিপ্তাকারে স্কুল বুক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানির নাম 'বাঙ্গলা শিক্ষক'। ইহা শুধু বঙ্গ-সন্তানদেরই উপযোগী নহে, বঙ্গভাষা-শিক্ষার্থী মাত্রেরই ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহাতে

বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও গণিত সন্নিবিষ্ট আছে। 'বাঙ্গলা শিক্ষক' প্রথম প্রকাশিত হইলে 'সমাচার-দর্পণ' (১৮২১, ৩০ জুন) লেখেন,—

"নূতন পুস্তক।—এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কৃতানুযায়িনী অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ও ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ দুই শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্ব্ব এক কেতাব করিয়া ছাপা করিয়াছেন। তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জনপ্রভৃতি বর্ণমালা পরে যুক্তাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষর যুক্ত ও যথাস্থানে বর্ণোচ্চারণ ও হ্রস্ব ও দীর্ঘ ও প্লুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত দ্ব্যক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার পাঠ ও জাতি ভেদে মনুষ্যেরদের ভিন্ন২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্র লাভ ও সুহৃদ্ভেদ ও বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপায়। এবং অঙ্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্দ ও জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ঋতু ও ভূগোল ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্ কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্ধিত ও কৃদন্ত ও ধাতুপ্রভৃতি তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরম্ভাবধি বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত দিল্লীতে যিনি২ সাম্রাজ্য করিয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধাকিরাবধি বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যিনি যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাঁহারদের স্থূল বিবরণ আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে।"

বিদ্যালয়ে পঠিতব্য পুস্তক প্রকাশেই স্কুল বুক সোসাইটি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ—

(১) কলিকাতার দেশী (Indigenous) পাঠশালাগুলির উন্নতি-সাধন, (২) কয়েকটি ইংরেজী ও বাংলা আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন, ও (৩) দেশী পাঠশালা ও আদর্শ বিদ্যালয়গুলির উৎকৃষ্ট ছাত্রদের উচ্চতম বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান এবং এইরূপ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সরকারী কর্ম্মে ও মফস্বলে শিক্ষা-প্রচারে নিয়োগ। সোসাইটি স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যেই রাধাকান্ত দেব ইহার সেবায় লিপ্ত হইলেন। * প্রথম হইতেই তিনি সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক (Native Secretary) ও পর্য্যবেক্ষকের (Superintendent) পদে বৃত হন। কার্য্যের সুবিধার জন্য কলিকাতা চারিটি বিভাগে বিভক্ত হইল—দক্ষিণ বিভাগ, মধ্য বিভাগ, পশ্চিম বিভাগ ও উত্তর বিভাগ। রাধাকান্ত উত্তর বিভাগের পর্য্যবেক্ষক হইলেন। এ বিভাগের কেন্দ্রস্থল হইল শোভাবাজার রোডে (এখন রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট) তাঁহারই পিতা রাজা গোপীমোহন দেবের বাটীতে।

রাধাকান্ত যখন যে কার্য্যে হাত দিতেন মন প্রাণ দিয়া তাহা করিতেন। হিন্দু-কলেজের বেলায় আমরা তাহা দেখিয়াছি। তিনি দেশী পাঠশালা-সমূহের উন্নতি-সাধনেও বিশেষ মনোযোগী হইলেন। ১৮১৮-১৮৩৩, এই পনরো বৎসর সোসাইটি চলিয়াছিল। পরে অর্থাভাব হেতু ইহা কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। মাত্র পটলডাঙ্গা স্কুল (পরে হেয়ার স্কুলে পরিণত) ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে থাকে। সোসাইটির এই কয় বৎসরের কার্য্যবিবরণী আলোচনা করিলে দেখা যায়, হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠায় ও রক্ষায় যেমন, স্কুল সোসাইটির গঠনে ও রক্ষায়ও রাধাকান্ত তেমনই তৎপর। সোসাইটির, বিশেষ রাধাকান্ত দেবের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে কলিকাতার অধিকাংশ পাঠশালা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশীয় সম্পাদকরূপে

* কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্য্য-বিবরণীর পাণ্ডুলিপি (১৮১৮-১৮৩৩) হইতে এ অংশের তথ্য গৃহীত।

রাধাকান্ত প্রতি বৎসর সাধারণ সম্পাদককে দেশী পাঠশালা সম্পর্কে বৎসরে একটি করিয়া রিপোর্ট দিতেন.। তাঁহার প্রদত্ত প্রথম রিপোর্টে (১৮২০, ৯ জুন) প্রকাশ,—কলিকাতায় তখন মোট ১৯৮টি পাঠশালা ও ১৬৮৫ জন ছাত্র ছিল; ইহার মধ্যে ১০২টি পাঠশালা ও ১৩৯৪ জন ছাত্র সোসাইটির অধীনে আসে। প্রতিষ্ঠা-কাল হইতে দুই বৎসরের মধ্যেই এতটা সাফল্য-লাভ কম কথা নহে।

পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ কোন বিষয়ে কি ভাবে শিক্ষা দিবেন, রাধাকান্ত দেব তাহাও আলোচনা করিতেন। সোসাইটির একজন বেতন-ভোগী পণ্ডিত ও তাঁহার কয়েক জন সহকারী ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক বিভাগের পাঠশালা পরিদর্শন করিতেন। এই পণ্ডিতের নাম গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার। গৌরমোহন বাংলা সাহিত্য রচনায় দক্ষ ছিলেন। তিনি 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' লিখিয়া রাধাকান্তের সহায়তায় প্রকাশ করেন। গৌরমোহন ও তাঁহার সহকারীদের প্রতি রাধাকান্ত দেব ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জুন তারিখে এইরূপ নির্দ্দেশ দেন,—

"I beg leave to suggest, that the Pundit of our Society as well as those lately employed for regular schools, be strictly enjoined to frequent the indigenous schools as often as convenient, accompanied by the Sircar of their respective divisions, to explain the teachers fully the contents of the books they have received particularly the use of the Bengalee grammar, in order to enable them to teach their pupils and to remove their ignorance which still exists. I intend to examine the adults in grammar and arithmetic besides other subjects."

অর্থাৎ—"সোসাইটির পণ্ডিত ও সহকারীগণ প্রত্যেক বিভাগের

সরকার সহ যত বার সম্ভব পাঠশালাসমূহ পরিদর্শন করিবেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা যে সব পুস্তক পাইয়াছেন, তাহার বিষয়বস্তু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। যাহাতে ছাত্রদের সুষ্ঠুরূপে পাঠ বুঝাইয়া দিতে পারেন, সেজন্য শিক্ষকগণের বাংলা ব্যাকরণ বিশেষরূপ আয়ত্ত হওয়া দরকার। আমি পরে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যাকরণ ও পাটীগণিতেও বয়স্ক ছাত্রদের পরীক্ষা লইব।"

সোসাইটির অন্তর্গত পাঠশালাসমূহের ছাত্রগণকে শহরের বিভিন্ন বিভাগের কেন্দ্রস্থলে ত্রৈমাসিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য উপস্থিত করানো হইত। বার্ষিক পরীক্ষা সাধারণত শোভাবাজার রাজবাটীতে রাধাকান্ত দেবের তত্ত্বাবধানে লওয়া হইত। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণ করার রীতি ছিল। নিজ নিজ ছাত্রদের কৃতিত্ব অনুযায়ী শিক্ষকগণকে অর্থ ও পুস্তক দিয়া সাহায্য করা হইত। প্রথম দুই তিন বৎসর বালিকা ছাত্রীদেরও রাধাকান্তের ভবনে পরীক্ষা দিবার জন্য আনা হয়। ইহারা মিশনরি-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার ছাত্রী। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বার্ষিক পরীক্ষায় এগারোটি, ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে চতুর্থ ত্রৈমাসিক পরীক্ষায় চৌদ্দটি এবং ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে চল্লিশটি বালিকা শোভাবাজার রাজবাটীতে পরীক্ষা দেয়। ছাত্রছাত্রী-নির্বিশেষে সকলকে প্রতি পরীক্ষার পর জলযোগ করানো হইত।

সোসাইটির কার্য্যে রাধাকান্তকে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে হইত। একবার পিতার জমিদারি দেখিবার জন্য তাঁহাকে কিছু কালের নিমিত্ত কলিকাতার বাহিরে থাকিতে হয়। যাইবার পূর্ব্বে তিনি সোসাইটির সম্পাদককে একখানি পত্র লেখেন (১৮২১, ২৪ মার্চ)। সোসাইটির কার্য্যে রাধাকান্ত কিরূপ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, পত্রখানি হইতে

তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে তিনি এই মর্ম্মে লেখেন,—

"পিতৃদেবের জমিদারি পরিদর্শনে বিভিন্ন জেলায় আমাকে যাইতে হইবে। এ কারণ আগামী মে মাসে সোসাইটির সপ্তম (*ত্রৈমাসিক) পরীক্ষার সময় আমি উপস্থিত থাকিতে পারিব না। আমার অনুপস্থিতিতে বাবু তারিণীচরণ মিত্র আমার কার্য্য করিবেন। তিনি কোন কারণে অসম্মত হইলে পরলোকগত কালীশঙ্কর ঘোষের পুত্র হরচন্দ্র ঘোষ চতুর্থ বিভাগের পর্য্যবেক্ষকের কার্য্য করিবেন। বাবু রামকমল সেন অথবা বাবু রসময় দত্তের (উভয়েই স্কুল বুক সোসাইটির ও স্কুল সোসাইটির সভ্য) উপর আমার সম্পাদকীয় কার্য্যের ভার দিলাম। এ সকলই অবশ্য সোসাইটির অনুমোদনসাপেক্ষ।"

রাধাকান্ত স্কুল সোসাইটিকে দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার রিপোর্ট পেশ করেন ১৮২২, ২২ মার্চ তারিখে। সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত পাঠশালা ও ছাত্রছাত্রীগণের উন্নতিতে কর্ত্তৃপক্ষ মুগ্ধ হন। তাঁহারা এ বিষয়ে রাধাকান্তের কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সোসাইটির সভাপতি জে. পি. লার্কিন্স বলেন,—

"Nothing can be more satisfactory and encouraging than the report now submitted by our native Secretary, the correctness of whose statement needs no construction....To the zeal and exertion of Radakanta Deb the society owes much of its success with which their endeavours to disseminate instruction to the unenlightened Natives have been crowned and the committee I am sure feel as they ought their obligation to that individual. To Mr. Hare too, their expressions of

their best acknowledgement is due for his personal exertion in furthering the institution."

"অর্থাৎ, দেশীয় সম্পাদক রাধাকান্ত দেব যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সন্তোষজনক ও উৎসাহবৰ্দ্ধক আর কিছুই হইতে পারে না। রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।...... ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে সোসাইটির যে কৃতিত্ব, তাহা রাধাকান্ত দেবের চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার ন্যায় সোসাইটির অন্য সভ্যগণও রাধাকান্তের প্রতি ঋণ স্বীকার করিবেন। সোসাইটির উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ডেভিড হেয়ারের চেষ্টা-যত্নও প্রশংসনীয়।" *

সুবিখ্যাত শ্রীরামপুরের মিশনরি উইলিয়ম কেরী স্কুল সোসাইটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। তিনি সভাপতির কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া এই মর্ম্মে লেখেন,—

"আমি লাকিন্স সাহেবের সকল কথাই সমর্থন করি, সোসাইটির শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আমি কিছুই করিতে পারিতেছি না বলিয়া লজ্জিত। যদি বা কিছু করিতাম, তাহাও (রাধাকান্ত দেবের কার্য্যের তুলনায়) শূন্যকে এক শত দিয়া গুণ করিলে যাহা হয় তাহাই হইত! (অর্থাৎ, রাধাকান্ত দেবের কার্য্যের তুলনায় তাহা কিছুই নহে।)"

এই সময়, ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে, রাধাকান্ত দেব বালক-বালিকাদের শিক্ষার জন্য বাংলা বর্ণমালা, ব্যাকরণ, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বলিত একখানা পুস্তক রচনা করেন। ইহার কথা আগেই বিশদভাবে বলিয়াছি। রাধাকান্ত দেব স্কুল বুক সোসাইটির পুস্তক দেশী পাঠশালাসমূহে চালাইবার

* সোসাইটি সম্পর্কে ডেভিড হেয়ারের কার্য্য অন্যত্র বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি।—লেখক।

জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত পত্রেও তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। রাধাকান্ত ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্কুল সোসাইটির কার্য্যের একটি বিবরণ দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বই সুপ্রকট। বিবরণটি এই,—

"সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত স্কুলসমূহের শিক্ষার উপকারিতা আমার স্বদেশবাসীরা এখন বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ছেলেদের অভিভাবক ও শিক্ষক—যাঁহারা পূর্ব্বে শঙ্কান্বিত হইয়া পাঠ্যপুস্তক গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন সোসাইটি-ভুক্ত হইবার জন্য লালায়িত। সোসাইটির সূচনায় আমি মাত্র ষোল কি সতরো জন গুরুমহাশয়কে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করাইতে ও পরবর্ত্তী ২রা জুন এই সব পুস্তকের উপর ছেলেদের পরীক্ষা লওয়াইতে এই বলিয়া রাজি করাই যে, ইহাতে [খ্রীষ্ট] ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিষয় লিপিবদ্ধ নাই [ও ভবিষ্যতেও থাকিবে না]। তখন কলিকাতায় ১৬৬টি পাঠশালা ছিল। আমি শহরটি চারি ভাগে ভাগ করিলাম ও চারি জন পর্য্যবেক্ষকের নাম প্রস্তাব করিলাম। এই পাঠশালাগুলির মধ্যে ৮৫টি এখন পর্য্যন্ত সোসাইটির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে এবং অবশিষ্টগুলি শীঘ্রই করিবে। কলিকাতায় ইতিমধ্যেই কতকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় সোসাইটির ত্রিশটি পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে।"

স্কুল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত স্কুলসমূহে শিক্ষালাভ করিয়া বঙ্গসন্তানগণ ক্রমশ বিবিধ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে লাগিল। স্কুল সোসাইটির শিক্ষায় অগ্রসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের, প্রথমে কুড়ি জন ও পরে ত্রিশ জনকে সোসাইটির ব্যয়ে হিন্দু-কলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ছাত্রগণই পরে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহারা যখন নূতন শিক্ষা পাইয়া কিছুকাল অতি মাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন,

তখন রাধাকান্ত কঠোর মনোভাব অবলম্বন না করিয়া পারেন নাই। তিনি যেমন হিন্দু-কলেজ হইতে ডিরোজিও সাহেবকে অপসৃত করাইতে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তেমনই স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও তাঁহার সহকারী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও স্কুলের কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, স্কুল সোসাইটির স্কুলসমূহে ও হিন্দু-কলেজে শিক্ষিত যুবকগণই ইতিমধ্যে স্বদেশবাসীর শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রতি রাধাকান্ত কখনও বিরূপ হন নাই। তবে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসীদের মূল শিক্ষাকেন্দ্র হইল দেশীয় পাঠশালাসমূহ। এই কারণে রাধাকান্ত দেব বরাবরই তাঁহার প্রদত্ত রিপোর্টে দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতির উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টের শেষে তিনি বলেন,—

"In concluding this, I think it proper to add that in my opinion the Society has afforded considerable benefit to the Natives of the Country by patronizing the Indigenous Schools in the Metropolis. The children of all the respectable Natives are taught therein as the schools are situated within their own houses or very near them and the exertion of the Society has occasioned a great improvement and their progress is increasing daily, for which the Society's kind attention to the Indigenous department is very desirable."

১৮৩৩ সনে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য সোসাইটির কার্য্য-সঙ্কোচের কথা উঠিলে তিনি দেশী পাঠশালাগুলিকে সাহায্য দান বন্ধ করিবার বিরুদ্ধে

মত প্রকাশ করেন। এই সময় তিনি ও কোন কোন দেশীয় সদস্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

"দেশী পাঠশালাগুলির সাহায্য বন্ধ করা কোনক্রমেই সমীচীন নহে। সোসাইটি একমাত্র ইংরেজী স্কুলগুলি রক্ষার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা রদ করা উচিত। কেন না শহরে এখন ইংরেজী স্কুলের অভাব নাই। ইহার সংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু দেশী পাঠশালা রক্ষার জন্য স্কুল সোসাইটি ভিন্ন আর কোন প্রতিষ্ঠানই এ পর্য্যন্ত মনোযোগী হয় নাই। যে পাঁচ শত টাকা সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে তিন শত টাকা হিন্দু-কলেজে সোসাইটির ছেলেদের পড়াইবার জন্য ব্যয় করিয়া বাকি দুই শত টাকা পাঠশালা-বিভাগের জন্য খরচ করা হউক।"

তাঁহাদের এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল কি না, বিবরণীতে উল্লেখ নাই। তবে অ্যাডাম সাহেব তাঁহার এডুকেশন রিপোর্টে (পৃ. ২৪) লেখেন যে, সোসাইটির কার্য্য অতঃপর বহুলাংশেই সঙ্কুচিত হইয়া যায়।

স্কুল সোসাইটি পরে একেবারে উঠিয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার কার্য্য সমাজের প্রতি স্তরে একটি বিশিষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। অ্যাডাম সাহেব ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারকে এদেশে প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রারম্ভিক রিপোর্ট দেন, তাহাতে বঙ্গ ও বিহারে এক লক্ষ পাঠশালার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সরকার ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এসব দেশীয় পাঠশালার রক্ষা ও উন্নতির প্রতি একেবারেই বিরূপ ছিলেন। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পাঠশালায় যে শিক্ষারীতি প্রচলিত করা হয়, ক্রমে তাহাই সর্ব্বত্র অনুসৃত হয়। সুতরাং জনশিক্ষায় রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্ব ভুলিবার নহে।

স্ত্রী-শিক্ষায়

রাধাকান্ত দেব সে-যুগে শিক্ষা-সংক্রান্ত বহু বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষার প্রথম উদ্যোক্তারূপে রাধাকান্ত সর্ব্বদা স্মরণীয়। সহমরণ-প্রথা সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, তিনি সর্ব্বদা স্ত্রী-জাতির উন্নতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইংরেজী শিক্ষা ও জনশিক্ষা প্রচারের ন্যায় স্ত্রী-শিক্ষার প্রতিও তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' প্রণয়ন করেন। প্রাচীন যুগে হিন্দুরা স্ত্রী-শিক্ষায় যে পশ্চাৎপদ ছিলেন না, এই পুস্তকে তাহার প্রমাণ উত্থাপিত করা হইয়াছে। ইহা প্রণয়নে ও প্রকাশে গৌরমোহনকে রাধাকান্ত বিশেষ সহায়তা করেন। এই পুস্তকখানির সঙ্গে রাধাকান্তের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে, পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ তাঁহাকেই ইহার প্রণেতা বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। শোভাবাজার রাজবাটীর মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল, গৌর-মোহনের পুস্তক হইতে এ কথা আরম্ভেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে রাধাকান্তের পরিবারে বিদ্যা-চর্চ্চা বিদ্যমান ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সে-যুগের হিন্দু প্রধানগণের গৃহে নারী-শিক্ষার প্রচলনের আর একটি প্রমাণ আছে। ১৮২১, ২ জুন কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। সভায় সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ এড্ওয়ার্ড হাইড ঈস্ট বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, স্ত্রী-জাতির শিক্ষা-কল্পে এযাবৎ হিন্দু প্রধানগণ প্রকাশ্যে কোন চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু ইহা অতীব সন্তোষের বিষয় যে, তাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ

অবহিতই আছেন। তাঁহারা কেহ কেহ নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে নারীগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই সময়ে হিন্দু প্রধানগণ প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বালিকাগণকে প্রেরণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ও সমর্থক হইলেও তিনিও প্রথমে ইহা চাহিতেন না। এই কারণে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি নিজে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হন নাই। তবে রাধাকান্ত প্রমুখ সভ্যগণ যে স্ত্রী-শিক্ষার সহায়তাকারী ও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, তাহার আভাস আমরা ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছি। শোভাবাজার রাজবাটীতে প্রথম কয়েক বৎসর প্রতি পরীক্ষায় বালকদের সঙ্গে বালিকারাও প্রকাশ্যে পরীক্ষা দিতে আসিত ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে বালকদের মতই পুরস্কারাদি পাইত।

কোন নারী শিক্ষিত হইয়াছেন জানিতে পারিলে রাধাকান্ত দেব আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজী শিক্ষিত দুই জন বাঙালী মহিলার খোঁজ পান। "আনন্দা" নামে ইঁহাদের এক জনের ইংরেজীতে লেখা চিঠি দেখিয়া তিনি সোসাইটির অন্যতম সম্পাদক পীয়ার্স সাহেবকে একখানি পত্রে লেখেন (৩রা জুলাই)—

"Many thanks for Anunda's letter, which is certainly very amusing and astonishing if it were written by herself. Pray is she a Hindoo or converted woman, and where she was taught in English."

অর্থাৎ, "আনন্দার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। ইহা নিশ্চয়ই কৌতুকপ্রদ ও বিস্ময়াবহ, যদি বাস্তবিকই তিনি নিজে ইহা লিখিয়া থাকেন। তিনি হিন্দু না খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত মহিলা এবং কোথায় ইংরেজী শিখিয়াছেন আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।"

রাধাকান্ত স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে যে তখন হইতেই অবহিত ছিলেন, পীয়ার্সকে লিখিত পত্রের আর একটি কথায় তাহা বুঝা যায়। রাধাকান্ত লেখেন—

"Your remarks on the education of females are very satisfactory. Mr. Money gave me similar observation when he visited the Hindoo College."*

কলিকাতা স্কুল সোসাইটির অনুকলে বিলাতে একটি স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই সমিতি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কুক নামে একটি কুমারী মহিলাকে স্থানীয় স্কুল সোসাইটির অধীনে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। হিন্দু জনসাধারণ ইহার পক্ষপাতী না থাকায় সোসাইটির কর্তৃত্বাধীনে বালিকা-পাঠশালা স্থাপিত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেব সোসাইটির সম্পাদককে ১৮২১, ১০ ডিসেম্বর তারিখে যে প্রস্তাব করিয়া পত্র লেখেন, তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মর্ম্মে লেখেন—

"কুমারী কুককে হিন্দু নারীগণের শিক্ষার জন্য প্রেরণকালে হিন্দুদের রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারের কথা বিবেচিত হয় নাই। আমার আশঙ্কা হয়, মান্যগণ্য হিন্দুরা কুক মহোদয়াকে তাঁহাদের অন্দর-মহলে প্রবেশের অনুমতি দিবেন না, অথবা প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে কন্যাগণকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ পাঠাইবেন না। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুরা গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া কন্যাগণকে পড়াইবেন। দরিদ্র হিন্দু বালিকাদের জন্য সম্প্রতি কয়েকটি মিশনরি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কুমারী কুক সেখানে শিক্ষা-দানে ব্যাপৃত থাকিলে বিশেষ উপকার হইবে।"

* কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপি (১৮১৮-১৮৩৩) হইতে প্রাপ্ত।—লেখক।

এই প্রস্তাবের মধ্যে রাধাকান্তের কতখানি দূরদৃষ্টি ছিল, তাহা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইল। মিস্ কুক মিশনরি স্কুলে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইলেন। ১৮২১, ১২ই ডিসেম্বর (পূর্ব্ব পত্রের মাত্র দুই দিন পরে) রাধাকান্ত সোসাইটির সম্পাদককে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতেই আমরা প্রথম এ সংবাদ পাই। পত্রখানি হইতে স্ত্রী-শিক্ষার ধরন সম্পর্কে রাধাকান্তের অভিমতও আমরা জানিতে পারি। তিনি এই মর্ম্মে লেখেন—

"চার্চ্চ মিশনরি সোসাইটি কুমারী কুককে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন শুনিয়া সুখী হইলাম। দরিদ্র অথচ সদ্বংশজাত হিন্দু নারীগণ তাঁহার নিকটে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও যান্ত্রিক বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হইবে। এরূপ শিক্ষিত নারীরা পরে হিন্দু প্রধানগণের গৃহশিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ইহাতে হিন্দুদের চিরাচরিত রীতিনীতির উপর আদৌ হস্তক্ষেপ করা হইবে না; অথচ নারীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার-লাভ করিবে। কুমারী কুকের শিক্ষা-কার্য্যে নিয়োগে হিন্দুমাত্রেই কৃতজ্ঞ।*

কুক মহাশয়ার উদ্যোগে মিশনরি সোসাইটি দুই বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় পনরোটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি বিদ্যালয়ের ভার কুকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত সদ্বংশজাত এক হিন্দু-বিধবার উপর ন্যস্ত হয়। শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হইল। হিন্দু জনমতও ইহার সপক্ষে গঠিত হইতে লাগিল। কলিকাতার অন্যতম হিন্দুপ্রধান রাজা বৈদ্যনাথ রায় এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিশ হাজার টাকা দান করিলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপন-প্রচেষ্টায়

* কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণীর (১৮১৮-১৮৩৩) পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত।—লেখক।

রাধাকান্তের যে বিশেষ সম্মতি ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ১৮২৬, ১৮ মে সকাল সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় বড়লাট-পত্নী লেডি আমহার্স্ট হেদুয়া পুষ্করিণী-সংলগ্ন এক খণ্ড জমির উপর কেন্দ্রীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। রাধাকান্ত লেডি আমহার্স্টকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন,—

"With feelings of profound respect and gratefulness I take the liberty to wish Your Ladyship felicitations for the honor Your Ladyship has done to the whole Hindoo Race, for condescending to lay the foundation-stone of the female central school."

অতঃপর দীর্ঘকাল স্ত্রী-শিক্ষার ভার মিশনরিদের হস্তে ন্যস্ত থাকে। মিশনরিদের এই প্রচেষ্টা বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। কারণ মিশনরিরা স্ত্রী-শিক্ষা মারফৎ সর্ব্বত্র খ্রীষ্টতত্ত্বের মহিমা-প্রচারে বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রধানতঃ দেশবাসীর চেষ্টায় কলিকাতায় সাধারণ প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৪৯, ৭ই মে তারিখে। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহায়তায় ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (Bethune) সাহেব এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই পরে বীটন কলেজে পরিণত হইয়াছে। রাধাকান্ত দেব বীটন স্কুল প্রতিষ্ঠার অল্পদিনমধ্যেই নিজ ভবনে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৮৪৯, ২৯ মে তারিখে 'সম্বাদ ভাস্করে' ইহার সংবাদ বাহির হয়—

"কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়।—আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোক-দিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা করিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজের এক জন ছাত্র

ভদ্র বালিকাগণকে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় তথায় শিক্ষাদান করিতেছেন।”

এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে সনাতনী ‘সমাচার চন্দ্রিকা’ ও ‘সম্বাদ ভাস্করে’র মধ্যে কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হয়। ১৮৪৯, ৯ জুন তারিখের ‘সম্বাদ ভাস্করে’ প্রকাশ, রাধাকান্ত পূর্ব্বেও তাঁহার বাটীতে বালিকাদের শিক্ষার জন্য এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান পাঠশালায় শোভাবাজার অঞ্চলের যাবতীয় বালিকাদেরই পড়িবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।*

রাধাকান্ত দেব প্রাচীনপন্থী ছিলেন—ইহাই সাধারণের বিশ্বাস। বস্তুতঃ ধর্ম্মে ও সামাজিক ব্যাপারে তিনি প্রাচীনপন্থী ছিলেন। কিন্তু জ্ঞান-বিস্তারকল্পে রাধাকান্ত চির-উদার। জাতি-ধর্ম্ম, স্ত্রী-পুরুষ বিচার করিয়া তিনি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই। শিক্ষালাভে সকলেই সমান সুযোগ পাইবে—ইহাই তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত। প্রথম জীবনে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মে গোঁড়ামি ও আচারে নিষ্ঠার জন্য রাধাকান্ত দেবকে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পরবর্ত্তী জীবনে এই কৃষ্ণমোহনই নানা বিষয়ের আলোচনা-কালে রাধাকান্তের অজস্র প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা ব্যাপারে রাধাকান্তই যে বাঙালীদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন, এ কথাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি-বার্ষিকীতে কৃষ্ণমোহন স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। ইহার এক স্থলে তিনি বলেন,—

“Are we to hear in 1849 objections which were so ably refuted as early as 1824 [?] by the President of the Dhúrmo Shabha himself? Has the progress of

* এ সম্পর্কে ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৪২-৪৪৩ দ্রষ্টব্য।

opinion in our community been in the wrong direction for the last quarter of a century ?...Have Wilson and Macaulay and Ryan and Cameron retarded, instead of accelerating, the progress of light and refinement, and produced educated men who are found to oppose that which Rajah Radhakanta had himself publicly sanctioned so many years ago...."

বক্তৃতাকালে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণমোহন বলেন,—

"The successful essay now before us proves what the Rajah Radhakant had demonstrated long before, that female education was not uncommon in India in the days of yore and that the present state of things is one of degeneracy from the former."

কৃষ্ণমোহন এখানে রাধাকান্তের সহায়তায় গৌরমোহন-কর্তৃক লিখিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে'রই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সংস্কৃত-চর্চ্চায়

রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত-চর্চ্চা সর্ব্বজনবিদিত। শোভাবাজার রাজ-পরিবার নিষ্ঠাবান হিন্দু। কাজেই সংস্কৃত-চর্চ্চায় যে তাঁহারা অবহিত থাকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? রাধাকান্তের পিতা গোপীমোহন নিজব্যয়ে বহু চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেকালে কলিকাতার হাতীবাগান-চতুষ্পাঠীর খুব খ্যাতি ছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এখানে অধ্যাপনা করিতেন। রাজা গোপীমোহন এই চতুষ্পাঠীর সমগ্র ব্যয়ভার

বহন করিতেন। রাধাকান্ত দেবও পিতার ন্যায় সংস্কৃত-শিক্ষার পোষক ছিলেন। পিতার স্থাপিত চতুষ্পাঠীতে তিনি সাহায্য দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজেও নব নব চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের সংবাদ 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে (১৮৫৭, ৯ ফেব্রুয়ারি) আছে—

"নূতন সংস্কৃত কলেজ। আমরা অসীম আনন্দ সলিলে অবগাহন-পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি অত্র নগরীয় অদ্বিতীয় মান্যাগ্রগণ্য সুধীর পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জ্বল নৃপবর শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর সম্প্রতি অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপাততঃ উক্ত বিদ্যালয় রাজবাটীর দক্ষিণাংশ দরজীটোলার গুরুপ্রসাদ মৈত্রীর বাটীতে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র তর্কপঞ্চানন তথা শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেলা ১০ ঘণ্টাবধি দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠের কাল নির্ণীত হইয়াছে ১২ বারো জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ঐ অভিনব কলেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, গণ, ভট্টী, কুমার, কাব্যাদি, শব্দশাস্ত্র এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে কিন্তু অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, ঐ সকল বিদেশীয় ছাত্রগণেরাও রাজ-সংসার হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি পাইতেছেন অদ্য স্থানাভাব প্রযুক্ত বিস্তারিত স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।"

শুধু স্বদেশে নহে, বিদেশেও যেখানে সংস্কৃত-চর্চ্চা হইত সেখানে রাধাকান্তের দান পৌঁছাইত। জার্মানির ডক্টর স্কাট্স তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থাগারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলে, রাধাকান্ত তাঁহাকে চারি শত টাকা প্রেরণ করেন। ১৮৫৭, ২১ অক্টোবর ডক্টর স্কাট্স রাধাকান্তের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন।

'শব্দকল্পদ্রুম' নামক বিরাট্ সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন রাধাকান্তের জীবনের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। এই শব্দকোষ সঙ্কলনে চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল। 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৯, ৩রা এপ্রিল তারিখে লেখেন,—"এইক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেব এক নূতন অভিধান করিয়া ছাপা করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অদ্যাপি অর্দ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ব্বে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন।" 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর প্রথম খণ্ড ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে, সপ্তম বা শেষ খণ্ড ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে, ও পরিশিষ্ট ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশিত হইলে স্বদেশে ও বিদেশে সবিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। সেণ্ট পিট্‌সবার্গের (অধুনা লেনিনগ্রাড) ইম্পিরিয়াল অ্যাকাডেমি, বার্লিনের রয়াল অ্যাকাডেমি, ভিয়েনার কেইজারগেচেন অ্যাকাডেমি, বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এবং জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশসমূহের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চ্চার নানা প্রতিষ্ঠানও এই বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য রাজা রাধাকান্তকে অভিনন্দিত করেন। ইহা ছাড়া রুশিয়ার জার নিকোলাস, ডেন্‌মার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডেরিক ও মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাধাকান্তকে পদক উপহার দেন।

স্বদেশেও তিনি অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, অ্যাস্‌লি ইডেন, পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, পাদরি লঙ প্রমুখ কলিকাতার গণ্যমান্য ইংরেজ ও বাঙালীগণ সমবেত হইয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ নবেম্বর রাজা রাধাকান্ত দেবকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। রাধাকান্ত অভিনন্দনের উত্তরে এক স্থলে বলেন—

"It is highly delightful to see a taste for the study of Sanskrit reviving in Bengal, the importance of which to our countrymen cannot be estimated too highly; I may only add how, of late years, the cultivation of this ancient and venerable language in Europe has excited general interest; it serves as a key to the critical study of the largest family of languages; it has formed a new era in philosophy; it has opened the dark vistas of antiquity, and contributed to the establishment of great ethnographical facts."

অর্থাৎ—বঙ্গদেশে সংস্কৃত-চর্চ্চার পুনরুজ্জীবন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। ইহার প্রয়োজনীয়তা যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গত কয়েক বৎসর যাবৎ এই প্রাচীন দেবভাষার চর্চ্চায় ইউরোপে বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ ভাষার আলোচনার পক্ষে ইহা চাবি-কাঠি। সংস্কৃত ভাষা দর্শন-আলোচনায় যুগান্তর আনিয়াছে। অধুনা পুরাতত্ত্বের অন্ধকার প্রকোষ্ঠগুলি আলোকোদ্ভাসিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির গঠনমূলক সূত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাও ইহা দ্বারা এখন সম্ভবপর।

রাধাকান্তের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

রাধাকান্ত দেব সরকারী শিক্ষা-কমিটির সদস্য ছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পরিচালনা-ভার ইহার একটি সাব-কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল। রাধাকান্ত ইহারও একজন সদস্য ছিলেন। তিনি অল্পদিনের জন্য সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জে. সি. সি. সাদার্ল্যাণ্ড কর্ত্তৃক ১৮৩১, ১২ ডিসেম্বর রাধাকান্ত দেবকে লিখিত নিম্ন পত্রখানি হইতে ইহা জানা যায়,—

"The Sub-Committee of the Sanskrit College feels much obliged by your undertaking the charge of the Sanskrit College and the duties of its Secretary. I beg leave therefore to surrender the same to you." *

বাংলা-শিক্ষা

রাধাকান্ত দেব বাংলা ভাষাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বাংলা পাঠশালা স্থাপনে ও বাংলা পুস্তক রচনায় আমরা তাঁহার ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করিয়াছি। হিন্দু-কলেজ স্থাপনের পর হইতে উন্নত ধরনে ইংরেজী শিক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। অনুরূপ ধরনে বাংলা শিক্ষা ও চর্চ্চার জন্য একটি পৃথক্ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে অনুভূত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজের সন্নিকটে "বাঙ্গালা পাঠশালা" নামে এইরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠা অবধি রাধাকান্ত ইহার অন্যতম পরিচালক ছিলেন।

শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে সরকার চিরকালই কার্পণ্য করিয়াছেন। তথাপি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জনগণের শিক্ষাকল্পে যাহা কিছু ব্যয় করিয়াছেন, ইংরেজী শিক্ষার জন্যই প্রধানত করিয়াছেন, বাংলা শিক্ষার জন্য একরূপ কিছুই করেন নাই। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্‌প্যাচে ইংরেজীর সমানই বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড স্ট্যান্‌লি এই ডেস্‌প্যাচের আলোচনা করিয়া বলেন যে, মাতৃভাষাই শিক্ষার

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অপ্রকাশিত নথিপত্র হইতে প্রাপ্ত।

বাহন হওয়া প্রয়োজন। এই আলোচনার পর সুদীর্ঘ কাল অতীত হইয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

লর্ড স্ট্যান্‌লি বলেন—"The medium of education is to be the vernacular languages of India, into which the best elementary treatises should be translated. Such translations are to be advertised for, and liberally rewarded by Government as the means of enriching Vernacular literature." *

তৎকালীন বাংলা-সরকার লর্ড স্ট্যান্‌লির প্রস্তাব উপলক্ষ্য করিয়া ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিৎ ও শিক্ষা-সংস্কারকগণের মতামত আহ্বান করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ভারতীয় ছিলেন রাধাকান্ত দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। রাধাকান্ত দেব তাঁহার মন্তব্যে বাংলা শিক্ষা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার বাহন হইবার প্রয়োজনীয়তা তিনি যে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। ইংরেজী শিক্ষার অতিরিক্ত প্রচলনে তিনি যে সব কুফলের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কালে তাহা বস্তুতই ফলিয়াছে। তিনি এ সম্বন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাশ করেন,—

"As soon as the people will begin to reap the fruits of a solid vernacular education, agricultural and industrial schools may be established in order to qualify the enlightened masses to become useful members of Society.' Nothing should be guarded against more

* Introduction by J. Long to Adam's Report on Vernacular Education. P. 18.

carefully than the insensible introduction of a system whereby, with a smattering knowledge of English, youths are weaned from the plough, the axe and the loom, to render them ambitious only for the clerkships for which hosts would besiege the Government and Mercantile offices, and the majority being disappointed (as they must be), would (with their little knowledge inspiring pride) be unable to return to their trade, and would necessarily turn vagabonds" *

অর্থাৎ, বাংলা ভাষা বিশেষরূপ আয়ত্ত করিবার পরেই যুবকগণ কৃষি ও শিল্পে জ্ঞানলাভ করিয়া সমাজের হিতসাধন করিতে পারিবে। বর্তমান ব্যবস্থার প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ সমীচীন নহে। এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যুবকগণ দুই চারিটি ইংরেজী বুলি শিখিয়া লাঙ্গল, কুঠার ও তাঁত ছাড়িয়া সামান্য কেরানীগিরির আশায় সরকারী ও সওদাগরী আফিসের দুয়ারে ধর্ণা দিবে। তাহাদের তাঁতীকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুলই নষ্ট হইবে, এক কথায় তাহাদিগকে ভবঘুরে হইয়া কাল কাটাইতে হইবে।

রাধাকান্ত দেব কি সত্যই প্রাচীনপন্থী ?

রাধাকান্ত দেব সনাতনী বা প্রাচীনপন্থী বলিয়া সমসময়ের ও পরবর্ত্তী কালের লোকদের নিকট বিশেষ গঞ্জনা ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু রাধাকান্ত যে সে সময়ে বহু বিষয়েই অগ্রণী ছিলেন, তাহা আমরা জানিতে পারিলাম। পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাধাকান্তের মৃত্যুর পর

* ঐ, পৃ. ২২।

অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় (১৪ই মে, ১৮৬৭) এ সম্বন্ধে যে উক্তি করেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব।

"To the remarks made on the Rajah's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who were his junior by more than half a century, as unfair, indeed, as it would be to disparage the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this respect can only be compared with his own contemporaries. Judged by such a standard, the Rajah would certainly appear not behind, but in advance of his equals in age."*

* **Rajah Sir Radhakant Deb Bahadur, K. C. S. I.—A Brief Account of His Life and Character. 1880. পৃ. ৫৪।**

ডেভিড হেয়ার

১

ডেভিড হেয়ারের নাম আমাদের নিকট সুপরিচিত। স্কট্‌ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলেও কর্ম্মব্যপদেশে ভারতবর্ষেই তাঁহাকে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হয়। শিক্ষাপ্রচার-কল্পে সে যুগে যে সব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল, হেয়ার সাহেব তাহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কলিকাতার হিন্দু-কলেজ, স্কুল সোসাইটি ও স্কুল বুক সোসাইটি—বিশেষ করিয়া প্রথম দুইটি, এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। হিন্দু-কলেজের কৃতী ছাত্র ও বিখ্যাত সাহিত্যসেবী ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের ইংরেজী 'ডেভিড হেয়ার'-জীবনী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হেয়ার সম্বন্ধে বর্ত্তমানে এইখানিই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। পরবর্ত্তী কালে হেয়ার ও তাঁহার সময় সম্বন্ধে যত জন আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছেন, প্রত্যেকেই মিত্র মহাশয়ের এই বইখানির উপর নির্ভর করিয়াছেন। এ বইখানিতে বহু জ্ঞাতব্য কথা লিপিবদ্ধ আছে, নূতন তথ্যের সন্ধানও ইহাতে বিস্তর মিলিবে; কিন্তু হেয়ার-সম্পৃক্ত আলোচনায় ইহার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিলেই বিপদ। কারণ তাহা হইলে ইহার ভ্রমপ্রমাদও নিঃসন্দেহে আত্মসাৎ করা হইবে। এরূপ কতকটা যে না হইয়াছে, এমন নয়। পরবর্ত্তী লেখকেরা তাঁহার উপর এমন সব কৃতিত্ব আরোপ করিয়াছেন, যাহার সঙ্গে তাঁহার আদবে কোন সংস্রবই ছিল না। ইতিমধ্যেই একখানা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে লেখা হইয়াছে, ডেভিড হেয়ার, বীটন (Bethune) কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে এজন্য

বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি সে যুগের দুষ্প্রাপ্য সংবাদপত্র এবং কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ও হিন্দু-কলেজের কার্য্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপি হইতে ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি। ইহার নিরিখে নূতন কথা তো জানা যাইবেই, অধিকন্তু হেয়ার সম্পর্কে ইদানীং-প্রচলিত মতামতগুলি যাচাই করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি স্কট্‌ল্যাণ্ডের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনুমান ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন ও ঘড়িনির্ম্মাণ-কার্য্যে লিপ্ত হন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ হেয়ার-জীবনীতে (পৃ. ১) লিখিয়াছেন, "Before 1816 he made over his business to Mr. E. Grey." অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি গ্রে সাহেবের উপর ব্যবসায়ের ভার অর্পণ করেন। পরবর্ত্তী লেখকেরা মিত্র মহাশয়ের এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ঘড়ির ব্যবসা ত্যাগ করিয়া তিনি ভারত-সেবা তথা স্কুল প্রতিষ্ঠায় মন দেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ার ব্যবসা ত্যাগ করেন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। ৬ই জানুয়ারি তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেট' পত্রের অতিরিক্ত সংখ্যায় এই মর্ম্মে হেয়ারের একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়,—

"ঘড়ি-নির্ম্মাতা ডেভিড হেয়ার তাঁহার বন্ধুগণকে ও সর্ব্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানাইতেছেন যে, তিনি অদ্য ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। গত আঠারো বৎসর যাবৎ তাঁহারা যেরূপ উদারভাবে সাহায্য করিয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, সেজন্য তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

"এই সুযোগে তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত মিঃ গ্রে-র প্রতি পূর্ব্বের মত অনুগ্রহ দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে সাগ্রহে ও সসম্মানে অনুরোধ

জানাইতেছেন। মিঃ গ্রে বিলাত হইতে এখানে আসিয়া পাঁচ বৎসর যাবৎ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ডেভিড হেয়ার তাঁহার চরিত্র ও গুণপনা সম্বন্ধে এতটা জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে তাঁহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে বলিতে তাঁহার (হেয়ারের) এতটুকুও দ্বিধা নাই। ১লা জানুয়ারি, ১৮২০।" *

এই বিজ্ঞপ্তিটি হেয়ারের প্রবাস-জীবনের দুইটি বিশেষ ঘটনার উপর আলোকপাত করিতেছে। (১) তিনি কলিকাতায় আসিয়া সম্পূর্ণ আঠারো বৎসর ঘড়ির ব্যবসা করিয়াছিলেন। (২) ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তিনি ঘড়ির ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সুতরাং ঘড়ির ব্যবসা ত্যাগ করিয়াই তিনি দেশহিতে মন দিয়াছিলেন, এ মতবাদ টিকে না।

হিন্দু-কলেজ ও স্কুল সোসাইটি—এই দুইটি সম্পর্কেই তাঁহার প্রচেষ্টা সমধিক ফলপ্রসূ হইয়াছে। তাঁহার ভারত-হিতৈষণা হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠার জল্পনা হইতেই সম্ভবত সুরু হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন

---

* মূল ইংরেজীতে বিজ্ঞপ্তিটি এই,—

David Hare

Watch Maker,

Begs to inform his friends and the public in general that he has this day retired from Business; and requests they will accept his most sincere thanks for the very liberal support with which they have favoured him for the last eighteen years.

He also takes this opportunity of respectfully and earnestly soliciting a continuance of their Patronage to his Successor, Mr. Gray; who came from England on purpose, and has been his Assistant for five years; which has afforded D. H. such a knowledge of his character and abilities, that he feels the greatest confidence in recommending him on their notice. January 1, 1820.

—The Government Gazette (Supplement), January 6, 1820.

হীনদশা দেখিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য হেয়ার প্রথমে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলেই ভারতীয়েরা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার নিজের কথায়—

"A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to render the Hindus happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India; and with the sanction and support of Government, and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause of education." *

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি সার্ হাইড ঈস্টের ভবনে হিন্দু-কলেজ স্থাপনোদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় সে যুগের গণ্যমান্য হিন্দু প্রধানেরা ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু সভার আলোচ্য বিষয় কে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, এরূপ একটি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা কাহার মাথায় আসে? উপরের উদ্ধৃত পংক্তি কয়টি হইতে জানা যায়, ডেভিড হেয়ার এদেশে বসবাস আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। সমসাময়িক তথ্যাদি হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনিই এই হিন্দু-কলেজের আদিকল্পক (originator)। রামমোহন রায়ের সঙ্গে হেয়ারের খুব বন্ধুত্ব ছিল। একদা রামমোহন রায়ের গৃহে হেয়ার প্রমুখ কতিপয় বন্ধু মিলিত হইয়াছেন, এমন সময় রামমোহন প্রস্তাব করেন যে, হিন্দুদের ধর্ম্মান্ধতা দূরীকরণের জন্য একটি বেদান্ত

* The Government Gazette, 21 Feb., 1831.

বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। ডেভিড হেয়ার এ প্রস্তাবে সায় দিতে পারিলেন না। সময়োপযোগী (পাশ্চাত্য) শিক্ষাই যে এদেশীয়দের সমৃদ্ধ করিবার একমাত্র উপায়, তাহা তিনি বুঝাইয়া দিলেন। ইহা অনুমান ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ডেভিড হেয়ারের মনে এ বিশ্বাস ক্রমে বদ্ধমূল হইল এবং তিনি এই ভাবনাকে রূপ দিয়া একটি প্রস্তাব খাড়া করিলেন। দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় গণ্যমান্য হিন্দুরা নির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত হইয়া হেয়ারের প্রস্তাব আলোচনা করিয়া পরে গ্রহণ করেন। ডেভিড হেয়ার হিন্দু-কলেজের আদিকল্পক কি না, তাহা লইয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে প্রায় দুই বৎসর যাবৎ সমসাময়িক পত্রে বাদানুবাদ চলে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে 'দি ক্রিশ্চিয়ান অব্জার্ভার' নামক একখানা ইংরেজী মাসিক মিশনরিরা প্রকাশ করেন। তাহার প্রথম তিন সংখ্যায় হিন্দু-কলেজ সম্বন্ধে ধারাক্রমে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হিন্দু-কলেজের আদিকল্পক সম্বন্ধে ডিরোজিওর কথা এই পত্রিকাখানি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,—

Derozio...resolutely maintained that "previous to the aforesaid meeting being held, *a paper the author and originator of which was Mr. Hare, and the purport of which was, a proposal for the establishment of a College, was handed to Sir Hyde East by a Native* for his countenance and support."

ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। কাজেই হেয়ার সম্পর্কে তাঁহার উক্তি যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। বস্তুত অতঃপর সকলেই হেয়ারের এই কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া লন। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু কলেজ' শীর্ষক প্রস্তাবে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'হেয়ার জীবনী'তে ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন

বঙ্গ-সমাজে' ডিরোজিওর কথাই সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ডেভিড হেয়ারের হিন্দু-কলেজ পরিকল্পনার এই যে কৃতিত্ব, তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চেষ্টা হইয়াছিল। তখন সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ঈস্টের উপরই এই কৃতিত্ব আরোপ করা হয়। শতবর্ষ পরেও অনুরূপ চেষ্টা হইতে লোকে ক্ষান্ত হয় নাই। এবারে ঈস্টের একখানি চিঠির ভুল অর্থ করিয়া এই সম্মান রাজা রামমোহন রায়ে আরোপ করা হইয়াছে। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে ভ্রান্ত মত টিকিতেই পারে না। *

ডেভিড হেয়ার কিন্তু স্বয়ং সভায় উপস্থিত হন নাই, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মারফৎ তাঁহার প্রস্তাব সভায় পেশ করাইয়াছিলেন। এই বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কেই উপরের উদ্ধৃত অংশে ডিরোজিও 'নেটিভ' ও সার্ হাইড ঈস্ট একখানি পত্রে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠায় হিন্দুরাই অগ্রণী হইয়াছিলেন। প্রধানত তাঁহাদেরই অর্থে ও যত্নে ইহা স্থাপিত হয়।

ডেভিড হেয়ার স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ কেন প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সদুত্তর দেওয়া কঠিন। তবে অনুমান হয়, তিনি নীরবে কাজ করিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তখন পুরোভাগে আসেন নাই। কিন্তু দেখিতেছি, হেয়ার প্রথম সভায় উপস্থিত তো হনই নাই, হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সাব-কমিটি গঠিত হয়, তাহাতেও তিনি ছিলেন না। এমন কি প্রতিষ্ঠার পরেও দুই তিন বৎসরের মধ্যে কলেজ সম্পর্কে তাঁহার নাম পাইতেছি না।

* 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা', ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯১-৮ দ্রষ্টব্য। আমিও পূর্ব্বে এই ভ্রান্ত মত অনুসরণ করিয়া ভুল করিয়াছিলাম। এখন এই সুযোগে ইহা সংশোধন করিয়া লইতেছি।—লেখক।

অথচ কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কমিটিতে ডেভিড হেয়ার স্থান লাভ করিয়াছেন।

২

এখানে যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির নাম করিলাম, তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। ডেভিড হেয়ার এরূপ কোন সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইবার পূর্ব্বেই নিজে বহু পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন—কিংবদন্তী এইরূপ। কিন্তু কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপিতে হেয়ার সাহেবের পুরাপুরি ও আংশিক পরিচালনে তিনটি স্কুলের উল্লেখ পাইতেছি, যথা—সিমলা পাঠশালা, আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙ্গা স্কুল। রাধাকান্ত দেব বলেন, সিমলা পাঠশালা হেয়ার সাহেবের নিজস্ব ছিল। আর পটলডাঙ্গা স্কুল প্রথমত কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ও হেয়ার সাহেব উভয়ের অর্থে পরিচালিত হইত, কিন্তু পরে সোসাইটিই ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। আরপুলি পাঠশালা সম্বন্ধে সোসাইটি বলেন (কার্য্যবিবরণী, ১৮১৮-১৯),—

"They entertain little doubt but that his (Hare's) perseverance and interest with the natives will enable him to raise a school of considerable number. His object being to educate those only who would otherwise through the poverty of their parents be entirely neglected, it is his intention to admit none as scholars who are now receiving instruction in the indigenous schools." *

* A Biographical Sketch of David Hare, by Peary Chand Mitra. P. 49.

ইহা হইতে বুঝা যায়, হেয়ার ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে আরপুলি পাঠশালা স্থাপন করেন। যে সব পিতামাতা বেতন দিয়া ছেলে পড়াইতে অক্ষম, তাহাদের জন্যই যে এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠা, তাহাও জানা যাইতেছে।

আগে বলিয়াছি, ডেভিড হেয়ার স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালেই ইহার কমিটির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। সোসাইটির একটি উদ্দেশ্য ছিল, নিজ ব্যয়ে দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রগণকে হিন্দু-কলেজে পড়ানো। ক্যাপ্টেন আর্‌ভিন নামক কলেজের ইউরোপীয় সম্পাদক সোসাইটি কর্তৃক তাঁহাদের কলেজীয় ছেলেদের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে ডেভিড হেয়ার এই পদে বৃত হন। এইরূপ প্রথম হইতে কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ না করিলেও তিনি ক্রমশ ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িলেন। পাঠশালা স্থাপন হইতে পরীক্ষা গ্রহণ পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারেই তিনি অতিশয় তৎপর হইলেন। বলা বাহুল্য, শিক্ষা-বিস্তারে অদম্য আগ্রহ হেয়ার সাহেবকে এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক (Native Secretary)। তিনি পাঠশালা-বিভাগের সম্পাদক ডব্‌লিউ. এইচ. পিয়ার্সকে ১৮২০, ৯ই জুন রিপোর্ট দান প্রসঙ্গে লেখেন—

"Although the Superintending Baboos did not invite any gentleman as before, to witness the examinations supposing that to request their attendance at every examination would be considered troublesome yet some warmest friends to education were pleased of themselves to honour the ceremony, particularly our zealous coadjutor Mr. Hare who was present, at four examinations, examined the boys, distributed prize

books, sweetmeats to the boys of two divisions at his own expense and stayed till all was over."

ডেভিড হেয়ার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখিতেন না ; সংবাদ পাইলেই, নিমন্ত্রিত না হইয়াও, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে যথাসময়ে হাজির হইতেন। রাধাকান্ত দেব বলেন, বিনা নিমন্ত্রণেই হেয়ার ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের চারটি পরীক্ষায়ই উপস্থিত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং ছেলেদের পরীক্ষা করেন ও পুরস্কার দেন, দুইটি বিভাগের পরীক্ষার্থীদের জলযোগের ব্যয় নিজেই বহন করেন। প্রত্যেক বারেই তিনি শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

হেয়ার সাহেবের এইরূপ ঐকান্তিকতা দেখিয়া সোসাইটি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে দেশী পাঠশালা-বিভাগের (Indigenous Department) সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই বৎসরের শেষের দিকে সোসাইটির সম্পাদক ডব্লিউ. এইচ. পিয়ার্স অসুস্থ হইয়া পড়েন। তিনি ৩১এ ডিসেম্বর একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহার পদে ইস্তাফা দেন। ডেভিড হেয়ার তাঁহার স্থলে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হইবেন জানিয়া তিনি বিশেষ আশ্বস্ত হইলেন।

প্রথমত সাময়িকভাবে নিযুক্ত হইলেও পরে ডেভিড হেয়ারই সোসাইটির স্থায়ী ইউরোপীয় সম্পাদক হইলেন ও শেষ পর্য্যন্ত এই পদে ব্রতী ছিলেন। আগে বলিয়াছি, ক্যাপ্টেন আর্‌ভিন কলিকাতা হইতে চলিয়া গেলে সোসাইটির হিন্দু-কলেজের ছাত্রবৃন্দের তত্ত্বাবধানের ভার হেয়ার সাহেবের হস্তে অর্পিত হয়। ইউরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াও তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছিল। হিন্দু-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ছেলেদের নিয়মিত উপস্থিতির উপর কড়া নজর রাখিতেন। যদি দেখিতেন, কোন ছেলে নিয়মিত কলেজে উপস্থিত হইতেছে না, তবে

তাহার নাম কাটিয়া দিতে প্রধান শিক্ষককে আদেশ দিতেন। সোসাইটির কয়েক জন ছাত্র একবার বহুদিন কলেজ কামাই করে। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন যে কামাই করিয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ সোসাইটিকে এ সম্বন্ধে পত্র লেখেন। তাহাতে এরূপ ইঙ্গিত থাকে যে, সোসাইটির দান অপাত্রে পড়িতেছে। সোসাইটি ও হিন্দু-কলেজের মধ্যে এই বিষয় লইয়া বেশ একটু বাদানুবাদ চলে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হইতে এই বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। ডেভিড হেয়ার সোসাইটির ইউরোপীয় সম্পাদক এবং তখনও কলেজীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক। কাজেই সকল বিষয় বর্ণনা করিয়া তিনি স্বয়ং সোসাইটিকে একখানা পত্র লেখেন। পত্রখানি কলেজ ও সোসাইটির সম্পর্ক সম্বন্ধেই নহে, ডেভিড হেয়ারের ব্যক্তিগত কর্ম্মপদ্ধতির উপরও বিশেষ আলোকপাত করিতেছে। পত্রখানির মর্ম্ম এখানে দিলাম—

"ভদ্রমহোদয়গণ,

হিন্দু-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কয়েক জন ছাত্র সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছেন, এই সঙ্গে তাহা পাঠাইতেছি। মিঃ আরভিনের কলিকাতা ত্যাগের সময় হইতেই যখন আপনারা আমাকে সোসাইটির কলেজীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তখন এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বলা প্রয়োজন মনে করি। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের যদি স্মরণ থাকিত যে, আমি এই ছাত্রদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ঐ বিষয়ে যদি তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে আমার মনে হয় এত মনকষাকষির অবকাশ হইত না।

সুপারিণ্টেডেণ্টের পদ গ্রহণের পর হইতে আমি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে এক বার ও প্রায়ই দুই বার কলেজ পরিদর্শন করিয়াছি,



ডেভিড হেয়ার

সযত্নে হাজিরা-বহি পরীক্ষা করিয়াছি এবং প্রধান শিক্ষকের নিকটে ছেলেদের আচরণ সম্বন্ধে খোঁজ লইয়াছি। যখনই কোন ছেলের অনুপস্থিতির সন্তোষজনক কারণ পাই নাই, তখনই তত্ত্ব লইবার জন্য আমার নিজের লোক কাহাকেও পাঠাইয়াছি, এবং যখনই তাহার আচরণ অসঙ্গত বলিয়া বুঝিয়াছি, তখনই তাহার স্থানে সোসাইটির অন্য এক জন ছেলেকে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছি—যাহার সম্বন্ধে মনে করিতাম, সে পাঠে অধিকতর মনোযোগী হইবে।

যাহা হউক, নবীনচন্দ্র ঘোষাল সম্বন্ধে একটি ভুল হইয়া গিয়াছে। যখন আমি কিছু কাল পূর্ব্বে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় ছেলেটি অনুপস্থিত হইতেছে, আর সে ছেলেটিও ভাল। এ কারণ আমি তাহার নাম কাটিয়া দিই নাই। কিন্তু কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের রিপোর্ট পাইয়াই মিঃ ডি. আন্‌সেল্‌মকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি ঐরূপ পৃথক বিবরণ আমাকে কেন দিলেন। তখন তিনি বলিলেন, তিনি আমার কথা ভুল বুঝিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র ঘোষের কথা তাঁহাকে আমি সুধাইয়াছি। এ ছেলেটি বাস্তবিকই ভাল।

নবীনচন্দ্র ঘোষ ও পীতাম্বর দাস নামে অন্য দুইটি ছেলে, আমি জানি, বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু তাহারা বহুদিন কলেজে পড়িতেছে এবং এখন কলেজে ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমার বিশ্বাস পড়াশুনাও তাহারা বেশ চালাইয়াছে, সেজন্য আমি মনে করি, তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

আমার মতে, সোসাইটির অনুগ্রহ লাভে নবীনচন্দ্র ঘোষের একটি বিশেষ দাবি আছে। কারণ সে (যদিও নিঃসম্বল) আমাদের দ্বিতীয় বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু রামচন্দ্র ঘোষের নিকট-আত্মীয়। এই

রামচন্দ্রবাবু তাঁহার বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে সোসাইটির কার্য্য যাহাতে প্রসার লাভ করে, সেজন্য বিশেষ যত্ন লইয়া থাকেন।

সোসাইটির তরফ হইতে হিন্দু-কলেজে ছাত্র পাঠাইবার উদ্দেশ্যই হইল—এমন এক দল সুশিক্ষিত যুবক সৃষ্টি করা, যাহারা পরে তাহাদের স্বদেশীয়দের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করিবে। যে সব ছেলে বেশ কিছুদিন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছে, মাত্র কয়েক দিনের অনুপস্থিতির জন্য তাহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া এই উদ্দেশ্যের আদৌ অনুকূল নহে। এরূপ হইলে তাহাদের পিছনে যাহা খরচ হইয়াছে, সবই বরবাদে যাইবে।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আপনাদের নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, আমি সোসাইটির স্বার্থরক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অযোগ্য ছেলেদের কলেজে রাখিয়া সোসাইটির অর্থ অপাত্রে বিলাইয়াছি, এরূপ কোন ব্যাপার আমার জানা নাই। ইতি—

আপনাদের একান্ত বাধ্য ও বিনীত ভৃত্য

১৮ই নভেম্বর, ১৮২৪। (স্বাঃ) ডেভিড হেয়ার।" *

ডেভিড হেয়ারের এই পত্রখানির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সোসাইটির কর্ম্মকর্ত্তারা কলেজ-কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন যে, তাঁহারা বোধ হয় অবগত নহেন যে, হেয়ার সাহেবই কলেজীয় ছেলেদের তত্ত্বাবধান করেন। সোসাইটি আরও বলিলেন যে, কলেজ-পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করিবার জন্য এ ব্যবস্থা আদৌ করা হয় নাই, ছাত্রদের পড়াশুনার উপর নজর রাখিবার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হিন্দু-কলেজ পরিচালনায় ডেভিড হেয়ার যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকেও যোগ দেন নাই, তাহা

* কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কার্য্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপিতে হেয়ার সাহেবের এই পত্রখানি আছে।

তাঁহার নিজের ও সোসাইটির কর্ম্মকর্ত্তাদের পত্র হইতে জানা যাইতেছে। হিন্দু-কলেজ পরিচালনায় তিনি কখন যোগ দিলেন, তাহা পরে বলিতেছি।

কলেজীয় ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া হেয়ার সাহেব কি পদ্ধতিতে কার্য্য করিতেন, তাহা আমরা কতকটা জানিতে পারিলাম। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদক-পদে বৃত হইবার পর হইতে সোসাইটির সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহাকে মন দিতে হইয়াছিল। রাধাকান্ত দেব সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত দেশী পাঠশালা নিয়ন্ত্রণে ইতিপূর্ব্বে একরূপ এককভাবেই কার্য্য করিতেছিলেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার এই কার্য্যে তাঁহার সঙ্গী হন। সম্পাদকের পদ গ্রহণের পর তিনি ইহার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইলেন। এ যাবৎ কলিকাতা স্কুল সোসাইটির এক জন মাত্র পণ্ডিত ছিলেন। ক্রমে পাঠশালার সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায় আরও কয়েক জন সহকারী পণ্ডিত নিয়োগের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ইহা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের কথা। রাধাকান্ত দেবের প্রস্তাবক্রমে চারি জন সহকারী পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া যে আদেশ-পত্র প্রচার করা হয়, তাহাতে রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ার উভয়েরই স্বাক্ষর পাইতেছি। সোসাইটি কর্ত্তৃক গৃহীত ছেলেদের ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বত্রই ডেভিড হেয়ার উপস্থিত থাকিয়া সব বিষয়ে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। অর্থ-সাহায্য চাহিয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারে যে আবেদন পাঠানো হয়, তাহাতে তিনি অগ্রণী ছিলেন। শিক্ষা-সৌকর্য্যের জন্য নূতন নূতন পন্থা অবলম্বনেও তাঁহাকে তৎপর দেখিতে পাই। এক কথায় তিনি সোসাইটির কার্য্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন।

হেয়ার প্রবর্ত্তিত একটি নিয়মের কথা বলি। শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের পিতৃগৃহে যে বার্ষিক পরীক্ষা হইত, তাহাতে হাজার হাজার

ছেলে জড় করানো সম্ভবপর ছিল না। এই জন্য বর্ত্তমান কালের টেস্ট পরীক্ষার মত এক রকম প্রারম্ভিক পরীক্ষা লওয়া হইত। ফলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছেলেরাই বার্ষিক পরীক্ষা দিবার অনুমতি-পত্র পাইত। পাঠশালার সাধারণ ছেলেরা কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে, এই উপায়ে তাহা জানা সম্ভব ছিল না। এ কারণ ডেভিড হেয়ার লটারি-প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এলোমেলোভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর চার পাঁচটি ছেলে লইয়া তাহাদের মধ্য হইতে এক জন কি দুই জন বাছাই করা হইত। ইহারাই বার্ষিক পরীক্ষা দিতে পারিত। ইহাদের পাঠে উন্নতি দেখিয়া বুঝা যাইত, সোসাইটির পাঠশালাগুলির শিক্ষা কিরূপ সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে। ডেভিড হেয়ার বৎসরের পর বৎসর পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছিলেন। রাধাকান্ত দেব ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষার বিবরণ দান প্রসঙ্গে এ বিষয়ে লেখেন,—

"I cannot refrain from declaring that the Indigenous school and other establishments are highly indebted to the European Secretary in consequence of devoting the whole of his time to promote their objects and taking great care and trouble in examining the pupils and weekly registers above alluded to."

উপরে যে লটারি-প্রথার কথা বলিয়াছি, তাহার উল্লেখ করিয়া রাধাকান্ত বলেন,—

"He has formed a wise plan to take four or five boys promiscuously from each school by lots and allowed the masters to bring about two only which has occasioned a larger number to be examined and exhibited as best specimen of the whole."

সোসাইটির সাধারণ পাঠশালাগুলির উন্নতির চেষ্টা করিয়াই ডেভিড

হেয়ার ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার নিজস্ব আরপুলি পাঠশালাটির উন্নতি-বিধানের জন্য কতকগুলি সুন্দর নিয়মও প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি একটি নিয়ম করিলেন যে, আট বৎসর বয়স না হইলে কেহ ইংরেজী পড়িতে পারিবে না। দরিদ্র ছাত্রেরা এখানে বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। অন্য পাঠশালা হইতে নাম কাটাইয়া আসিয়া এখানে কেহ ভর্ত্তি হইতে পারিত না। দরিদ্র ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই নিয়মটি করা হয়। বালকগণ যাহাতে রীতিমত পাঠশালায় উপস্থিত হয়, হেয়ার সে বিষয়ে বড় মনোযোগী ছিলেন। তিনি এই জন্য পুরস্কারেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখনও কোন কোন স্কুলে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে। মাসে এক দিনও অনুপস্থিত না হইলে আট আনা, এক দিন অনুপস্থিত হইলে ছয় আনা, দুই দিন হইলে চার আনা পুরস্কার দেওয়া হইত। দুই দিনের বেশী অনুপস্থিত হইলে পুরস্কার পাওয়া যাইত না। আরপুলি পাঠশালার এত সুনাম হইয়াছিল যে, ধনী অভিভাবকগণও এখানে ছেলেদের পড়াইতে চাহিতেন। স্কুল সোসাইটির পঞ্চম রিপোর্টে (১৮২৯) প্রকাশ, তখন এখানকার ছাত্রসংখ্যা ছিল দুই শত দশ জন। এই পাঠশালাটির সঙ্গে একটি ইংরেজী স্কুল ছিল। হেয়ার এটিও নিজে পরিচালনা করিতেন। স্বনামধন্য পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আরপুলি পাঠশালা ও স্কুলে অবৈতনিক ছাত্র ছিলেন।

ডেভিড হেয়ার কায়িক ও মানসিক শ্রম দিয়াই সোসাইটির সেবা করেন নাই, তিনি স্বোপার্জ্জিত প্রচুর অর্থও ইহাতে দান করিয়াছিলেন। সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ জেম্‌স ব্যারেটো কোম্পানি দেউলিয়া হইলে সোসাইটি ভীষণ অর্থকষ্টে পতিত হয়। ক্রমে ইহা অচল হইবার উপক্রম হয়। এই সময়, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, এককালীন ছয় হাজার টাকা দিয়া ডেভিড হেয়ার সোসাইটিকে দায়মুক্ত করেন।

৩

এ পর্য্যন্ত স্কুল সোসাইটির কথা বলিলাম। হিন্দু-কলেজ পরিচালনা-ব্যাপারে হেয়ার কিরূপে যুক্ত হইলেন, তাহাই এখন বলিব। হিন্দু-কলেজের মত একটি সুষ্ঠু বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ডেভিড হেয়ারই যে স্থির করেন, তাহা আগে বলা হইয়াছে। কিন্তু কলেজ-প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সাধারণ সভা ও ইহার সাব-কমিটি হইয়াছিল তাহাতে কোথাও তাঁহার নাম পাইতেছি না বলিয়াছি। কলেজ-প্রতিষ্ঠার অন্যূন আড়াই বৎসর পরে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন ইহার কর্ত্তৃপক্ষ ডেভিড হেয়ারকে এক জন ভিজিটর বা পরিদর্শক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। এই প্রথম লিখিত-পড়িতভাবে হিন্দু-কলেজ সম্পর্কে ডেভিড হেয়ারের নাম ইহার কার্য্যবিবরণীর পাণ্ডুলিপিতে পাইতেছি। এ কারণ এই পত্রখানির গুরুত্ব কম নহে। কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ হেয়ার সাহেবকে লিখিলেন,—

"Sir, your sound judgment in matters of education and friendly regard towards literary Institutions induce us to request the favour of you to become a Visitor of the Hindoo College. We shall feel infinitely obliged by your inspecting it at your convenience and communicating such hints and observations as may occur to you for its improvement."

হেয়ার এই পত্রের কি জবাব দিয়াছিলেন জানা যায় নাই। তবে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলেজে সোসাইটির ছাত্রবৃন্দের তত্ত্বাবধান করাই কলেজ-সম্পৃক্ত তাঁহার যে মুখ্য কার্য্য ছিল, তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে তিনি ভিজিটর বা পরিদর্শকের

পদ কখনও গ্রহণ করেন নাই। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সোসাইটির কলেজী ছাত্রদের সম্পর্কে ইহার ও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়, আমার মনে হয়, তাহার পর হইতেই কলেজ-পরিচালনা-কার্য্যে ডেভিড হেয়ারের যোগস্থাপন জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়। শিক্ষা-প্রচারে হেয়ারের ঐকান্তিকতার বিষয় কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষেরও অবশ্য অবিদিত ছিল না। তাঁহারা অতঃপর তাঁহাকে কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর বা পরিচালক রূপে পাইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তারিখে কলেজ-কমিটির অধিবেশনে ডেভিড হেয়ারকে হিন্দু-কলেজের অন্যতম ডিরেক্টররূপে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই।

কলিকাতা গোলদীঘির উত্তরাংশে এখন যেখানে সংস্কৃত কলেজ অবস্থিত, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে (১৮২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি) তাহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। তখন কথা থাকে যে, হিন্দু-কলেজও যথাসময়ে এই বাড়িতে স্থানান্তরিত হইবে। এই বাড়ির জমির মালিক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। তিনি কলেজ-গৃহের জন্য স্বল্পমূল্যে সরকারকে ইহার স্বত্ব-স্বামিত্ব ছাড়িয়া দেন।* ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হিন্দু-কলেজ মহাসমারোহে এই বাটিতে স্থানান্তরিত হয়। সোসাইটির ন্যায় হিন্দু-কলেজের কার্য্যে ডেভিড হেয়ারকে এই সময় হইতে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করিতে দেখিতে পাই।

কলেজ-কমিটির দুই একটা অধিবেশনে ঘণ্টা দুইয়েকের জন্য যোগদান করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইত না। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে রাধাকান্ত দেব যেমন ইহার কার্য্যে মনপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছিলেন, কলেজের উন্নতি চিন্তায় ও সাধনে নিয়ত তৎপর ছিলেন, এই সময় হইতে ডেভিড হেয়ারের মধ্যেও সেইরূপ তন্ময়তা লক্ষ্য করি।

* The India Gazette, June 14, 1830.

একটি বিষয়ে কিন্তু রাধাকান্ত দেব অপেক্ষা ডেভিড হেয়ারের সুযোগ ছিল বেশি। রাধাকান্ত ধনীর দুলাল, এ কারণ সাধারণ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। ডেভিড হেয়ারের এ বাধা ছিল না। অধিকন্তু, ঘড়ির ব্যবসা করিয়া তিনি আপামর সাধারণের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই জন্য তাহাদের ঘনিষ্ঠতা লাভেরও সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি ক্রমে সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। তাই দেখিতে পাই, হিন্দু-কলেজের ছেলেরা সকলেই তাঁহাকে আত্মীয়জ্ঞান করিতেছে; ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার স্নেহলাভে অধিকারী। হিন্দু-কলেজের এই সময়কার বিখ্যাত ছাত্রদের যে-সব জীবনচরিত পরবর্ত্তী কালে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে হেয়ার-চরিত্রের এই দিকের বিশদ বর্ণনা আছে। হিন্দু-কলেজের পরিচালক হইয়া ইহার উন্নতিকল্পে তিনি কিরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহারই এখানে উল্লেখ করিব। ডেভিড হেয়ারের সময়কার রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েক জন বিখ্যাত ছাত্র মিলিয়া 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক একখানি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুতে তাঁহারা ইহাতে (১৪ জুন, ১৮৪২) লেখেন—

"তিনি ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্তে অতিশয় যত্নবান্ হইয়া তৎপ্রতি যে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা ঐ বিদ্যালয়ের আদ্যন্ত বিবরণ মধ্যে এক প্রধান চিরস্মরণীয় ইতিহাস হইবেক আর তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রযুক্ত কেবল যে নির্দ্ধারিত কোন সময়ে কখন কখন আসিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন এমত নহে কিন্তু প্রায় প্রত্যহ উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন এবং প্রত্যেক বালকের পাঠ বিবরণ ও বিদ্যালয়ে আগমন অনাগমন, শারীরিক কুশলাদি ও বিদ্যামন্দিরে ও

বাটীতে কি প্রকার ব্যবহার ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতেন ও সুশিক্ষিত সগুণ বালকদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করিতেন আর ছাত্রদের মধ্যে যে যে বিবাদ উপস্থিত হইত তাহা স্বয়ং ভঞ্জন করিতেন আর বালকদিগের পিতামাতা অথবা অন্য অভিভাবকেরা কোন বিষয়ের নিমিত্তে অনুরোধ করিলে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন এইরূপ বিদ্যামন্দিরের সুন্দর রূপ নির্ব্বাহ ও শ্রীবৃদ্ধির উপায়ানুসন্ধানে সাধ্যানুসারে তাঁহার ত্রুটি ছিল না।"

বস্তুতঃ ডেভিড হেয়ারের কার্য্যকলাপে অভিভাবকেরাও তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। ডেভিড হেয়ার সাহেব খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু শিক্ষার ভিতর দিয়া খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচারের তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কার্য্য করিতেন। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, 'his inveterate hostility to Gospel'। উগ্র খ্রীষ্টীয়ানগণ তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া দূরে রাখিতে চাহিত। এমন কি, মৃত্যুর পর তাঁহাদের সমাধি-স্থলে তাঁহার শব কবর দিতেও দেওয়া হয় নাই। তাঁহার বড় সাধের হিন্দু-কলেজ, পটলডাঙ্গা ও আরপুলি পাঠশালার সন্নিকটে গোলদীঘিতে তাঁহার কবর দেওয়া হইল। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি শৈশবে ও কৈশোরে হেয়ার সাহেবের এত সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টপ্রীতির বশে সমাধিকালে একটি বারও হাজির হন নাই।

শুধু এই কারণেই ডেভিড হেয়ার হিন্দু পিতামাতা অভিভাবকগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিলে ভুল হইবে। ইহা অন্যতম প্রধান কারণ বটে। স্কুল সোসাইটি ও হিন্দু-কলেজের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে যেরূপ তন্-মন-ধন দিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে আত্মীয় জ্ঞান করা এতটুকুও বিস্ময়ের বিষয় নহে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সার এড্ওয়ার্ড হাইড

ঈষ্টের একটি প্রতিকৃতি এদেশীয়দের ব্যয়ে বিলাতে নির্ম্মিত হইয়া কলিকাতায় আনীত হয়। তাহাতে এই মর্ম্মে লেখা ছিল যে, ঈষ্ট সাহেবই হিন্দু-কলেজের আদিকল্পক। তখন কলিকাতায় সংবাদপত্রে এ বিষয় লইয়া যে বাদানুবাদ হয়, তাহার উল্লেখ আগে করিয়াছি। এই বিতর্কের ফলে হেয়ার সাহেবের দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে এরূপ বহু তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে তাঁহাকে আত্মীয় জ্ঞান করা হিন্দুদের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক ছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' এক ভদ্রলোক লেখেন,—

"From ten O'clock in the morning (the time in which the schools began) to seven and sometimes to even eight in the evening, he visits all the native schools every day. Enquire for Mr. Hare during this time, and you are sure to find him in one or another school. But stop, Sir, this is but a part of what this worthy gentleman does for the good of the natives. If any of the pupils be sick, Mr. Hare prescribes medicine, attends to him, and is not in ease until he is quite recovered. All this I speak from my own experience,"

পরবর্ত্তী ২৮এ জুনের গেজেটে প্রকাশ,—

"Mr. Hare has his time entirely at his disposal, and he devotes the *whole* of it, in the most efficient manner, to further the objects of *all* useful institutions established for the improvement of the natives, nay, more; he advances these objects by munificient donations from his private purse."

ডেভিড হেয়ার সকাল দশটা হইতে সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্য্যন্ত প্রত্যহ হিন্দু-কলেজ ও সোসাইটির পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করিতেন। এ সময় তাঁহাকে অন্য কোথাও দেখা যাইত না। অন্য সময়ও তিনি শিক্ষা-ব্যাপার লইয়া মশগুল হইয়া থাকিতেন। রুগ্ন ছেলেদের সেবাশুশ্রূষা ও ঔষধের ব্যবস্থা করা তাঁহার কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য ছিল। তিনি প্রচুর দানও করিয়াছিলেন।

৪

যে শিক্ষা-প্রচারের জন্য রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ার এত কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহার ফল ফলিতেও অধিক বিলম্ব হইল না। ছেলেরা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ইংরেজী বাংলা সুষ্ঠুরূপে আয়ত্ত করিয়া পুস্তক রচনায় লাগিয়া গেলেন। ইংরেজী-বাংলা অভিধান সঙ্কলিত হইল, কবিতার বই ছাপা হইল, সভা-সমিতি বিতর্ক-সভা স্থাপিত হইল, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা আয়ত্ত করিয়া স্বাধীনভাবে সমাজ ও ধর্ম্মের আলোচনা সুরু হইল। ডেভিড হেয়ার এসব ব্যাপারেও ছেলেদের বিশেষ উৎসাহ দিতেন। এই সময় হিন্দু-কলেজের ছেলেরা অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের শিক্ষক হেনরি ডিরোজিও ইহার সভাপতি হইলেন। ডেভিড হেয়ার এই নব্য দলে ভিড়িলেন। তিনি সভায় এক জন ভিজিটর নিযুক্ত হইলেন। এই সভার অধিবেশন-গুলিতে প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া তিনি ছেলেদের বিতর্ক মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে এখানে আলোচনা হইত।

ডেভিড হেয়ার পরহিতব্রতী ও শিক্ষানুরাগী—শিক্ষা-বিস্তারে তিনি শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়াছেন। অথচ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন শিক্ষানুরাগীদের স্মৃতিরক্ষার কথা হইল, তখন তিনি বাদ পড়িয়া গেলেন! এদেশীয় প্রধানেরা সার এড্ওয়ার্ড হাইড ঈষ্ট ও ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনের স্মৃতিরক্ষায় অগ্রণী হইলেন। ইহা দেখিয়া হিন্দু-কলেজ ও স্কুল সোসাইটির বয়স্ক ছেলেরা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা সভাসমিতি করিয়া এরূপ সম্মানের প্রকৃত অধিকারী হেয়ার সাহেবকে অভিনন্দন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বহু আলোচনার পর স্থির হইল যে, হেয়ার সাহেবের একটি চিত্র তোলা হইবে এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে একখানি মানপত্রও দেওয়া হইবে। এই ব্যাপারে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দক্ষিণানন্দ (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, মাধবচন্দ্র মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।* ইহারা প্রায় প্রত্যেকেই

---

* হিন্দু-কলেজের যুবক ছাত্রদের এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহাদের গুরুস্থানীয় শিক্ষক হেন্‌রি ডিরোজিও এই সনেটটি লেখেন। সনেটটির সূচনায় লেখা আছে :—"To those who originated and carried into effect the proposal for procuring a portrait of David Hare, Esq."

Your hand is on the helm—guide on, young men
The bark that's freighted with your country's doom.
Your glories are but budding ; they shall bloom
Like fabled amaranths Elysian, when
The shore is won, even now within your ken
And when your torch shall dissipate the gloom
That long has made your country but a tomb,
Or worse than tomb, the priest's, the tyrant's den.

পরবর্ত্তী কালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসে এই মানপত্রখানি ও হেয়ার সাহেবের উত্তর অমূল্য উপাদান। কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ইহা কোথাও উদ্ধৃত হয় নাই, কোন পুস্তকে ছাপা হয় নাই। প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় হেয়ার-জীবনীতে হেয়ার সাহেবের জবাবের একটি সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দিয়াই নিরস্ত হন। তাঁহার লিখনভঙ্গি হইতে মনে হয়, তিনি পুস্তক লিখিবার সময় ইহা পান নাই। পরে বহু ক্ষেত্রে আসল জবাবের অভাবে এই মর্ম্মটি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল খুঁজিবার সময় 'গভর্মেণ্ট গেজেটে' (১৮৩১, ২১এ ফেব্রুয়ারি) ইংরেজী মানপত্র ও উত্তর উভয়ই আমি পাই। অন্যত্র আমি এ দুইটি ও ইহাদের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছি।* হেয়ার-প্রসঙ্গে ইহা অত্যাবশ্যক। এ জন্য এখানে তাৎপর্য্য দিলাম। ১৭ই ফেব্রুয়ারি হেয়ারের জন্মদিন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এই দিনে ছেলেদের সভায় দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় মানপত্রখানি পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। মানপত্র ও হেয়ারের জবাবের মর্ম্ম এই,—

Guide on, young men ; your course is well begun ;
Hearts that are tuned to holiest harmony
With all that e'en in thought is good, must be
Best formed for deeds like those which shall be done
By you hereafter till your guerdon's won
And that which now is hope becomes reality.

* মূল ইংরেজী ১৯৩৩, জানুয়ারি সংখ্যা 'দি মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ডেভিড হেয়ার সম্পর্কীয় প্রবন্ধে (পৃ. ৩৪-৩৬) এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা", দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৩২, ৩৩) দ্রষ্টব্য।

মানপত্র

কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৩১।

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

সামান্যরূপে প্রদর্শিত হইলেও দয়া উপকৃতজনের মনে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার করিয়া থাকে। শিক্ষা দান করা বিজ্ঞ লোকের কাজ। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দান আপনার নিকট হইতে গ্রহণ করার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছে কি ভাবে আজ তাহারা উদ্বুদ্ধ হইতেছে! জগতের হিতকারীদের প্রতি সম্মানের ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন না রাখায় বহু যুগের দুর্দ্দশা ও নিন্দা হইয়াছে। এই জন্য আমরা সতর্ক হইয়াছি—অপবাদ দূর করাই আমাদের ইচ্ছা। আমরা ইহাও বলিতে চাই যে, এদেশের যে মহদুপকার আপনি করিয়াছেন তাহার প্রতি অন্যেরা অবহিত না হইতে পারে, কিন্তু যাহারা উপকৃত হইয়াছে এ কথা চিরদিন তাহাদের মনে গাঁথা থাকিবে। এই হেতু আপনার ছবি তুলিবার জন্য আপনাকে বসিতে অনুরোধ করিব মনস্থ করিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস আছে, এই অনুরোধ রক্ষা করিতে আপনার আপত্তি হইবে না। আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে, সম্মানের এই তুচ্ছ নিদর্শনটুকু আপনার হিতৈষণামূলক কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। আমাদেরই তৃপ্তির জন্য এমন এক জন লোকের ছবি তুলিবার অনুমতি আমরা চাহিতেছি, যিনি হিন্দুসমাজের প্রাণে নূতন প্রেরণা দিয়াছেন, যিনি বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইয়াছেন, যিনি স্বেচ্ছায় নির্ব্বান্ধব জাতির বান্ধব হইয়াছেন এবং যিনি স্বজাতীয় ও এদেশীয়গণের সমক্ষে যাহা

গৌরবের তাহা মান্য করিবার এবং অমরত্ব অনুকরণ করিবার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছেন।

আমরা মানপত্রে লিখিত বিষয়ের জন্য আপনার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি, এবং এত কাল আপনি যেভাবে জীবনযাপন করিয়াছেন তদুপযোগী আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেছি।

প্রিয়বর, আমাদের আজ কি আনন্দের দিন! ইতি

আপনার একান্ত অনুগত সেবকবৃন্দ
(স্বাঃ) শ্রীদক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও ৫৩৪ জন ছাত্র।

উত্তর

বন্ধুগণ,

তোমরা আমাকে যে মানপত্র প্রদান করিলে তাহা পাইয়া আমি বড়ই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। এ জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা আমার কথা ধীরভাবে শ্রবণ কর। এদেশে কিছু কাল অবস্থিতির পর এখানকার কয়েক জন অধিবাসীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে বুঝিলাম—শিক্ষা ব্যতিরেকে হিন্দুদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে না। তখন ভারতবর্ষের উন্নতি-সাধনের জন্য আমি আমার সামান্য শক্তি বিনিয়োগ করিলাম। সরকারের এবং সমাজপতিগণের সম্মতি ও সমর্থন পাইয়া শিক্ষা-প্রচারে সচেষ্ট হইলাম।

বন্ধুগণ, আমি দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছি যে, শিক্ষাতরু ইতিমধ্যেই বেশ শিকড় গাড়িয়াছে। আমি চারিদিকে পুষ্পের কুঁড়ি অবলোকন করিতেছি। আর দশ বৎসর বিনা বাধায় বাড়িতে দিলে ইহা এত শক্তি অর্জ্জন করিবে যে, তখন ইহার মূলোচ্ছেদ করা একরূপ অসম্ভব হইবে।

যে কার্য্য ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা রক্ষণ ও পোষণ তোমাদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তোমাদের স্বদেশবাসীরা তোমাদের নিকট হইতে এ কার্য্যে সাফল্য লাভেরই আশা করেন। কারণ তাঁহাদের নিকট তোমরা সমাজের শিক্ষক ও সংস্কারক বলিয়াই গণ্য।. এই কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা এবং বিদেশীয়েরা কিরূপে তোমাদের উপকারে আসিতে পারেন, তাহা প্রদর্শন করা তোমাদেরই কর্ত্তব্য।

যখন আমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে জনগণকে লক্ষ্য করি, যখন দেখি যে, এদেশীয় শিক্ষিত ও সম্মানার্হ ভদ্রজনেরা মানপত্র প্রদানের জন্য আমার চারিদিকে জড় হইয়াছেন, তখন আমার মনে বড়ই আনন্দ উপজয় হয়। কারণ ইহা আমার প্রতি তাঁহাদের অকপট প্রীতিরই দ্যোতক। বন্ধুগণ, আমার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার জীবনে ইহা একটি গরবের দিন। আমার প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞতার এই নিদর্শন আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রক্ষা করিব। আমার পরবর্ত্তিগণের জন্য এই সম্পদ্ রাখিয়া যাইব, যাহাতে তাহারা ইহা দর্শন করিয়া ভ্রাতৃগণের হিতসাধনে সবিশেষ তৎপর হয়।

বন্ধুগণ, নিজ প্রকৃতি অনুসরণ করিলে তোমাদের অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারিতাম না। কারণ নিজকে সাধারণের চক্ষে না আনাই আমার রীতি। আমি নিরিবিলি জীবন যাপন করিতে চাই। যখন আমি দেখি হিন্দুসমাজের গণ্যমান্য লোকের সন্তানেরা দলবদ্ধ হইয়া আমাকে সম্মান দর্শাইতে আসিয়াছে, যখন লক্ষ্য করি—এই মানপত্র তাহাদেরই দ্বারা স্বাক্ষরিত যাহাদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া থাকি, আর আমার ছবি তুলিতে দিলে তাহারা খুব খুশী হইবে, তখন আমি আর তোমাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি না।

(স্বাঃ) ডি. হেয়ার।

হেয়ার সাহেবের উত্তর হইতে আর একটি বিষয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইলাম। হেয়ার ছিলেন্ একজন কর্ম্মী। কর্ম্মই তাঁহার প্রাণ। কিন্তু সর্ব্বদা তাহা অনাড়ম্বরে করিয়া যাইতেন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিতেই ভালবাসিতেন। নিজের কার্য্য সম্বন্ধে কখনও ঢাকঢোল পিটাইতেন না। যে শিক্ষা-বিস্তারে তিনি এত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার শুভ পরিণতির সম্ভাবনা দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। আর এই আশা পোষণ করিতে লাগিলেন যে, হিন্দুসমাজের শিক্ষিত ছাত্রদল শীঘ্রই সকল বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫

এই মাত্র বলিলাম, ডেভিড হেয়ার নীরবে কর্ম্ম করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বুঝিতেন, ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার সম্ভাবনা অধিক। এজন্য তিনি ইহার মধ্যে আদৌ থাকিতে চাহিতেন না। হিন্দু-কলেজের ছেলেদের সভা-সমিতি, তর্ক-বিতর্কের কথা আগে বলিয়াছি। তাঁহারা স্বাধীনভাবে ভাবিতে ও কার্য্য করিতে শিখিলেন। ইহাতে তাঁহারা যে ক্রমশ প্রচলিত রীতির বিরোধীই হইলেন তাহা নয়, নানারূপ অনাচারও তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। ফলে হিন্দুসমাজে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত হয়। কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওকে এসবের জন্য দায়ী করা হইল। তিনি কার্য্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। অভক্ষ্য ভক্ষণ ও তাহাতে সহায়তা করার অপরাধে স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকেরও চাকরি গিয়াছিল। ডেভিড হেয়ার ইঁহাদের

গুণপনার কথা সম্যক অবগত ছিলেন। চাকরি যাইবার পরও ইঁহাদিগকে নানা ভাবে উৎসাহ দিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু পাছে আসল উদ্দেশ্য পণ্ড হয়, এ কারণ ইঁহাদের চাকরি যাওয়া ব্যাপারে বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই।

আর একটি ব্যাপারেও তাঁহার এই নির্লিপ্ততা লক্ষণীয়। হেয়ার আমরণ বিশ্বাস করিতেন, সর্ব্বদা চেষ্টাও করিয়া আসিয়াছেন, যাহাতে বঙ্গসন্তানগণ বাংলা ভাষা খুব ভাল করিয়া শেখে ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক পুস্তকাদি অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। ১৮৩৫ সনে যখন ইংরেজী ভাষার পক্ষপাতী (Anglicists) ও প্রাচ্য ভাষার—সংস্কৃত আরবী ও ফারসীর পক্ষপাতী (Orientalists)—দুই দলের মধ্যে বিবাদ চরমে উঠে, তখনও হেয়ার কিন্তু ইহার মধ্যে নাই। তিনি আপন মনে তাঁহার কার্য্য করিয়া যাইতেছেন। ১৮৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অর্থসঙ্কট হেতু স্কুল সোসাইটির কার্য্য সঙ্কুচিত করিতে হইল, বড় সাধের আরপুলি পাঠশালাও হেয়ার তুলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা ও শহরতলীর অবৈতনিক ইংরেজী-বাংলা স্কুলগুলি তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইল। যখনই এই সব স্কুলের ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষা হইত, তখনই হেয়ার সেখানে উপস্থিত হইতেন। এইরূপে, যেখানেই কিছু কাজের মত কাজ হইতেছিল সেখানেই আমরা হেয়ার সাহেবকে দেখিতে পাই। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হেয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন।* তাঁহার অনুবর্ত্তী হিন্দু ছাত্ররাই সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত রীতি

* প্যারীচাঁদ মিত্রের ইংরেজী ডেভিড হেয়ার পুস্তকের ১৩১ ও ১৩২ পৃষ্ঠার পাদটীকার মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রাম্‌লির মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

ভঙ্গ করিয়া শব ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এতাবৎ হেয়ার নিজ পাল্কিতে ঔষধ লইয়া বিচরণ করিয়াছেন, এখন রোগীর শুশ্রূষার সুব্যবস্থা হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল, হেয়ার ততই সাধারণের গোচরে আসিয়া পড়িলেন। জনহিত তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। কাজেই এই সময় যত প্রকার জনহিতকর আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, ক্রমে প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তিনি জড়িত হইয়া পড়িলেন। এখানে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। আজকাল আইন দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপের যে চেষ্টা হইতেছে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই ইহা এদেশে আরম্ভ হয়। এই আইনের প্রতিবাদ-কল্পে রামমোহন রায় তাঁহার মিরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার নামক ফারসী পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। ইহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ইহার পর এগারো বৎসর যাবৎ এই আইন বলবৎ ছিল। অবশেষে সার্‌ চার্লস মেট্‌কাফ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা তুলিয়া দেন। এই আইন যাহাতে রহিত হয়, সে উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সভা-সমিতি হইতে থাকে। একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য ব্যাপারের মত ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া এই আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারে সংবাদপত্র একটি প্রকৃষ্ট বাহন, এ কারণ ডেভিড হেয়ারও এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতাও করিয়াছিলেন।

আজকাল যেসব প্রবাসী ভারতীয় জনমজুরের দুর্দ্দশার কথা অহরহ শুনিতে পাই, তাহাদের বিদেশে প্রেরণ এই সময়ে আরম্ভ হয়। ডেভিড হেয়ার ইহাদের কষ্ট-নিবারণেও প্রবৃত্ত হইলেন। মরিশস্‌ ও বুরবনে কুলি চালান দিবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে লোকজন জোর-পূর্ব্বক আনাইয়া প্রথমত কলিকাতা পটলডাঙ্গায় জড় করানো হইত।

ডেভিড হেয়ার সংবাদ পাইয়া এই কুনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিলেন। অবশেষে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই কলিকাতা টাউন হলে এই উদ্দেশ্যে একটি জনসভা হইল। সভার প্রস্তাব দৃষ্টে সরকার একটি অনুসন্ধান-কমিটি নিয়োগ করেন। কুলিমজুর-সংক্রান্ত একটি আইন পাস হয় ও ফলে তাহাদের কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হয়। বলা বাহুল্য, ডেভিড হেয়ারের ঐকান্তিক চেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

স্কুল সোসাইটি উঠিয়া গেল, হিন্দু-কলেজের কর্তৃত্বভার ক্রমশ নব্য দল গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ডেভিড হেয়ারের শিক্ষা-বিস্তারে আগ্রহ একটুও হ্রাস পায় নাই। যত শিক্ষামূলক নূতন নূতন সভা-সমিতি বা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইত, ডেভিড হেয়ার তাহার প্রায় সবের মধ্যেই থাকিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ হিন্দু-কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদল সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা (The Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে একটি সভা স্থাপন করেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী হইলেন ইহার সভাপতি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ইহার সভ্য। ডেভিড হেয়ার সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহার পৃষ্ঠপোষক নির্ব্বাচিত হইলেন। তিনি ইহার অধিবেশনগুলিতে নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইতেন।

হিন্দু-কলেজে ইংরেজী শিক্ষার উপরই বেশি জোর দেওয়া হইত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভালরূপ শিখাইবার জন্য এ সময় একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায় এই বিদ্যালয়টি স্থাপনেও হিন্দু প্রধানেরাই অগ্রসর হইলেন। ইহাদের আগ্রহে ও অনুরোধে ডেভিড হেয়ার ১৮৩৯, ১৪ই জুন (বাং ১২৪৬, ১লা আষাঢ়) ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে 'সমাচার

দর্পণে' হেয়ার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এদেশীয়দের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য নিজ সম্পত্তির অধিকাংশই তিনি ব্যয় করিয়াছেন। ইহাতে শেষ জীবনে হেয়ার একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। অবশেষে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে কলিকাতার ছোট আদালতের কমিশনার-পদে নিযুক্ত করেন। 'সমাচার দর্পণে' (১৮৪০, ২১ মার্চ্চ) প্রকাশ,—

"[১০ই মার্চ্চ] শ্রীযুত ডেভিড হেয়ার সাহেব বাবু রসময় দত্তের পদ বৃদ্ধি হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের [Court of Requests] তৃতীয় কমিশ্যনর নিযুক্ত হইলেন।" *

ডেভিড হেয়ারকে এই পদে নিয়োগ করায় 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' সরকারের উপর মোটেই খুশি হইতে পারেন নাই। তাঁহারা মার্চ ১৯, ১৮৪০ সংখ্যায় এজন্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারে হেয়ারের তন্ময়তার কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেও তাঁহারা ভুলেন নাই। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র মন্তব্যটির প্রায় সবটাই এখানে দিলাম,—

"We regret to hear that Lord Auckland has been advised to confer the situation of Commissioner in the Court of Requests on Mr. David Hare; and that for two reasons; first, because it will take him out of a sphere for which he was eminently adapted, and in which he was doing much good. His particular forte is the education of the young; and his long continued exertions in this great cause, have given him an aptitude for the work, and the Natives a degree of

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪।

confidence in him, which ought to have prevented his quitting it. Secondly, he is now placed in a situation for which neither his previous occupations, nor his habits of thought have at all prepared him.. Without any training to judicial investigation, he will find his new position on the bench both awkard and irksome....

"Our respect for Mr. Hare's character is so universally known, that our motives in offering these remarks will not be mistaken either by him or his friends. He has laid the country under a debt of gratitude by his labours in the cause of education, which even the salary of a Commissioner does not repay. Any remuneration by which Government might have thought fit to mark its sense of these services would have received our approbation ; only we should have asked it to be bestowed with judgment and discretion, in that department in which his exertions have hitherto run. By the present appointment, the cause of education has lost much, while the cause of justice has gained nothing."

ডেভিড হেয়ার ভাগ্যান্বেষীরূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, ঘড়ির ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেশে ফিরিয়া না গিয়া এখানকারই বাসিন্দা হইলেন, আর এদেশের উপকারার্থ শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত বিলাইয়া দিলেন। জনহিতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা যাহা, সেই শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। রামমোহন যখন বিলাত যান, তখন হেয়ার-পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হেয়ার সাহেব এদেশের যেরূপ সেবা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। হিন্দু-কলেজের পরিকল্পনা তাঁহার, ইহার উন্নতি-সাধনেও তাঁহার কৃতিত্ব কম নহে। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি তাঁহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। ইহার কার্য্যাবলীর সঙ্গেও তাঁহার নাম বিজড়িত। এই সময়ে, ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারে তাঁহার ন্যায় আগ্রহ ও চেষ্টা একমাত্র রাধাকান্ত দেব ছাড়া আর কাহারও মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঙালীর ঘরে ঘরে ডেভিড হেয়ারের নাম যে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, তাহার যথার্থই সঙ্গত কারণ আছে। ১৮২৫-১৮৪৫, এই সময়ে বঙ্গে রেনেসাঁ বা নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন। এই রেনেসাঁ আনয়নে রাধাকান্ত দেবের ন্যায় ডেভিড হেয়ারের কৃতিত্বও যথেষ্ট। ডেভিড হেয়ার ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ইহধাম ত্যাগ করেন। শত বর্ষ পরেও তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য হইতেছি।

হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গের শিক্ষিত-সমাজে যে চিন্তা-বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, তথাকথিত ঐতিহাসিকগণ তাহাকে সমাজদ্রোহ বা সামাজিক বিপ্লব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এ সময়ে যে অনিয়ম বা উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় তাহা সাময়িক মাত্র, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীভূত হয় এবং বাঙালী-সমাজ নূতন্‌ভাবে ভাবিতে শিখে। একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠ হইতে মধ্যাহ্ন-দিবাকরের প্রচণ্ড আলোতে হঠাৎ বাহির হইলে প্রথমটা চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমরা তাহাতে অভ্যস্ত হই। ঐ সময়ের অবস্থাও কতকটা এইরূপ হইয়াছিল। শত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙালীর মনে এই যে নব প্রেরণা, প্রচলিত ধর্ম্ম সমাজ শিক্ষা সাহিত্য সকলই যাচাই করিয়া লইবার এই যে আগ্রহ, তাহার মূলে কি কি শক্তি কার্য্য করিতেছিল জানিতে ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি হিন্দু-কলেজ, ৪ঠা জুলাই স্কুলবুক সোসাইটি ও ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর স্কুল সোসাইটি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙালী-সমাজে যে চিন্তা-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এই তিনটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহার ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে নব্য-সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, দরিদ্র ছাত্রেরাও মেধাবী হইলে বিনা বেতনে সে যুগের উচ্চতম বিদ্যালয়ে পর্য্যন্ত শিক্ষালাভে সমর্থ হইত। কিন্তু শুধু ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই তো চলিবে না, সময় বুঝিয়া তাহাতে বীজ ছড়াইতে

হইবে, আকস্মিক বিপদ-আপদ হইতে নবজাত অঙ্কুরকে রক্ষা করিতে হইবে। এই ভার লইয়াছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, উদারহৃদয়, সাহিত্যগত-প্রাণ, ফিরিঙ্গী কবি হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তাঁহার শিক্ষা বঙ্গে নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল, তাঁহার জীবন-কথা বঙ্গে নব্যশিক্ষার গোড়া-পত্তনের ইতিহাস।

ডিরোজিও মাত্র তেইশ বৎসর জীবিত ছিলেন। জাতিতে ফিরিঙ্গী হইলেও তিনি বরাবর ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার কাব্যে গানে সর্ব্বত্র ইহা প্রতিফলিত। তিনি 'ফকির অফ জাঙ্গিরা' নামক ইংরেজী কাব্যের প্রথমে ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করিয়া যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী কবিতা। কবিতাটি এই—

My country! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is thy glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou,
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee,
Save the sad story of thy misery!
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen Country! one kind wish for thee!

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইহার বঙ্গানুবাদ এই,—

"স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গণি;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।"

ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রেম তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর প্রাণেও সঞ্চারিত হইয়াছিল। শুধু কাব্যই নহে, সংবাদপত্রকেও তিনি দেশসেবার বাহনস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল হিন্দু-কলেজ, এখানে তিনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত শিক্ষকতা-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। পাঁচ ছয় বৎসর তিনি ছেলেদের যে শিক্ষা দান করেন তাহা হিন্দুসমাজের ভাবধারা পরিবর্ত্তনে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষায় ছেলেদের জীবন ও চরিত্র গঠিত ও নিয়মিত হয়। তাঁহার

শিষ্যদল পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্ম সমাজ শিক্ষা সাহিত্য রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ আন্দোলনে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

যাহার শিক্ষায় ছেলেরা এতটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, তিনি নিজে কিরূপ ছাত্র ছিলেন, তাহা জানিতে নিশ্চয়ই কৌতূহল হয়। ডিরোজিও কলিকাতাস্থ ডেভিড ড্রামণ্ডের ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমির একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজী আবৃত্তি, পাঠ, ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায়ই প্রথম হইতেন এবং পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক ও মূল্যবান পুস্তকাদি পাইতেন।

এই সময়ের সংবাদপত্রে ধর্ম্মতলা অ্যাকাডেমির বিজ্ঞপ্তি বাহির হইত। ইহার দুইটি আমি দেখিতে পাইয়াছি। একটি বাহির হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৮১৭ তারিখের 'দি ক্যালকাটা গেজেটে', দ্বিতীয়টি বাহির হয় ৩১ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখের 'দি গভর্মেণ্ট গেজেটে'। দুইটিতেই ডিরোজিওর কৃতিত্ব যথাক্রমে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—

Henry Derozio—First in Recitation, Reading, Geography, and general extraordinary acquirements at 8 years of age.
A Gold Medal

Henry Derozio—First Reader in the School and remarkable powers in recitation, etc. (9 years of age.)
Walker's Elocution.
(Prize)

সে যুগের স্কুলগুলির বার্ষিক পরীক্ষা বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইত। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, এমন কি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণও পরীক্ষা দর্শন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইতেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর

এইরূপ একটি পরীক্ষায় তখনকার বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সংবাদপত্রের সম্পাদক ডক্টর জন গ্রাণ্ট উপস্থিত ছিলেন। ইনি পরে ডিরোজিওর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ডক্টর গ্রাণ্ট পরীক্ষার পর তাঁহার কাগজে লেখেন,—

"The English recitations from different authors, were extremely meritorious and reflect great credit upon the scholars and the teacher. A boy of the name of Derozio gave a good conception of Shylock ;...Colman's humorous Vagary of the Poetical Apothecary, was recited also by Derozio, and with capitally ludicrous effect. ···It was an interesting sight to behold the native children sitting side by side with the sons of Europeans. This is as it should be. Those who are educated together must consult kindly feelings towards each other, and this must in the end prove generally beneficial."

অর্থাৎ, 'ডিরোজিও নামক একটি বালক মার্চেণ্ট অফ ভেনিসের শাইলকের পাঠ বেশ সুন্দর অভিনয় করিয়াছে। কোল্‌ম্যানের পুস্তক হইতে কৌতুকপূর্ণ অ্যাপোথিকারির পাঠ সে এত ভাল আবৃত্তি করিল যে, তাহা উপস্থিত সকলেরই হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছিল।' ডক্টর গ্রাণ্ট এখানে একটি জিনিস দেখিয়া বড়ই প্রীত হন। ড্রামণ্ডের স্কুলে ইংরেজ, ফিরিঙ্গী, ভারতবাসী সকলেই একত্রে অধ্যয়ন করিত। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বাড়াইবার ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ডিরোজিও যে অত সহজে হিন্দু ছেলেদের একেবারে আপন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার শৈশব ও কৈশোরের শিক্ষা ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

২

ডিরোজিও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে স্কুল ছাড়িয়া ভাগলপুর চলিয়া যান ও সেখানে সওদাগরী আপিসে কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। ড্রামণ্ডের স্কুলে থাকিতেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দর্শন ও ইতিহাসও তাঁহার প্রিয় বিষয়, এজন্য ভাগলপুর অবস্থানকালে ইহার চর্চ্চায়ও মনোযোগী হন। তিনি স্বভাব-কবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে কবিতার বিষয়বস্তু খুঁজিয়া পাইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি এই সময় কাব্যচর্চ্চায়ও মন দিলেন। তিন চার বৎসরের মধ্যেই কিন্তু তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং হিন্দু-কলেজে চতুর্থ শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠারো বৎসর। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদক পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনায় মুগ্ধ ছিলেন, তাঁহার বহু কবিতা তিনি পত্রস্থ করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিবামাত্র ডিরোজিওকে তিনি তাঁহার একজন সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। হিন্দু-কলেজে ও 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' দুই চাকরিই ডিরোজিও করিতে লাগিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কবিতা প্রথম পুস্তকাকারে ছাপা হইল। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে তিনি কলিকাতার সাহিত্যিক-মহলে পরিচিত হইলেন।

ডিরোজিও কবি ও সাহিত্যিক রূপে যেমন অভিনন্দিত হইলেন, শিক্ষকরূপেও তেমনই তাঁহার খ্যাতি শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়িল। তিনি কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছেলেদের প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তাহারা তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট তো হইলই, উপরন্তু তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিল। তাঁহার পড়াইবার রীতি বড়ই চমৎকার ছিল। যাহারা তাঁহার নিকট পাঠ লইত, তাহারাই মুগ্ধ হইয়া যাইত। উচ্চতম

শ্রেণীর ছেলেরাও তাঁহার পড়া শুনিবার জন্য নিম্নতম শ্রেণীতে আসিয়া ভিড় করিত। রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি তাঁহার সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রশেখর দেব প্রমুখ ছাত্রবৃন্দ ডিরোজিওর নিকট না পড়িলেও তাঁহার ক্লাসে যাইতেন ও পড়া শুনিতেন। ছেলেরা তাঁহার অধ্যাপনায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। রাধানাথ শিকদার তাঁহার আত্মজীবনীতে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন—

"ডিরোজিও দয়ালু ও স্নেহশীল শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদ্বান্ ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমনভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে যে, আজিও তাহা আমার সকল কর্ম্ম নিয়মিত ও অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্য্যকে প্রভাবিত করিবে। বড়ই দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষের উন্নতির নানা জল্পনার মধ্যে যৌবনে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছে। ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণা—যাহা সমাজের শিক্ষিতদের মধ্যে এখন এত অধিক দেখা যায় এবং যাহা ভারতবর্ষের হিতকর না হইয়া যায় না—এ সকলের মূলে ছিলেন একমাত্র তিনিই।" *

ডিরোজিও শিক্ষার ছলে ছেলেদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগাইতে

* 'আর্য্যদর্শন', কার্ত্তিক, ১২৯১

সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কুশিক্ষার অভিযোগ করা হইলে তিনি একখানি পত্রে তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতির যে উল্লেখ করেন, তাহা বাস্তবিকই মনোরম এবং এখনও তাহা শিক্ষকগণের অনুকরণীয়। তিনি এই মর্ম্মে লেখেন,—

"আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার লইয়া তাহাদের মন হইতে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করিতে তৎপর হইলাম। আমি এক একটি বিষয় লইয়া তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি যুক্তি থাকা সম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিতাম। এ বিষয়ে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ। তিনি বলিতেন, 'কেহ যদি কোন বিষয় নিশ্চিত ধরিয়া লইয়া আলোচনা সুরু করে, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত তাহার সন্দেহ থাকিয়াই যায়, সন্দেহ নিরাকৃত হইবার উপায় থাকে না।' মনে একটি সন্দেহের পর আর একটি সন্দেহ উদয় হইবে, ফলে সকল বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মিবে। কাজে কাজেই আমি কলেজের ছেলেদের যেমন হিউমের ক্লিন্থিস ও ফিলোর কথোপকথন পড়াইয়া আস্তিক্যের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম মতবাদগুলির সঙ্গে পরিচিত করাইয়াছি, তেমনই হিউমের বিরুদ্ধপন্থী ডক্টর রীড ও ডুগাল্‌ড স্টুয়ার্টের আস্তিক্যের সপক্ষে সূক্ষ্মতর জবাবগুলির সঙ্গেও তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়াছি।"

শুধু কলেজের সময়টুকুই যে ডিরোজিও ছেলেদের পড়াইতেন তাহা নহে, ছুটির পর কলেজ-গৃহে বসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করিতেন; তাঁহার গৃহেও মধ্যে মধ্যে আলোচনা-সভা বসিত। এই আলোচনা-সভাই ক্রমে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন বা ইন্‌স্টিটিউশনে পরিণত হয়। আমার বিশ্বাস, এই সভা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দেই নিয়মিতভাবে বসিতে থাকে। ডিরোজিও ইহার সভাপতি ও উমাচরণ বসু ইহার সম্পাদক হইলেন। ডিরোজিওর লোয়ার সারকুলার রোড ভবনেই

প্রথম প্রথম এই আলোচনা-সভা বসিত। পরে ইহা হিন্দু-কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মাণিকতলা বাগানবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। সপ্তাহে সপ্তাহে কাব্য, দর্শনাদি আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও সমাজমূলক নানা প্রশ্ন, যথা—স্বদেশপ্রেম, পাপ-পুণ্য, সত্যবাদিতা, পৌত্তলিকতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। হিন্দু-কলেজের সেরা ছাত্ররা প্রায় সকলেই ইহাতে যোগ দিত। ডেভিড হেয়ার, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার্ এড্ওয়ার্ড রায়ান, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মিল প্রভৃতি শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হইয়া ছেলেদের উৎসাহ দান করিতেন। ছেলেরা সভায় ডিরোজিওর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইল। তিনি স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে (হেয়ার সাহেবের স্কুল নামে পরিচিত) প্রতি সপ্তাহে নীতি ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা দিতেন। তাহাতেও ছেলেদের যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। ডিরোজিও শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তাঁহার শিক্ষায়ও তেমনই ছেলেরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি তাহাদের ভাবী মনীষার আভাস পাইয়া তাহাদের উপর এই সুন্দর কবিতাটি লিখিলেন—

"Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers, that stretch
(Like young birds in soft summer hour),
Their wings to try their strength. O how the winds
Of circumstance, and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds



হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

Of new perceptions shed their influence,
And how you worship Truth's omnipotence!
What joyance reigns upon me, when I see
Fame in the mirror of futurity
Weaving the chaplets you are yet to gain
And then I feel I have not lived in vain."

৩

ডিরোজিওর শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে, তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে যুক্তিপন্থী ছিলেন। স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া যে সত্যে উপনীত হইতেন, তাহাই তিনি অনুসরণ করিতেন ও শিষ্যদের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার শিক্ষার ফল ফলিতেও বিলম্ব হইল না। ছেলেদের এই স্বাধীন মতামত সর্ব্বপ্রথম তাহাদের সম্পাদিত 'পার্থেনন' সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইল। আহারাদি সম্বন্ধেও প্রচলিত রীতি মানিয়া চলিতে তাহারা অস্বীকার করিল। ডিরোজিওর শিক্ষার অব্যবহিত ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নামক দ্বিভাষী কাগজে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩) এইরূপ পাইয়াছি,—

"ঐ সময়ে মৃত হেনরি ডিরোজিউ স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ প্রকাশ করতঃ হিন্দু কালেজের ছাত্রদিগকে সদাসর্ব্বত্র সুশিক্ষা দান ও মেং হিয়ার সাহেবের স্কুলে লেক্‌চার অর্থাৎ উপদেশ প্রদান এবং একাডেমিক ইনষ্টিটিউশন নামক সভায় নিয়মিতাধিষ্ঠান ও সদ্বক্তৃতা, বিশেষতঃ অতি সুখজনক অথচ জ্ঞানদায়ক কথোপকথন দ্বারা হিন্দু যুবকগণের অন্তঃকরণে আশ্চর্য্য প্রবোধোদয় করিয়াছিলেন যাহা অনেকের মনে অদ্যাপি প্রতিভাসিত

হইয়া আছে ; আর তৎকালে উক্ত মহাত্মা ব্যক্তির সাহায্যে 'পারথিনন' নামক ইংরাজী সমাচার পত্র বাঙ্গালীদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকার ১ম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরাজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস—এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব ছিল এবং হিন্দু ধর্ম্ম ও গবর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল। কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়েরা তদ্দর্শনমাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই ; তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই, তন্নিমিত্ত হিন্দু মণ্ডলীস্থ তাবৎ লোক ভীত হইয়াছিল·· তৎকালে বাঙ্গলা সংবাদপত্রে বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের মুসলমানের দোকানে রুটি ও বিস্কুট আহার করণরূপ গুরুতর অপরাধ নানালঙ্কার সহিত বারম্বার প্রকটিত হওয়াতে তাহাদের পিতামাতা···সভয় হইয়া বালকগণকে প্রহার, কারারুদ্ধ ও বিষভক্ষণ করাইয়া তাহারদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এতদ্রূপে উক্ত ডিরোজিউ সাহেবের অত্যল্প সংখ্যক শিষ্য হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম স্বরূপ বৃক্ষের মূলে প্রথমত অস্ত্রাঘাত করেন ; উক্ত বালকেরা সকল প্রকার উত্তম উত্তম রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সরল ও নিষ্কপট অন্তঃকরণ মধ্যে সত্য প্রতি আশ্চর্য্য প্রীতি তাবদ্বৃদ্ধির নিমিত্ত এতাদৃশ উৎসাহ জন্মিয়াছিল যে, তদ্দৃষ্টে সকলেরই অনুমান হইয়াছিল হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতিবর্ত্ম শীঘ্রই পরিবর্ত্তন হইবেক···।"

এই অংশটিতে ডিরোজিওর শিক্ষার শুধু সুফল নহে, তথাকথিত কুফলেরও আভাস পাইতেছি। ইহার মধ্যে তাঁহার শিষ্যবর্গের হিন্দুধর্ম্মের

বিরুদ্ধে লড়িবার কথা পাওয়া যাইতেছে। তখন কিন্তু ইহারা হিন্দুধর্ম্ম, খ্রীষ্টধর্ম্ম—প্রচলিত সকল ধর্ম্মের মূলেই কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ডিরোজিওর অন্যতম শিষ্য ও পরবর্ত্তী কালে একজন গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার আত্মচরিতে এ বিষয়ে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন,—

"হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণের মত খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধিতাও অনুরূপ স্পষ্ট ছিল। এই কাহিনীর বিষয়বস্তু (অর্থাৎ কৃষ্ণমোহন) কয়েক রাত্রি বহু বন্ধু সমভিব্যাহারে কলিকাতার রাজপথে বিচরণ করিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য—গস্‌পেল বা যীশুর বাণী প্রচারের ভান করিয়া, বাংলা ভুল উচ্চারণ এবং বাংলা ভাষার শব্দ ও বাক্যাংশগুলির ভুল প্রয়োগ অনুকরণ করিয়া মিশনরিদের লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ ও হেয় প্রতিপন্ন করা।"

ডিরোজিওর শিষ্যেরা অনেকেই প্রচলিত ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী না হইয়া যে একটা যুক্তিমূলক পন্থার খোঁজ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। তখনও সমাজ এই অগ্রবর্ত্তী দলের মতামত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। সমাজপতিরা তাহাদের এতাদৃশ ব্যবহারে প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা ছাত্রদের শাসনে রাখিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, উপরে বলা হইয়াছে। ডিরোজিওকে যত নষ্টের গোড়া ভাবিয়া হিন্দু-কলেজের কর্ম্ম হইতে অপসারিত করা হইল (১৮৩১, ২৫ এপ্রিল)। এই সময়ে হিন্দু-কলেজের অন্যতম পরিচালক ডক্টর হোরেস হেম্যান উইল্‌সনের পত্রের উত্তরে ছেলেদের ধর্ম্মবিগর্হিত আচরণ সম্বন্ধে ডিরোজিও যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রসঙ্গত এই মর্ম্মে লেখেন,—

"আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে ছেলেদের ধর্ম্মে বিশ্বাস

যদি টলিয়া থাকে, তাহার জন্য অপরাধ আমার নহে। তাহাদের মনে প্রত্যয় জন্মানো আমার সাধ্যাতীত এবং যদি কয়েক জনের আস্তিক্য-হীনতার জন্য আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে অপর সকলের আস্তিক্যবোধের জন্য আমার কৃতিত্বও স্বীকার করা উচিত। মহাশয়, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি মানুষের অজ্ঞতা ও মতের অহরহ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধেও আমি কোন নির্দ্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা আমাদের মনে এরূপ ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে, কোনরূপ গোঁড়ামি করিবার সাহসই আমার নাই। কাজেই আমি কখনই এমন কথা বলিতে পারি না—'এটা ঠিক' আর 'এটা ঠিক নয়'। বিজ্ঞানের বিবিধ গবেষণা ও মনীষিগণের নানারূপ চিন্তার ফলে ইহাই বুঝা গিয়াছে যে, বিনয়ই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান, আর এই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানই আমাদিগকে আমাদের অজ্ঞতার কথা নিশ্চয় করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়।"

ডিরোজিও হিন্দু-কলেজ হইতে অপসৃত হইয়া বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দু-কলেজে শিক্ষকতা-কালে তিনি বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রের সঙ্গেও যুক্ত হইয়াছিলেন আগে বলিয়াছি। তিনি এই সময়ে 'হেস্‌পেরাস' নামে আর একখানি পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন। এখন তিনি নিজেই একখানি কাগজ প্রকাশে মনোযোগী হইলেন। ১৮৩১, ১লা জুন 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' নামক একখানা সংবাদ পত্র তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইল। তাঁহার অবজ্ঞাত স্বদেশবাসীর, বিশেষতঃ স্বজাতীয়দের মুখপত্ররূপে ইহা শীঘ্রই প্রসিদ্ধি লাভ করিল। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সংবাদপত্র-পরিচালনা বেশি দিন ঘটে নাই। ঐ বৎসরই ২৬এ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

৪

ডিরোজিওর হিন্দু-কলেজ ত্যাগের পর দুই বৎসরের মধ্যে ওখানকার শিক্ষার অবনতি ঘটে, ও "W" স্বাক্ষরে এক ভদ্রলোক ১৮৩৩, ১৪ এপ্রিল সংখ্যা "দি ক্যাল্‌কাটা কুরিয়র"-এ এই সম্পর্কে আলোচনা স্বরু করেন। তখন কলেজের ডিরোজিও-যুগ সম্বন্ধে "A Friend to the College" পরবর্ত্তী ৫ই জুনের কুরিয়র পত্রে একখানি পত্র লেখেন। শিক্ষকরূপে ডিরোজিওর বহুমুখী কৃতিত্ব ও তাঁহার শিক্ষার ফলাফল— যাহা তখনই চারিদিকে অনুভূত হইতেছিল, প্রায় সকলই উক্ত পত্রে বিশদভাবে বর্ণিত হয়। পত্রখানি হইতে প্রয়োজনীয় অংশ নাগ হইলেও এখানে দিলাম,—

"Your correspondent W. has drawn his conclusions from the state of things, not as they *were* but as they *are.* Let him for a moment take a retrospective glance of what may with propriety be termed—*the Derozian period of the college.* The master-spirit of this young man, whose premature end will be deplored by every friend of humanity and of literature, called forth all the energies of the human breast. The charm of his eloquence nerved his young disciples to the most daring—yet the noblest acts, doing what is unparalleled in the annals of any college, or even in the history of mankind. He infused into the infants the sternness of manhood, and taught them to sacrifice home and every kindred tie at the altar of Truth. Those who were near felt the violence of the times, and though his best friend applauded, yet that applause was not

altogether unqualified : yet this one good was achieved —the Rubicon, that great moral barrier of Hindoo refinement, was crossed, and the triumph of reason and philosophy over ignorance and superstition may now be regarded as fixed and irrevocable

To appreciate in a correct manner the rapid advances that education has made within the last few years, we need only to revert to other prominent facts connected with this eventful *Derozian period.* I shall point out a few of these. The *Parthenon*, a weekly moral and literary periodical, was got up under his auspices, and but for the friendly interposition of Dr. Wilson, who lamented its being a rather too premature production (a direct avowal this of an advance too rapid for the state of things), it bade fair to flourish, supported entirely by the contributions of the young students of the College. *The Academic Association*, another extremely useful institution, which has attracted the attention and elicited the applause of the first gentlemen of the place, was founded and fostered during his time and by him ; and despite the various efforts made to crush it at its bud, the spirit that animated its founder, continues to guide its operations to this day. A third work of his hand was the *Weekly moral and intellectual Lectures* given by him to the Students of the College and other sister Institutions. I remember with feelings of pleasure the glow of enthusiasm visible on every countenance assembled on these occasions. Love, gratitude, truth, honor, appear

to have been the prominent features of his short but brilliant career ; and the spell that bound his pupils around him, served alike to animate them to almost super-human exertions. Those who benefited most by his instruction have brought themselves conspicuously forward ; some editing respectable periodicals, others aiding by contributions ; while a third class, moved by a congenial spirit, have spread themselves abroad and are benefiting their fellow countrymen by the establishment of gratuitous Seminaries, devoting thus not only their heads but their purse in the glorious cause of moral improvement,...

One word more and I shall have done. In drawing our attention to the merits of the Hindoo College, I have been insensibly led into an eulogy of the late much lamented Mr. Derozio ; these have been so identified that, in dwelling on the one, I have not known how to separate from it the other."

ডিরোজিওর উদ্দীপনায় ছাত্রদের দ্বারা 'পার্থেনন' পত্র প্রকাশ, তৎ-কর্তৃক অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা, কলেজ ও স্কুল সমূহের ছাত্রদের সম্মুখে প্রতি সপ্তাহে নীতি ও সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দান—কলেজের অধ্যাপনা বাদে তাঁহার এই তিনটি কার্য্যের কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই পত্রখানি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই বিলুপ্ত হয় নাই। বরং মৃত্যুর পরই তাহা সুষ্ঠুরূপে প্রকটিত হইতে লাগিল। তাঁহার শিষ্যবর্গের কেহ কেহ ভাবাবেগে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন বটে, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমুখ জনকয়েক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টানও হইলেন বটে, কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া রহিল। কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ, দক্ষিণারঞ্জন, প্যারীচাঁদ সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় মনোযোগী হইলেন। কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারার' নামক ইংরেজী এবং প্রথমে দক্ষিণারঞ্জন ও পরে রসিককৃষ্ণ 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক বাংলা-ইংরেজী দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক বাহির করিলেন। অবিলম্বে এই পত্রিকা দুইখানি নব্যবঙ্গের মুখপত্র হইয়া উঠিল। রসিককৃষ্ণ 'জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ' নামে একখানা দার্শনিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কৃষ্ণমোহন ইংরেজীতে 'পারসিকিউটেড' নাটক লিখিলেন, কয়েক বৎসরের মধ্যে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার আদর্শে 'বেঙ্গলিয়েনসিস' নামক গ্রন্থমালা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বহু তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল।

ডিরোজিও-শিষ্যদল সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া বা পুস্তকাদি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। তাঁহারা যে শিক্ষার আলোক পাইয়াছেন, তাহা জনসমাজে বিকিরণ করিবার জন্য কলিকাতার নানা স্থানে, উপকণ্ঠে বেহালায়, এমন কি আন্দুল পর্য্যন্ত নূতন আদর্শে অবৈতনিক ইংরেজী বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রধানত প্যারীচাঁদ মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যাইতে পারে। সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতি স্থাপন করিয়া জনসমাজে তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষার বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিলেন। শিক্ষার বাহন লইয়া এই সময় ইংরেজীপন্থী (Anglicists) ও প্রাচ্যভাষা—সংস্কৃত, আরবী, ফারসী—পন্থীদের (Orientalists) মধ্যে যে তুমুল বিতর্ক উপস্থিত হয়,

তাহাতেও ডিরোজিও-শিষ্যদল যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহানুভূতি প্রথম দলের সহিত থাকিলেও ইংরেজীকে 'আপদ ধর্ম্ম' হিসাবেই তাঁহারা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকাদি রচনা করিয়া ইহাকেই যথাসময়ে শিক্ষার বাহন করিতে হইবে—সভা-সমিতিতে তাঁহারা এইরূপ মত ব্যক্ত করিলেন।

৫

ডিরোজিওর শিষ্যবৃন্দ সত্যকথন ও স্পষ্টবাদিতার জন্য বিখ্যাত হইলেন। কলেজের ছেলেরা মিথ্যা বলিতে পারে না—তখন এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব অনেকেই ক্রমে সরকারী নানা বিভাগে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তখন ইংরেজ-বাঙালী-নির্ব্বিশেষে ছোট বড় প্রায় সকল কর্ম্মচারীই উৎকোচ গ্রহণ করিত। ডিরোজিওর শিষ্যদল স্বীয় চরিত্রবলে এই রেওয়াজ ফিরাইয়া দিলেন। বর্দ্ধমানে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের এইজন্য যেমন এক দল কর্ম্মচারী শত্রু হইয়াছিল, তেমনই এক দল তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। তিনি সাধারণের শ্রদ্ধা প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। রাধানাথ শিকদার নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদস্থ কর্ম্মচারীরাও কুলিমজুর 'বেগার' খাটাইতেন। দেরাদুনে এবংবিধ কার্য্যের জন্য এক ম্যাজিস্ট্রেটকে রাধানাথ যথোচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার কিঞ্চিৎ জরিমানা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহাতে যে আন্দোলন সুরু হইল, তাহার ফলে ও অঞ্চলে এই আইন-বিগর্হিত বেগার-প্রথা রহিত হইয়া যায়।

দেশসেবার প্রধান বাহন রাজনীতির চর্চ্চায়ও ডিরোজিওর শিষ্যদলের আন্তরিক যোগ ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বিশ বৎসর অন্তর অন্তর ভারত-শাসনের নূতন সনন্দ দান করিতেন। এই সুযোগে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ শাসন-ব্যবস্থার আলোচনা করিতেন এবং নূতন নিয়মাদি প্রবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিতেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানিকে নূতন সনন্দ দানের সময় এদেশেও যখন আলোচনা সুরু হইল, তখন ডিরোজিওর শিষ্যদল সাগ্রহে তাহাতে যোগদান করিলেন। এই উপলক্ষ্যে রসিকক্লষ্ণ মল্লিক সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া যে জোরালো বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এ যুগেও বিস্ময়ের উদ্রেক করিবে। মুদ্রাযন্ত্র আইন রহিত করিবার জন্য এই সময় যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতেও ডিরোজিও-শিষ্যদের অগ্রবর্ত্তী দেখিতে পাই। এই সময়কার একটি বক্তৃতায় বাংলা সংবাদ-পত্রের উপর কটাক্ষপাত করা হইলে রসিকক্লষ্ণ মল্লিক তাহার একটি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ জবাব দেন। রাজনীতিক আন্দোলনকারী এই ডিরোজিও-শিষ্যদলকে কয়েক বৎসর পরে সে যুগের বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শন বা দল বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কুকর্ম্মের নিন্দাবাদ করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করেন, তাহার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া উক্ত পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজ রাজ্য ছাড়া অন্য কোথাও এরূপ বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দেওয়া হইলে বক্তাকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত!

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসরের মধ্যে শিষ্যদল নানা বিভাগে কি কি সংস্কারমূলক কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিলাম। নব্যবঙ্গ গঠনে ডিরোজিওর শিক্ষার ছাপ সুস্পষ্ট। বঙ্গে তথা ভারতবর্ষে রেনেশাঁ বা নবযুগ সৃজনে তাঁহার কৃতিত্ব অসামান্য।

তাঁহার কথা আমরা স্মরণ করি বা না করি, সমাজের প্রগতিমূলক সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার মূলে ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত স্বাধীন চিন্তাধারা আজিও লক্ষ্য করি। রামমোহন রায়ও সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারে মন দিয়াছিলেন। সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহার প্রচেষ্টা হিন্দুসমাজের বহিরঙ্গ মাত্র স্পর্শ করিয়াছিল, কয়েক জন ধনী ও জমিদার শিষ্য-প্রশিষ্য ছাড়া আর কেহ তাহা বড় একটা সমর্থন করেন নাই। এই হেতু তাহা সমাজের অন্তর্দ্দেশে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা এইখানেই সার্থক। তাঁহার শিষ্যদল ধনী বা জমিদার নহেন, সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত। এ কারণ ইঁহারা ইঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা ক্রমশ সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়াইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। বঙ্গের রেনেশাঁয় ডিরোজিওর কৃতিত্ব এইখানেই।

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার বা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামের সঙ্গে আমরা তেমন পরিচিত নহি। অথচ ইঁহারা যেমন দেশের উন্নতিমূলক নানা কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তারাচাঁদও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও কর্ম্ম দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীব্যাপী রাজনীতি-চর্চ্চার তিনি অন্যতম পথ-প্রদর্শক—এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। সিভিলিয়ানদের চক্রান্তে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় তারাচাঁদেরও চাকরি গিয়াছিল। পরে আবার তিনি তাঁহারই মত সংবাদপত্র-সেবা ও রাজনীতি-চর্চ্চা আরম্ভ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নানা ক্ষেত্রে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। তারাচাঁদ হিন্দু-কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের নেতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, এমন কি নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন। এই যুবকদল সকল কর্ম্মে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। তিনিও সকল আন্দোলনের পুরোভাগে যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, যদিও তিনি স্বভাবত সরল, অমায়িক, মিতভাষী, নীরবকর্ম্মী ছিলেন। হয়তো এই সকল কারণেই তাঁহার নাম সাধারণ্যে তেমন প্রচারিত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার জীবনীকারগণকে অধিকাংশ স্থলে যে কিংবদন্তীর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, তাহার কারণও সম্ভবত ইহাই।

সত্য কথা বলিতে কি, জীবনী অর্থে আমরা যাহা বুঝি, উপযুক্ত

মাল-মসলার অভাবে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে তেমন কিছুই এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। তারাচাঁদের মৃত্যুর আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' পুস্তক লেখেন। রামতনু নব্য দলের, কাজেই তাঁহার বিষয় আলোচনা-কালে তারাচাঁদের কথা স্বতই আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাও সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে, মাত্র গত ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় 'History of Political Thought from Rammohan to Dayanand (1821-84)' শীর্ষক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ন্যায্য দাবি স্বীকার করিয়াই একটি অধ্যায়ে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তারাচাঁদের রাজনৈতিক মতামত ও কার্য্য-কার্য্য সম্পর্কে 'The Bengal Spectator' নামক দ্বিভাষিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির উপরই তিনি একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। ইহার যুক্তিযুক্ততা পরে আলোচনা করিব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তারাচাঁদের কি জীবন-কথা আলোচনায়, কি রাজনৈতিক মতবাদ বিশ্লেষণে, হয় কিংবদন্তী, নয় ব্যক্তিগত ধারণার উপর এযাবৎ কম-বেশি নির্ভর করিতে হইয়াছে। অথচ গত শতাব্দীর ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির সংঘাত ও তাহার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রচেষ্টার কথা জানিতে হইলে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কার্য্যকলাপ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পর্য্যন্ত তারাচাঁদ-জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য কাহিনীর সন্ধান আমি পাইয়াছি। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার ইংরেজী 'ডেভিড হেয়ার' পুস্তকে (পৃ. ৩২) তারাচাঁদের কথা বলিতে গিয়া লেখেন,—"Tarachand's biographical sketch drawn up by me appeared in a number of the India Review."

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া রিভিউ' পত্রিকায় প্যারীচাঁদ তাঁহার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও সহকর্ম্মী তারাচাঁদের জীবন-কথা বর্ণনা করেন। এই কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এখানে দিলাম। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারদ্বয় গ্রন্থ-প্রণয়নকালে এই বিবরণটি পাইলে অত সামান্য ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও কতকগুলি মারাত্মক ভুল করিতেন না, বুঝিতে পারি। তবে পাঠকবর্গ স্মরণ রাখিবেন, এ কাহিনী ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; ইহার পরবর্ত্তী কালের ঘটনাবলী এরূপ ধারাবাহিকভাবে জানিবার উপায় নাই। যতটুকু সংগ্রহ করিতে বা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আমি পরে সন্নিবিষ্ট করিব।

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত কাহিনীর তাৎপর্য্য

তারাচাঁদ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্ম হয় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে। দশ বৎসর বয়সে তারাচাঁদের পিতৃবিয়োগ হয়। এত অল্প বয়সেই পরিবার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল।

হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েক মাস পরে তারাচাঁদ অবৈতনিক ছাত্ররূপে এখানে পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়িবার পর তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। তখন তিনি মিঃ [সিল্ক] বাকিংহাম সম্পাদিত 'ক্যাল্‌কাটা জার্নাল' পত্রের জন্য 'চন্দ্রিকা' ও 'কৌমুদী' নামক দুইখানি বাংলা পত্রিকার ইংরেজী অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে এই কর্ম্ম যোগাড় করিয়া দেন। এক বৎসর পরে যখন দেখিলেন, তাঁহার দ্বারা অনুবাদের আর প্রয়োজন হইতেছেনা, তখন তারাচাঁদ এ কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তিনি অতঃপর ডক্টর এইচ. এইচ. উইল্‌সনের তত্ত্বাবধানে এবং বাবু রামকমল সেন ও

শিবচন্দ্র ঠাকুরের (ইনি হিন্দু-কলেজের আর একজন ছাত্র) সহযোগে পুরাণসমূহের ইংরেজী অনুবাদ-কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। আমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যান প্রকাশ করিতে প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ডক্টর উইল্‌সনকে এই অনুবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এই কর্ম্ম তারাচাঁদের রুচিসম্মতও হইয়াছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানে অধিক বেতনের একটি স্থায়ী চাকুরির আশায় বন্ধুদের পরামর্শে এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইহা ছাড়িয়া দিয়া তিনি সেখানে গমন করিলেন। দুর্ভাগ্য-বশত তাঁহার সে চাকরি হয় নাই। কি কারণে হয় নাই, তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাকে অগত্যা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল।

তারাচাঁদ যখন হিন্দু-কলেজের ছাত্র, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সেই সময়, বিশেষত তাঁহার পিতার মৃত্যুকাল হইতে দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইতেছিল বলিয়া রামমোহনের সঙ্গে পরিচয়ে তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। এই মহাপুরুষ ও দার্শনিকের মধ্যে তারাচাঁদ এমন একজন বন্ধু পাইলেন, যিনি সব সময়ের জন্য উপদেশ দিতে ও উপকার করিতে ব্যগ্র ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতিপত্তি থাকায় ভূতপূর্ব্ব ম্যাকিন্টোষ কোম্পানির আপিসে তিনি কেরানীর কাজে নিযুক্ত হন। এখানে প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে কোম্পানির বড় সাহেবের সংস্পর্শে আসিতে হইত। এই সাহেবপুঙ্গব তাঁহার নিকট হইতে সেই পরিমাণ হীন বশ্যতা আশা করিতেন, যাহা অন্যান্য বাঙালী বাবুর নিকট হইতে সচরাচর পাইয়া তাঁহার আভিজাত্য-গর্ব্ব চরমে উঠিয়াছিল। সকলেই যাহাতে প্রাচ্যভাবে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তিনি এইরূপ জিদ করিতেন। এই সব ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া তারাচাঁদ এ চাকরিও ছাড়িয়া দিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে এদেশীয় শিক্ষার একনিষ্ঠ বান্ধব মিঃ ডেভিড হেয়ারের অনুগ্রহে তিনি স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি বাংলা-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন। স্কুল বুক সোসাইটি ইহার প্রকাশের ভার লইলেন। তারাচাঁদ সোসাইটি হইতে লভ্যস্বরূপ সাত শত টাকা পাইয়াছিলেন। তিনি এই অভিধানখানি মিঃ উইলিয়ম অ্যাডামের নামে উৎসর্গ করেন।* তিনি তাঁহাকে একজন পরম হিতৈষী বলিয়া গণ্য করিতেন। উন্নত চরিত্র ও স্বাধীনচিত্ততার জন্যও তাঁহাকে তারাচাঁদ খুব শ্রদ্ধা করিতেন।

তারাচাঁদ যখন পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক, তখন তিনি সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের সহকারীর পদে অধিক বেতনে নিয়োগের প্রস্তাব পান। নিজের এবং পরিবারবর্গের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য তিনি এই পদগ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তারাচাঁদ এই ভদ্রলোকের অধীনে প্রায় চার বৎসর কর্ম্ম করেন। ইঁহার নিকট হইতে এরূপ সদয় ব্যবহার পাইতেন যে, কখনও মনে হইত না, তিনি একজন অধীন কর্ম্মচারী। মিঃ ক্লেল্যাণ্ড তারাচাঁদকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার উপকার করিবার কোন কারণ উপস্থিত হইলেই তিনি তাহার সুযোগ

* অভিধানখানি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র এই,—

To

The Reverend

William Adam,

The following pages are most respectfully dedicated, as a humble tribute of gratitude for the able assistance which, as a true philanthropist and liberal promoter of the cause of literature, he has benevolently bestowed on a foreigner in the present work, by

Calcutta,
November, 1827.

His much obliged,
and most obedient
humble servant,
Tarachand Chuckurburtee.

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা



তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

লইতেন। তিনি একদিন তারাচাঁদকে ডাকিয়া পাঠান। তারাচাঁদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একখানা চিঠি পড়িয়া শোনান। চিঠিখানিতে মিঃ ক্লেল্যাণ্ড জে. ডবলিউ. হগকে এই অনুরোধ জানান যে, তারাচাঁদকে বিচার-বিভাগে একটি ভাল কাজ দিবার জন্য তিনি যেন মিঃ ডি. সি. স্মিথের নিকট একখানা প্রশংসা-পত্র দেন। চিঠিতে তারাচাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল এবং তাঁহার উপর ক্লেল্যাণ্ড সাহেবের নিবিড় মমতা সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল; তারাচাঁদ ইহা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই।

মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের পত্রে তারাচাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ-প্রশংসা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া স্মিথ সাহেব খুবই প্রীত হইলেন। তিনি তারাচাঁদকে হুগলীর জাহানাবাদে মুন্সেফী পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে তারাচাঁদ মাত্র এক বৎসরের কিছু উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে উক্ত পদ ত্যাগ করিতে হয়, তাহা এই,—

একদা একটা মোকদ্দমা বিচার করিবার সময় তারাচাঁদ একজন সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য ধরিয়া ফেলেন। তিনি তখন এই ব্যাপার তৎকালীন হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম. এস. গিল্‌মোরের গোচরে আনা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। এই ব্যাপারের বিচারার্থ সাক্ষীকে তাঁহার নিকট পাঠানো হইল। এই ধুরন্ধর লোকটি কিন্তু অতীব কৌশলের সহিত সাক্ষীপত্র যোগাড় করিয়া প্রমাণ করিল যে, মুন্সেফ তাহাকে আটক রাখিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর সাক্ষ্য-প্রমাণ সমর্থন করিয়া হুগলীর জজ মিঃ হ্যারিংটনের নিকট তাঁহার রুবকারি সমেত কাগজ-পত্র পাঠাইয়া দিলেন। বক্তব্য বলিবার জন্য তারাচাঁদেরও তলব হইল। তিনি তাঁহার বক্তব্য বাংলায় পেশ করিলেন। ইহা এখন আর পাইবার উপায় নাই। তারাচাঁদের কথা কিন্তু জজ মহোদয়ের মনঃপূত

হইল না। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একমত হইয়া এই নির্দ্দোষ এবং সৎ কর্ম্মচারীকে কুড়ি টাকা জরিমানা করলেন। এত অল্প টাকা জরিমানার বিরুদ্ধে আপীল সরকারী নিয়ম অনুযায়ী নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণ কোন উচ্চতর আদালতে বিচার দ্বারা তাঁহার উপর আরোপিত দোষ ক্ষালনের কোন উপায় রহিল না। তাঁহার প্রতি এতাদৃশ ব্যবহারে তারাচাঁদ মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন এবং এই কর্ম্মে এত বেশি ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত যে, বিনিময়ে যৎসামান্য বেতনের কথা ভাবিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিতে ক্ষণমাত্রও দ্বিধা বোধ করিলেন না। তারাচাঁদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মিঃ থিওডোর ডিকেন্সের চেষ্টায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সলিসিটর পরলোকগত মিঃ পলিনের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। পলিনের মৃত্যুর পর তিনি মিঃ লঙ্গেভিল ক্লার্কের সহকারী হন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিঃ ডি. সি. স্মিথের অনুরোধে সদর দেওয়ানী আদালতে মোটা বেতনে কেরানীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। লঙ্গেভিল ক্লার্কেরও ইহাতে সম্মতি ছিল।

মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের অধীনে কর্ম্ম করিবার সময় তারাচাঁদ সার্ উইলিয়ম জোন্সের ইংরেজী অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত পাশাপাশি রাখিয়া টীকাটিপ্পনী সমেত মনুসংহিতা পাঁচ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত করেন। রাজা রামমোহন রায় তারাচাঁদের নিকট একখানি পত্রে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে উচ্চ-প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অর্থাভাববশত তাঁহাকে এই প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। স্বশ্রেণী ছাড়া অন্যের নিকটে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে অপারগ হওয়ায় এবং হয়তো তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য মিলিবে না, এই আশঙ্কায় তারাচাঁদ এই বিষয় শিক্ষা-কমিটির (The General Committee of Public Instruction) বা এশিয়াটিক সোসাইটির গোচরে আনেন নাই। ইহাদের কাহারও এই পুস্তকের

প্রকাশ-ভার গ্রহণ করিতে আপত্তি করা উচিত হইত না, কারণ এরূপ ব্যাপার ইঁহাদেরই করণীয়।

আমরা এমন একজন লোকের জীবনী আলোচনা করিয়া নিশ্চিত আনন্দ পাইলাম, যিনি সর্ব্বদা সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করেন এবং কখনও সাধারণের গোচরে আসিতে ভালবাসেন না। তারাচাঁদ জগদ্বাসীর নিকট মহত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ। এমন সব গুণে তিনি ভূষিত, যাহা এদেশীয়দের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার নীতিজ্ঞান প্রখর বটে, কিন্তু তাহা কখনও অকৃত্রিম সরল শিষ্টাচারের গণ্ডি অতিক্রম করে নাই। তিনি সকল বিষয়েই নিরপেক্ষ অথচ বন্ধু ভাবে কথা বলিয়া থাকেন, নিঃস্বার্থ অথচ দৃঢ় ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া যান, নিজের বা অন্য কাহারও স্বার্থ তাহাতে বিপন্ন হয় কি না, সে দিকে তিনি নজর দেন না। যাহারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁহার সমকক্ষ নহে, তাহাদের সঙ্গেও তিনি এমন সুন্দর ব্যবহার করেন যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাসমূহে তিনি যে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর ব্যুৎপন্ন, তাহা মোটেই বুঝা যাইবে না। ইংরেজী ভাষায় তারাচাঁদের অদ্ভুত দখল, আইন-জ্ঞানও গভীর। তিনি বাংলা সাহিত্যে পারদর্শী তো বটেনই, ফারসী, হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃতও তিনি খুব ভাল জানেন। তিনি পারিবারিক জীবনে সুখী, বন্ধুবৎসল ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়ালু। বাঙালীদের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা বাংলা ইংরেজী জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ। কলিকাতার শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। তাঁহারা ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠাকালে তারাচাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। সভার বয়স এখন

দুই বৎসর। ইহার উন্নতির জন্য তারাচাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা ও কৃতিত্ব অনেকাংশে দায়ী।*

---

* এই সভায় বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। ১৮৪৩, ১৬ই জানুয়ারি সংখ্যা 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে এই সোসাইটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠা অবধি তারাচাঁদ সভাপতিরূপে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কাজেই ইহার সাফল্যের মধ্যে তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক। এই জন্য বিবরণটি এখানে উদ্ধৃত হইল,—

Society for the Acquisition of General Knowledge

Under this designation, there has existed in Calcutta a society of respectable Hindoo young men, who meet once a month with the view of mutual edification and improvement. Although the society has existed for several years, its members are so modest and have so studiously resisted publicity as to be hardly known that the society does exist. They have nevertheless, been steady and zealous in promoting the objects they have in view, and have gone on silently, though surely, in effectuating those objects. They profess to depend themselves to "the acquisition of general knowledge," and to gain this end the members assemble once every month at the Hindoo College, when several of the young gentlemen produce each his essay or paper, which is read to the meeting, and received as part of the proceedings. There is no restriction imposed as to the character or nature of the subject to be treated upon, but any member may select whatever subject he considers within the scope of his ability or which may be most consonant with his peculiar taste or department of study ; nor is the liberty denied for the writer to dress his essay either in the English or in the Bengalee language as he may think best. In this way, since the establishment of the society, a great variety of topics have been treated of at the meetings of the society, and the most choice essays and papers have been collected together and printed as the "transactions" of the society. Two little volumes of these transactions have already passed through the press. It may be added that the society at present has about two hundred members.

মেকানিক্স ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা-কালে এদেশীয়দের মধ্যে তাঁহার পরামর্শই সর্ব্বাগ্রে লওয়া হইয়াছিল।*

এই সময়কার আর কয়েকটি ঘটনা

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তারাচাঁদ-জীবনের বহু অজ্ঞাত কথা এখন আমরা জানিতে পারিলাম। তারাচাঁদ এই সময় এমন আরও কোন কোন ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যাহার গুরুত্ব হয়তো সমসময়ে উপলব্ধি না হওয়ায় মিত্র মহাশয় উল্লেখ করেন নাই। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত তারাচাঁদের সংস্রবের কথা। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' পুস্তকে লিখিয়াছেন (পৃ. ১০৩, ১০৪)—

"এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় ফিরিঙ্গী কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদিন রবিবার রামমোহন রায় বন্ধুবর এডামের উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতে-ছিলেন। তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়ীতে

* তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মেকানিক্স ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা অবধি ইহার কার্য্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৮৪৩, ৭ই মার্চ ইহার চতুর্থ বার্ষিক সভা হয়। ইহাতেও তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হন। (বেঙ্গল হরকরা, ৯ই মার্চ ১৮৪৩)। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারে ও গবেষণায় যেসব উন্নতি হইয়াছে, তাহা কাজে লাগাইয়া কারিগরি-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত, ফিরিঙ্গী-সন্তানদের জন্যই এই ব্যবস্থা হয়। এ সম্বন্ধে ১৮৩৯, ৭ই মার্চ সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন;—'দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমরা গতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?' এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়-সভার বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার্থ একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনা হইত।...তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন।"

রামমোহন রায় তারাচাঁদকে কিরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাহার নিদর্শন প্যারীচাঁদ মিত্রের বিবরণে একাধিক বার পাওয়া গিয়াছে। রামমোহন তারাচাঁদের গুণপনায়ও মুগ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম সম্পাদক হওয়া তাঁহার কম গুণপনার পরিচায়ক নহে।

তারাচাঁদ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালতে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের জন্য কলিকাতায় স্থায়ীভাবে রহিয়া গেলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা ও মেকানিক্‌স ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল। তাঁহার নামও ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িল। কোল্‌স্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্ট সে যুগের একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি এই সময় তারাচাঁদের একখানি ছবি আঁকেন। বলা বাহুল্য, তারাচাঁদের এই ছবিই আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। এই ছবি সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণে' (১৮৩৯, ৩০এ মার্চ) যে মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, তাহা আমরা 'রুস্তমজী কাওয়াসজী' অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি।

তারাচাঁদ কখন সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করেন সঠিক জানা যায় নাই।

রামগোপাল ঘোষ তাঁহার এক বন্ধুকে ১৮৩৯, ২৪এ নবেম্বর লেখেন যে, অন্যান্যদের সঙ্গে তারাচাঁদও ব্যবসায়ে মন দিয়াছেন।

পরবর্ত্তী জীবন

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পুস্তকে (পৃ. ১৩২) প্যারীচাঁদ মিত্র-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"তিনি এক দিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীয়ানের কর্ম্ম করিতেন, অপর দিকে তাঁহার বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতেন।...১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইলে, তিনি আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবারে প্রবৃত্ত হন।"*

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন জানিয়াছি। এখন জানা যাইতেছে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ এইরূপ ব্যবসা করিতেন। ইহা হইতে সাধারণত এই ধারণা হইতে পারে যে, তিনি এই দীর্ঘকাল ব্যবসায়েই লিপ্ত ছিলেন। তাহা কিন্তু ভুল। তিনি বর্দ্ধমানেও পাঁচ ছয় বৎসর চাকরি করিয়াছিলেন। তাহা পরে বলিতেছি।

সংবাদপত্রের সঙ্গে তারাচাঁদের সম্পর্ক বহুদিনের। সংবাদপত্রে তাঁহার প্রথম রচনা পাই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে। এই খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' তারাচাঁদ গৌহাটি-নিবাসী হলিরাম

* General Biography of Bengal Celibrities both living and dead. Vol. 1. By Ramgopal Sanyal, 1889. p. 179.

ঢেকিয়াল ফুকন-কৃত 'আসাম বুরুঞ্জি'র সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহাতে তাঁহার ইংরেজী-জ্ঞানের সুন্দর পরিচয় পাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, বন্ধুদের পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণে'ও তিনি লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তিনি সংবাদপত্রের সংস্পর্শে আসেন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' মাসিক-রূপে এই মাস হইতে প্রথম বাহির হয়। ইহার সাধারণ সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই পত্রিকা প্রকাশের জল্পনা চলিতেছিল। রামগোপাল এই সম্পর্কে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। আবশ্যক অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল—

"The magazine is to appear, if possible, on the 1st proximo. Krishna, Tarachand and Peary are to be regular contributors. They are pledged each of them to give one article each number. Tarachand will also look over the articles generally, and I am to be the puppet show and probably an occasional scribbler." *

ইহা হইতে জানা যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রত্যেকেই ইহাতে প্রতি সংখ্যায় লিখিবেন এবং বিশেষ করিয়া তারাচাঁদ প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিবেন স্থির হইয়াছিল। পত্রিকাখানি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর হইতে পাক্ষিক এবং পরবৎসর মার্চ মাস হইতে সাপ্তাহিক রূপে বাহির হয় ও পরবর্ত্তী ২০এ নভেম্বর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর উঠিয়া যায়। রামগোপাল উক্ত পত্রে পত্রিকা-সম্পাদনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার কোনরূপ অন্যথা

* The Calcutta Review, January, 1911

হইয়াছে বলিয়া পরে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। পত্রিকাখানি অগৌণে নব্যবঙ্গের মুখপত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ইহা যেমন সরকারের কৃতকর্ম্মের কঠোর সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইত না, তেমনই সমাজের নানা গলদ উদ্ঘাটিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। প্রগতিমূলক সকল প্রচেষ্টারই ইহা অগ্রণী ছিল।

এই প্রসঙ্গে বিমানবাবুর পুস্তকখানির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি সাধারণত তারাচাঁদের লেখা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (পৃ. ১১০)। আর এই নিবন্ধগুলির নিরিখেই তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য, 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' প্রকাশিত অভিমত সম্পর্কে ইহার সম্পাদক-গোষ্ঠী সাধারণত একমত ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার সব বা প্রায় সব নিবন্ধই তারাচাঁদের লেখা এরূপ ধরিয়া লওয়ায় বিপদ কম নহে। রামমোহন-সম্পর্কে এই পত্রিকায় যেসব মন্তব্য বাহির হইয়াছে, তাহা তারাচাঁদের লেখা মানিয়া লওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ডিরোজিও, স্ত্রীশিক্ষা, ধর্ম্মসভা ও বিবিধ সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক সব বা প্রায় সব মন্তব্যেরই রচয়িতা তারাচাঁদ, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্রও ইহাতে রীতিমত লিখিতেন। সুতরাং এই সব রচনা একমাত্র তারাচাঁদের—এইরূপ ধরিয়া লইলে অন্যদের উপরও হয়তো অবিচার করা হইবে। তবে তারাচাঁদ তখন নব্য বঙ্গের, এমন কি সম্পাদক-গোষ্ঠীরও নেতৃস্থানীয়। তাঁহার নির্দ্দেশ ইঁহারা সাগ্রহে মানিয়া চলিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই সব নির্দ্দেশ বা অভিমতের স্পষ্ট রূপ আমাদের জানিবার উপায় না থাকায় বহুক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে ফিরিবার কালে বিলাতের পার্লামেন্টি সদস্য মানবহিতৈষী জর্জ টম্‌সনকে সঙ্গে লইয়া আসেন। টম্‌সন ইতিপূর্ব্বে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনের জন্য আন্দোলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তখন বিলাতে ভারত-কথা আলোচনার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সমিতি ছিল। টম্‌সন ইহার একজন বিশিষ্ট সভ্য। ভারতবর্ষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে তিনি এ দেশে আগমন করেন। ১৮৪৩, ১১ই জানুয়ারি "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা"র অধিবেশনে নব্য বঙ্গের মুখপাত্রগণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে তিনি পরিচিত হইলেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইলে সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

সভার সভ্যগণ ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া, যাহাতে প্রতি সপ্তাহে এক স্থানে মিলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতে পারেন, সেজন্যও উদ্যোগী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগান-বাড়িতে প্রতি সোমবারে সভা হইবে স্থির হইল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি করিবার জন্য ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।* মানিকতলা শহরের জনবহুল অঞ্চল হইতে দূরে বলিয়া সভা পরে ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় স্থানান্তরিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এইখানে অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া টম্‌সনের বক্তৃতা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন ও আলোচনায় যোগদান করিতেন। ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজনীতি আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব হইল। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'ও টম্‌সনের সাহায্যে মার্চ মাস হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে উহার ২য় খণ্ড ৪-৫

* The Bengal Hurkaru, February 8, 1843

সংখ্যায় এইরূপ বিজ্ঞপ্তি বাহির হয় যে, 'এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকাদ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয়, তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্নবান্‌'।

পরবর্ত্তী ২০এ এপ্রিল (১৮৪৩) বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হইল। যে সভায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে টম্‌সন সভাপতিত্ব করিলেও প্রস্তাবগুলির উত্থাপক ও সমর্থক প্রায় সকলেই বাঙালী ছিলেন। সোসাইটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। সভাপতি টম্‌সন তারাচাঁদকে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি তারাচাঁদ সম্পর্কে বলেন—

"A man whose earnest though quiet zeal, whose retiring modesty, whose benevolent feelings, and whose incorruptible integrity, entitled him and, had he believed we might say won for him, the esteem and admiration of all who knew him." *

টম্‌সন সাহেবের এই উক্তি হইতে তারাচাঁদের উন্নত চরিত্রের কথাই শুধু জানা যাইতেছে না, তিনি প্রস্তাবিত বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয়, মূল প্রস্তাবটি তাঁহার দ্বারা উত্থাপিত করা হয়। তারাচাঁদের উত্থাপিত প্রস্তাবটি এই—

"That a Society be now formed and denominated the Bengal British India Society; the object of which shall be, the collection and dissemination of information, relating to the actual condition of the people of British India, and the Laws, Institutions and the

---

* The Bengal Hurkaru, April 24, 1843

Resources of the country ; and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects."

সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র এই চারি জনকে লইয়া বিবৃতি রচনা ও কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য কমিটি গঠিত হইল।* ইহাদের দ্বারাই সমিতির কার্য্য প্রথমত আরম্ভ হয়। পরবৎসর ২রা মে তারিখে সোসাইটির প্রথম বার্ষিক সভা হয়। ইহাতেও তারাচাঁদ অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সোসাইটির এক জন কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।† এইরূপে ভারতবর্ষে রাজনীতি-চর্চ্চার জন্য একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হইল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—তারাচাঁদের প্রস্তাবে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে কংগ্রেসের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত এ দেশের রাজনীতি-চর্চ্চাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, ও তাহা এই খাতেই চলিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ইতিমধ্যে এমন আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে নব্যদলের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৪৩, ৮ই ফেব্রুয়ারি হিন্দু-কলেজ-গৃহে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এক অধিবেশন হয়। স্থায়ী সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এ দিনেও সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "The Present State of the East India Company's Criminal Judicature and Police, Under the Bengal Presidency" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

* The Bengal Hurkaru, April 24, 1843
† The Friend of India, May 9, 1844

হিন্দু-কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধের যেখানে সরকারের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইতেছিল, তাহা শুনিয়া রিচার্ডসন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠে বাধা দিয়া অন্যান্য কথার মধ্যে বলিলেন যে, কলেজ-গৃহকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হইতে দিবেন না। তাঁহার এতাদৃশ বাধা-দানে সভাপতি তারাচাঁদ দৃঢ় অথচ স্পষ্টভাবে বলেন যে, রিচার্ডসন কলেজ-গৃহের অধ্যক্ষ নহেন, ইহা ব্যবহারের অনুমতি তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হয় নাই। তিনি অভ্যাগত মাত্র। তাঁহার মন্তব্য কিছুতেই সমীচীন হয় নাই। উহা তাঁহাকে প্রত্যাহার করিতেই হইবে। তিনি যদি তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার না করেন, তাহা হইলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের এবং প্রয়োজন হইলে গবর্মেণ্টের গোচরেও এই ব্যাপার তাঁহাকে আনিতে হইবে। দক্ষিণা-রঞ্জন এই আদেশ সমর্থন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠও ইহা সমর্থন করেন। সভার ভাবগতিক দেখিয়া রিচার্ডসন অগত্যা তাঁহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। সভার কর্ত্তৃপক্ষ এখানে আর সভা করিবেন না—স্থির করেন।*

এ ব্যাপারের কিন্তু এখানেই পরিসমাপ্তি হইল না। সংবাদপত্রসমূহে এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রমুখ সরকার-ঘেঁষা পত্রিকাগুলি নব্যদলের রাজনীতি-চর্চ্চা লইয়া নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটূকাটব্য করিতে লাগিল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই দলের নেতা বলিয়া ইহার নামকরণ হইল 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাক্‌শন'

---

* এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'বেঙ্গল হরকরা'য় দ্রষ্টব্য।

বা 'চক্রবর্ত্তী চক্র'। দক্ষিণারঞ্জনের বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন যে, উহা খাঁটি রাজদ্রোহাত্মক এবং এরূপ রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সাঙ্গারঙে (যবদ্বীপ) করা হইলে, কম করিয়া হইলেও বক্তাকে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। * সে যাহা হউক, দক্ষিণারঞ্জনের আলোচ্য বক্তৃতাটি 'বেঙ্গল হরকরা' পরবর্ত্তী ২রা ও ৩রা মার্চ সংখ্যায় সবটাই প্রকাশিত করেন এবং এই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহার জন্য নব্যদল এরূপ নিন্দাভাজন হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, 'বেঙ্গল হরকরা' এই সময় নব্যদলের কার্য্যকলাপের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

এইরূপ বিরুদ্ধ ও কঠোর সমালোচনা হইলেও তারাচাঁদের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গ যে রাজনীতি-চর্চ্চা নবোদ্যমে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় ও অন্যান্য কার্য্যকলাপে বুঝা গিয়াছে। তারাচাঁদ বক্তা নহেন, কিন্তু নীরবে যতটা সম্ভব কার্য্য করিয়া যাইতেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য নব্যদলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' তুলিয়া দিতে হইল। কিন্তু রাজনীতি-চর্চ্চার প্রধান অবলম্বন সংবাদপত্র। খুব সম্ভব এই সময় 'দি কুইল' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তারাচাঁদ এই অভাব মিটাইয়াছিলেন। এই পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রকাশের ও বন্ধ হইয়া যাইবার তারিখও জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ বর্দ্ধমান-রাজের দেওয়ানরূপে অবস্থান করিতেছিলেন দেখিতেছি। † কাজেই ইহার পূর্ব্বে 'কুইল' প্রকাশও বন্ধ হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

* The Friend of India, February 16, 1843.

† রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ. ৫৪।

"তিনি [তারাচাঁদ] 'The Quill' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজ-কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করিতেন। তাহা গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।"

তারাচাঁদ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ অবধি বর্দ্ধমান-রাজের দেওয়ানি-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় কলিকাতার জনহিতকর প্রচেষ্টায় কায়মনে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তথাপি একটি ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহার নাম যুক্ত দেখিতেছি। গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, বিশেষত তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কলিকাতায় তথা বঙ্গদেশে খ্রীষ্টীয়ান হইবার ধুম পড়িয়া যায়। তখন সনাতনী, প্রগতিপন্থী উভয় দলই ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। ইহার প্রতিষেধকল্পে হিন্দুসন্তানদের জন্য খ্রীষ্টানী ভাবমুক্ত একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য হিন্দু-প্রধানেরা অগ্রসর হন। এই বিদ্যালয় 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয়। রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, আশুতোষ দেব রমাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের লইয়া একটি কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠিত হয়। কিন্তু ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় গচ্ছিত অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্যালয়ও আর বেশি দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই।

তারাচাঁদ ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই বর্দ্ধমানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে ১৮৫১, ৭ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন—

"বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রী—শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রীস্বরূপে থাকিয়া কএক বৎসর রাজ সম্পর্কীয় কার্য্য উত্তম রূপ নির্ব্বাহ করাইতেছিলেন এবং তাঁহার গুণগরিমায় সকলে সন্তুষ্ট

হইয়া তাঁহার গৌরব করিত। উক্ত মহাশয় কয়দিন হইল আপন পদ পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে তৎপদে শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দে ইতিপূর্ব্বে রাজদরবারের কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীও ত্যাগ করিলেন, কারণ কি বলিতে পারা যায় না।"

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী যে শেষ-জীবনেও প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে মনে হয়, তিনি কতকটা নিরিবিলি ও অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। কারণ এ সময়কার প্রচেষ্টাগুলিতে তাঁহার সংযোগের আর উল্লেখ পাই না। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় জানা যায়, তারাচাঁদ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু সমসাময়িক পত্রপত্রী যাহা পাওয়া যাইতেছে, কোথাও তারাচাঁদের মৃত্যুসংবাদের উল্লেখ নাই। অথচ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নাম এক কালে শিক্ষিত-সমাজে খুবই পরিচিত ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত মৃত্যু-সন সঠিক কি না, তাহা যাচাই করিয়া লইবার এখনও সুতরাং অবকাশ আছে। তারাচাঁদ-জীবনের বহু ঘটনার মত মৃত্যুও কি রহস্যজালে আবৃত থাকিবে?

তারাচাঁদ সম্বন্ধে এখানে যে আলোচনা করিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নহে, তথাপি যতটুকু নূতন কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার নিরিখে তারাচাঁদের গুণপনা ও শক্তি-সামর্থ্যের কতকটা সঠিক পরিচয় মিলিবে। পূর্ব্ববর্ত্তীগণের আলোচনাও ইহা দ্বারা কথঞ্চিৎ সংশোধন ও যাচাই করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। তারাচাঁদ সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা জানিতে বাকি। তাঁহার মৃত্যু-তারিখটি পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার বংশধরগণ কেহ জীবিত আছেন কি না, জানি না। তাঁহারা কেহ জীবিত থাকিলে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান হয়তো দিতে পারিবেন।

আরম্ভেই বলিয়াছি, তারাচাঁদ এবং সুরেন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্ম্মে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বৈষম্যও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বাগ্মী, কিন্তু তারাচাঁদ মিতভাষী, নীরব কর্ম্মী। তবে আসল উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। দেশমাতৃকার সেবাই ইঁহাদের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তারাচাঁদ সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন তো বটেই, তিনি সমসময়ের সরকারী বিচার ও অন্যান্য বিভাগের অনাচার ও দুর্নীতির সঙ্গেও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই পরবর্ত্তী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল এই বহুব্যাপ্ত দুর্নীতির বিলোপসাধন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার বক্তৃতায় যেসব দুর্নীতির কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই তারাচাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রসূত। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়াপত্তনে তারাচাঁদ তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি কখনও রাজপুরুষদের সুনজরে ছিলেন না। এরূপ দেশহিতব্রতীর পুণ্য জীবন-কথা আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতে পারি।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক

ভারতে নবযুগের সূচনা

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসা করিতে আসিয়া ক্রমশ বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারী হইয়াছিল। ভারতবাসীরা ব্যবসাসূত্রে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ইংরেজ বলীয়ান, এবং এই জন্যই তাহার ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিলেন। হিন্দু-কলেজের মত একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের। সে যুগের হিন্দু নেতারা এবং খ্যাতনামা পণ্ডিতেরা এই পরিকল্পনার অনুরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হইলেন ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি কলিকাতা ৩০৪ নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষে নবযুগের আরম্ভ।

গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে এখন যেখানে হিন্দু স্কুল রহিয়াছে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে হিন্দু-কলেজ এই বাড়িতে উঠিয়া আসে। হেন্‌রি ডিরোজিও এই বৎসর হিন্দু-কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ডিরোজিও কবি ও দার্শনিক ছিলেন—বিশ বৎসর বয়সেই তিনি ইংরেজী সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপন্ন এবং ইউরোপীয় ভাবধারার সঙ্গে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সহজ মিষ্ট ব্যবহারে ও শিক্ষার সুন্দর প্রণালীর দ্বারা তিনি ছাত্রদের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রগণের অন্তরে স্বাধীন চিন্তার বীজ বপন করেন। পরবর্তী যুগে ডিরোজিও-শিষ্যগণই ধর্মে সমাজে আচারে ব্যবহারে বিপ্লব আনিয়াছিলেন। ডিরোজিওর

ছাত্রগণ সাহিত্যসেবী—তাঁহারা মতপ্রচারে সাহিত্যকেই বাহন করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশহিতৈষী—দেশের রাষ্ট্রিক, সামাজিক সকল প্রকার হিতসাধনে তৎপর ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ-সরকারে চাকরিও করিয়া গিয়াছেন। সেখানেও তাঁহারা যে শুধু স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, নিজ নিজ বিভাগে শুচিতারও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সে যুগের এই অগ্রণী দলের চিন্তাধারা ও কার্য্যাবলীর ছাপ বর্ত্তমানের দেশহিতকর বিবিধ প্রচেষ্টায় প্রকট রহিয়াছে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সে যুগের এক একটি রত্ন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিভাগে কৃতিত্বের সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। শত বৎসর পূর্ব্বে ছাত্র-জীবনের শেষ হইতে আমরণ ইঁহারা কি ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের স্মরণীয়। এখানে আমরা রসিককৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ছাত্র-জীবন

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটিতে প্রসিদ্ধ মল্লিক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক। তুলা ও সুতার ব্যবসা করিয়া সিন্দুরিয়াপটির মল্লিকগণ বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ওই অঞ্চলের শ্রীশ্রীসীতারাম বিগ্রহ তাঁহাদেরই স্থাপিত।

পাঠশালায় অধ্যয়ন করার পর রসিককৃষ্ণ প্রায় এগারো বৎসর বয়সে কলিকাতার হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি নয় বৎসর কলেজে

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ কলেজ-কমিটির নিকট হইতে প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট লাভ করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন।*

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতেন। ডিরোজিও হিন্দু-কলেজের শিক্ষকতা-কার্য্য যখন আরম্ভ করেন, তখন রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। কাজেই, ডিরোজিওর নিকটে পড়িবার সৌভাগ্য তাঁহাদের হয় নাই। তথাপি ডিরোজিওর শিক্ষার প্রভাব তাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ের ছুটির পর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে পড়াইতেন এবং তাঁহাদের লইয়া শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। সে যুগের "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন" নামে হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের বিতর্ক-সভায় এইসব আলোচনা হইত। ডিরোজিও বহু বৎসর যাবৎ এই বিতর্ক-সভার সভাপতি ছিলেন।† প্রথমত ডিরোজিওর ভবনে, পরে শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলা বাগান-বাড়িতে এই সভা বসিত। ডেভিড হেয়ার প্রমুখ ছাত্রবন্ধু সাহেবেরা এই সভায় যোগদান করিতেন। সভায় রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা সকলের মনোরঞ্জন করিত। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২১ জানুয়ারি, ১৮৫৮) বলেন, "His ready elocution won for him deserved applause of the Academic Association."

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের আনুকূল্যে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ হিন্দু যুবকগণ 'পার্থেনন' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক বাহির করেন। দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রের মধ্যে ইহাই প্রথম। সভার সভ্যগণ পরবর্ত্তী কালে

* *Hindoo College Proceedings* (1816-1832). Unpublished.

† *The Bengal Spectator*, Sept. 1, 1842, p. 81. Footnote.

'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে আরও একখানি দ্বিভাষিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। এই কাগজখানি (১ সেপ্টেম্বর, ১৮৪২) 'পার্থেনন' সম্বন্ধে লেখেন—

"তৎকালে উক্ত মহাত্মার [ডিরোজিও] সাহায্যে পারথিয়ন নামক ইংরেজী সমাচার পত্র বাঙ্গালীদিগের দ্বারা প্রথমে প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রিকার ১[ম] সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরেজদিগের স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাস এই দুই বিষয়ে প্রস্তাব ছিল, এবং গভর্ণমেণ্টের বিচার স্থানে খরচের বাহুল্য এতদ্দ্বয়ের উপরি দোষারোপ হইয়াছিল কিন্তু যদিও হিন্দু ধর্ম্মালম্বি মহাশয়েরা তদ্দর্শন মাত্রে বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্ব স্ব ধন ও পরাক্রমানুসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করত তাহা রহিত করিয়াছিলেন ও তাহার দ্বিতীয় সংখ্যা যাহা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তাহাও গ্রাহকদিগের নিকটে প্রেরিত হইতে দেন নাই তথাপি পত্র প্রকাশক যুবক হিন্দুদিগের সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা নিবারিত হয় নাই··· ।"

হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণকে প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণ করা হইত। এই পুরস্কার-বিতরণী সভায় ছাত্রগণ ইংরেজী নাটকাদি হইতে অংশ-বিশেষ আবৃত্তি করিত। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছিলেন। এই বৎসর জানুয়ারি মাসে অন্য ছাত্রদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরচন্দ্র ঘোষ 'কেটো'র সেনেট দৃশ্য হইতে যথাক্রমে সেম্প্রনিয়াস, মার্কাস ও ডিসিয়াসের পাঠ আবৃত্তি করেন। সে যুগের সংবাদপত্রে ছাত্রদের আবৃত্তির বিশেষ প্রশংসা হয়। 'গভর্মেণ্ট গেজেটে'র (১৭ জানুয়ারি, ১৮২৮) মন্তব্যে তাঁহাদের ইংরেজী সাহিত্যে দখল সম্বন্ধেও আমরা জানিতে পারি,—

"যাঁহারা বৃহৎ সাম্রাজ্যের দেশীয় প্রজাগণের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাধারণ বিদ্যার বিস্তার কামনা করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান

ক্ষেত্রে প্রদর্শিত এই সকল বিষয়ে [এদেশীয়গণের] অদ্ভুত উন্নতিতে বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হইবেন। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করাই ইহাদের এযাবৎ একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল দৃশ্য হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, ইউরোপীয়দের অভ্যাস ও রীতি-নীতিও শিক্ষার ও অনুকরণের বিষয়ীভূত হইয়াছে।...বক্তাদের বয়সের অল্পতা এবং বক্তৃতাগুলি যেরূপ যোগ্যতার সহিত করা হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, আবৃত্তি অতি বিস্ময়কর হইয়াছে।"

হিন্দু-কলেজ ত্যাগ করিবার পরও রসিককৃষ্ণ ছাত্রদের নানা আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশন অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এক শত বৎসর পূর্ব্বে যখন কোনও দেশে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, তখন বাঙালী মনীষিগণ এইরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিতেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের পথপ্রদর্শক। হিন্দু-কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রেরা ব্যাপকভাবে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কলিকাতার পল্লীতে, শহরের উপকণ্ঠে বেহালায়, এবং আন্দুল প্রভৃতি স্থানেও যে ইহারা অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। রসিককৃষ্ণ মল্লিকও এইরূপ একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। 'সমাচার দর্পণ' (১৮ জুন, ১৮৩১) বলেন,—

"সংপ্রতি পরম্পরায় অবগত হইলাম যে শ্রীযুত রসিককৃষ্ণ মল্লিক

শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে বিনা বেতনে এক বিদ্যা-মন্দির স্থাপন করিয়াছেন প্রায় ৮০ জন বালক ঐ স্থানে শিক্ষাকরণার্থ গমন করিয়া থাকেন তথায় কেবল পুস্তকের অর্দ্ধ মূল্য লন আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে ইঁহারা বিদ্যা উপার্জ্জন করি আপনার দেশের উপকার জন্য কি শ্রম করিতেছেন ।”

শিক্ষকতা-কার্য্য

রসিককৃষ্ণ হিন্দু-কলেজের কৃতী ছাত্র। তাঁহার বিদ্যাবত্তার কথা ছাত্রাবস্থাতেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু-কলেজ-কমিটির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর হোরেস হেম্যান উইল্‌সন তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিন্দু-কলেজে পাঠ শেষ হইলে ডেভিড হেয়ার রসিককৃষ্ণকে তাঁহার পটলডাঙ্গার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডেভিড হেয়ার তত্ত্বাবধায়ক হইলেও স্কুলটির কর্ত্তা হইলেন কলিকাতা স্কুল সোসাইটি। তাই ইহাকে সোসাইটির নিয়ম-কানুনও মানিয়া চলিতে হইত।

হিন্দু-কলেজে শিক্ষার ফলে রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। তাঁহারা জ্ঞান-বুদ্ধিমতে যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন, কাহারও ওজর-আপত্তি না শুনিয়া তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেন। আহারাদি সম্পর্কে তাঁহাদের কোনরূপ বাছ-বিচার ছিল না। সমাজ কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণ, বিভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন প্রভৃতি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল না। এজন্য শীঘ্রই হিন্দুসমাজ এবং হিন্দু-কলেজে শিক্ষিত নব্য যুবকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল।

এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যাহা লইয়া হিন্দুসমাজে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ আগস্ট কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ সাত জন হিন্দু-কলেজে শিক্ষিত বিভিন্ন জাতীয় যুবক ভোজনার্থ মিলিত হন। ইঁহাদের মধ্যে এক জন পাশের বাড়িতে এক খণ্ড নিষিদ্ধ মাংস ছুঁড়িয়া ফেলেন। এই ব্যাপারে পাড়ার লোক একত্র হয় এবং উভয় দলে সংঘর্ষ বাধে। কৃষ্ণমোহন এই সময় বাড়িতে ছিলেন না। পরে ফিরিলে, সমাজপতিদের প্ররোচনায় তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেন।

রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কলিকাতা স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক, হিন্দুসমাজের মুখপাত্র রাজা রাধাকান্ত দেব ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে কমিটির কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন,—

"I think you might have heard the particulars of the dinner of the two teachers of the Putuldanga School, and consequently wish to know whether you are determined upon removing those outcastes from the school, or retaining them to corrupt the Hindu pupils." *

অর্থাৎ, 'আপনারা পটলডাঙ্গা স্কুলের দুই জন শিক্ষকের [রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়] আহারাদি সম্বন্ধে সকল তথ্য হয়তো জানিতে পারিয়াছেন। আপনারা এই ব্যভিচারীদের স্কুলের

* *Proceedings of the Calcutta School Society* (1818-1831). Unpublished.

কর্ম্ম হইতে অবসর দিতে, না ইহাদিগকে স্কুলে রাখিয়া হিন্দু ছাত্রদের নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়াছেন—জানিতে ইচ্ছা করি।'

সোসাইটির সভ্যগণের মধ্যে ইহা লইয়া বাদানুবাদ চলিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুরা যখন জিদ ধরিলেন যে, এই দুই জন শিক্ষককে না ছাড়াইয়া দিলে তাঁহারা ছেলেদের সোসাইটির স্কুলে পাঠাইবেন না এবং সোসাইটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন, তখন অহিন্দু সভ্যগণ ইহা লইয়া আর বেশি ঘাঁটাইতে চাহেন নাই। ডেভিড হেয়ার রাধাকান্ত দেবকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "they were so well qualified as teachers that he [Mr. Hare] would certainly be sorry to lose them." অর্থাৎ, 'শিক্ষক-হিসাবে তাঁহারা এরূপ গুণসম্পন্ন যে, তাঁহাদিগকে হারাইতে তিনি বাস্তবিকই দুঃখিত।' * রসিককৃষ্ণ ও কৃষ্ণমোহনকে অতঃপর কর্ম্ম হইতে অপসৃত করা হয়।

রসিককৃষ্ণের ছাত্রদের কেহ কেহ পরে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন ও নামও করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত ও উমাচরণ শেঠ মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বিশিষ্ট ছাত্র। উচ্চতম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এই ছাত্রগণ সর্ব্বপ্রথম শবব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ সংসাহসের পরিচয় দেন। †

হিন্দুসমাজের প্রবীণ লোকেরা রসিককৃষ্ণ প্রভৃতিকে হেয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায় তাঁহাদের দিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। রসিককৃষ্ণ অবিলম্বে এই সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া গণ্য হইলেন।

---

* *Proceedings of the Calcutta School Society* (1818-1331).

† *A General Biography of Bengal Celebrities.* By Ram Gopal Sanyal. Calcutta. 1889.

সাংবাদিকতা

সংবাদপত্র জনসেবার প্রধান অঙ্গ—ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে হিন্দু-কলেজের ছাত্রগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহারা সংবাদপত্র পরিচালনায় মন দিয়াছিলেন, 'পার্থেনন'-পত্র প্রকাশে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। শিক্ষকতার সময়ে রসিককৃষ্ণের স্বাধীন মত প্রকাশে এবং বিচারসম্মত আচরণে ব্যাঘাত ঘটে। তিনি অতঃপর সংবাদপত্রকেই বাহন করিয়া স্বাধীনভাবে স্বীয় বিচার-বুদ্ধিমত দেশসেবা করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে দক্ষিণানন্দ (পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। বাংলা ভাষায় দেশ-দেশান্তরের সংবাদ, যুক্তিসম্মতভাবে শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণে'র পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। রসিককৃষ্ণ ইহার সম্পাদক হইলেন। এই সময় হইতেই 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষী কাগজে পরিণত হইল।

'জ্ঞানান্বেষণে'র এই 'মটো' ছিল,—

এহি জ্ঞান মনুষ্যাণামজ্ঞান তিমিরংহর।
দয়া সত্যঞ্চ সংস্থাপ্য শঠতামপি সংহর॥

(বাংলা)

বাঞ্ছা হয় জ্ঞান তুমি কর আগমন।
দয়া সত্য উভয়েরে করিয়া স্থাপন॥

লোকের অজ্ঞান রূপ হর অন্ধকার।
একেবারে শঠতারে করহ সংহার ॥ *

রসিককৃষ্ণ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে প্রধানত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হইত।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রাজা রামমোহন রায়

রসিককৃষ্ণের পাণ্ডিত্যের কথা সকলেই জানিত। সংবাদপত্রের সম্পাদকতা আরম্ভ করিয়া তিনি কার্য্যত স্বাধীন হইলেন। সাধারণ সভায় অকপটে নিজ মত ব্যক্ত করারও এখন সুবিধা হইল। রসিককৃষ্ণ সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এত যুক্তিসহ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইত যে, শুনিয়া লোকে চমৎকৃত হইয়া যাইত। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (২২ জানুয়ারি, ১৮৫৮) রসিককৃষ্ণের বাগ্মিতার উল্লেখ করিয়া বলেন,—"He rarely appeared before the public in the capacity of a speaker but when he did, his admirable fluency and pure English used to carry the minds of the audience." অর্থাৎ, 'তিনি কদাচ বক্তাহিসাবে জনসমক্ষে উপস্থিত হইতেন, কিন্তু যখনই তিনি বক্তৃতা করিতেন, তখনই তাঁহার বিশুদ্ধ ইংরেজী এবং বক্তৃতার প্রশংসনীয় অবাধ গতি লোকের চিত্ত হরণ করিত।'

রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা-শক্তির প্রথম পরিচয় পাই রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায়। কৃষ্ণমোহন, রসিককৃষ্ণ প্রভৃতি অগ্রণী-দলের

* সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, অষ্টাত্রিংশ ভাগ, পৃ. ২৭৭। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মুখপাত্রগণ রাজা রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইঁহারা তাঁহার শিষ্যদলভুক্ত না হইলেও, তাঁহার কর্ম্মশক্তি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল কলিকাতা টাউন হলে এই স্মৃতি-সভা হইয়াছিল। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র রসিককৃষ্ণই এই সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা* সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। তবে বিলাতপ্রবাস-কালে রামমোহন রায় স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কি করিয়াছিলেন, রসিককৃষ্ণের বক্তৃতার এক অংশে তাহার আভাস পাওয়া যায়।—

"To his going there we are in a great measure indebted for the best clauses in the new charter, bad and wretched as the charter is. (*Laughter.*) Though it contains few provisions for the comfort and happiness of the millions that are subject to its sway for the interests of millions were sacrificed to the interests of a few tea-managers—yet bad and wretched as it is, the few provisions that it contains for the good of our countrymen we owe to Ram Mohan Roy."

তাৎপর্য্য, 'যদিও নূতন চার্টার খারাপ ও জঘন্য, তথাপি ইহার ভাল ধারাগুলির সন্নিবেশ রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাওয়ার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। কোটি কোটি লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে যৎসামান্য ব্যবস্থাই ইহাতে আছে, কারণ কতকগুলি চা-করের স্বার্থরক্ষার্থ জনগণের স্বার্থকে বলি দেওয়া হইয়াছে; তথাপি, ইহা খারাপ ও জঘন্য হইলেও,

---

* সমগ্র বক্তৃতাটি আমি *The Indian Messenger*, Nov. 20, 1932 সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছি।

ইহাতে যা কিছু সু-দাবী আছে, তাহার জন্য আমরা রামমোহন রায়ের নিকটই ঋণী।'

রসিককৃষ্ণের বক্তৃতায় সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, রসিককৃষ্ণ তাহার এক জন সভ্য মনোনীত হন।

জুরির কার্য্য

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়েরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জুরি ও পর-বৎসর অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইতে থাকেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিকও এই সময়ে জুরি মনোনীত হন। তাঁহার জুরির কার্য্য করিবার সময়ে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে একটি ঘটনা ঘটে এবং তাহা লইয়া সে সময়ে সংবাদপত্রে বিশেষ আলোচনা হয়।

সে যুগে জুরিকেও গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করিয়া শপথ করিতে হইত। ওই বৎসর ১৯এ ডিসেম্বর সুপ্রিমকোর্টে এক হত্যার মামলায় রসিককৃষ্ণ জুরি ছিলেন। তাঁহাকে গতানুগতিকভাবে শপথ লইতে বলিলে তিনি আপত্তি করেন, এবং স্বয়ং যে শপথ লিখিয়া আনিয়াছিলেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাহা পাঠ করেন। সংবাদ-পত্রে এই ব্যাপারের এইরূপ রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল,—

"The Jury were then empanneled, and Baboo Russick Krishna objected again to any of the usual forms of swearing, upon which the Court observed to him that a solemn affirmation on his part would answer the purpose if he declined abiding by any of the prescribed forms of swearing, the Baboo then handed

to his Crier a form of his own which being presented to the Court, was approved of, and the Baboo sworn accordingly. The words in the form amounted to a solemn affirmation." *

এই রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়, রসিককৃষ্ণ পূর্ব্বেও গতানুগতিক প্রথায় শপথ লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক জাল মোকদ্দমায় তিনি জুরির কার্য্য করেন। খুব সম্ভব এই বারেই প্রথম তিনি ঐরূপ শপথ লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "I do not believe in the sacredness of the Ganges"—'আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না'। 'বেঙ্গল হরকরা' এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া বলেন, 'যখন জুরিগণকে শপথ পড়ানো হয় তখন তাঁহাদের একজন—'জ্ঞানান্বেষণ'-[illegible] রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই বলিয়া শপথ লইতে আপত্তি করেন যে, তিনি উহা বুঝেন না এবং কোনও ধর্ম্মেই তাঁহার আস্থা নাই।' রসিককৃষ্ণ ঐ পত্রে এরূপ অপবাদের জবাব দেন। তাঁহার এই জবাব হইতে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ও স্বমত-নিষ্ঠার বিষয়ও জানিতে পারি। তিনি জবাবে এই মর্ম্মে লেখেন,—

উক্ত কথাগুলি যে শুধু ভ্রমাত্মক তাহা নহে, ইহা আমার চরিত্রের উপরও বিশেষ কালিমা লেপন করিবে। সুতরাং আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কোন ধর্ম্মেই আমার আস্থা নাই, এ কথা আমি বলি নাই। অন্য পক্ষে আমি বিচারপতির নিকট স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম—ঈশ্বরের কাছে আমার পবিত্র দায়িত্ব আছে এই জ্ঞানেই আমি এ জগতের কার্য্য করি আমি এখানে বলিতেছি যে,

---

* *The Calcutta Courier*, **Saturday evening, December 20, 1834. Quoted from** ***The Bengal Hurkaru.***

এক ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস কাহারও অপেক্ষা কম নহে। সকল প্রকার শপথেরই আমি বিরোধী—এই উক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাকে মাত্র দুই রকম শপথের কথাই বলা হইয়াছে; কাজেই আমি সর্ব্ব প্রকার শপথের বিরোধী এরূপ কথা উঠিতেই পারে না। আমি অবশ্য বলিয়াছিলাম যে, পণ্ডিতের কথা আমি বুঝি না। ইহার কারণও সুস্পষ্ট। তিনি সংস্কৃতে এমন কিছু আবৃত্তি করিতেছিলেন যাহা আমার নিকট প্রায় অবোধ্য। অপবাদ নিরাকরণের জন্য এইটুকু মাত্র বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। কারণ উপরে যেসব কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে সাধারণের মনে ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। *

শিক্ষা-সংস্কার আন্দোলন

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দুই তিন বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন, কতকগুলি গুরুতর বিষয় লইয়া আন্দোলন হয় ও মীমাংসা হইয়া যায়, যাহার ফলাফল আমরা আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছি। ইংরেজ সরকার এযাবৎ এদেশে সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য এই সকল ভাষায় অনূদিত হইয়া তবে ছাত্রদের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইত। ইহাতে সময়, শক্তি ও অর্থের অযথা ব্যয় হইত। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী এদেশের কথ্য ভাষা নহে। ইংরেজীর মতই এই সকল ভাষার যে কোন

* দি এশিয়াটিক জর্নাল ১৮৩৫ (মে-আগষ্ট—এ. ইণ্ট. পৃষ্ঠা ৬৫)—'হরকরা' হইতে উদ্ধৃত। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিন বঙ্গসমাজ' পুস্তকে রসিককৃষ্ণের প্রচলিত রীতিতে শপথ লইতে অস্বীকৃতির তারিখ ১৮৩১ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভুল।

একটি শিখিতে অনেক সময় লাগিয়া যায়'। অথচ মাত্র ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়-লাভ সহজ হয়, এবং ইহা মাতৃভাষায় অনুবাদ করিলে তাহাও স্বল্পায়াসে সমৃদ্ধ হইতে পারে। কাজে কাজেই, এই বিষয় লইয়া ঐ সময় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। এক দল সংস্কৃত, আরবী ও ফারসীর চর্চ্চার পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। অন্যেরা ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করিতে প্রস্তুত। এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোক ছিলেন, যাঁহারা শুধু ইংরেজীকেই শিক্ষার বাহন করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চ্চারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তাঁহাদের নিকট অদূরভবিষ্যতে যাহাতে মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন করা সম্ভব হয়, এই জন্য ইংরেজীর সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রমুখ হিন্দু-কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা এই মত পোষণ করিতেন। রসিককৃষ্ণ 'জ্ঞানান্বেষণে' ও কৃষ্ণমোহন 'এন্‌কোয়ারারে' এই বিষয়ে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে দেশীয়গণের এক সভা হইয়াছিল, উদ্দেশ্য—সংস্কৃত, আরবী, ফারসী শিক্ষার জন্য অযথা ব্যয় না করিয়া ইংরেজী ও দেশীয় ভাষাগুলির চর্চ্চার উদ্দেশ্যে অধিকতর অর্থ ব্যয় করিবার জন্য বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট আবেদন প্রেরণ।* এই সভায় আলোচিত বিষয়ের উপর 'বেঙ্গল হরকরা'র মন্তব্য হইতে রসিককৃষ্ণ প্রমুখ এদেশীয় উন্নতিকামীদের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

তখন সরকারী কার্য্যেও ফারসী ভাষা ব্যবহৃত হইত। রাজকার্য্যে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত তাহা লইয়া এই সময় আলোচনা সুরু হয়। রসিককৃষ্ণ 'জ্ঞানান্বেষণে' লিখিলেন যে, দেশীয় লোকের সংস্পর্শে

* *The Calcutta Courier* (**Supplement**), **5th April, 1834.**

অহরহ আসিতে হয় বলিয়া রাজকর্মচারীগণের কি বিচারালয়ে কি সরকারী কার্য্যে দেশীয় ভাষারই প্রবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাজকার্য্যে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার চলন হইল।

শাসন-সংস্কার

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যখণ্ডে বাণিজ্য করিবার জন্য ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করেন। প্রতি বিশ বৎসর পরে বিলাতের পার্লামেণ্ট এই সনন্দ নূতন করিয়া পাস করিতেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এইরূপ এক সনন্দ পার্লামেণ্টে পাস হয়। ইহা '১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চাটার অ্যাক্ট' বলিয়া খ্যাত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছেন। রাজ্যশাসনের ভারও কোম্পানির হস্তেই তখন ন্যস্ত। সুতরাং রাজ্য যাহাতে সুশাসিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্ট এই আইন করিয়া ভারতবর্ষে কোম্পানির বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু এই আইনে এমন কতকগুলি ধারা যুক্ত হইয়াছিল, যাহাতে ভারতবাসীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। রাজ্যশাসনের জন্য কোম্পানি ঋণগ্রস্ত হয়। এই আইনে কোম্পানির ব্যবসাগত সমুদয় ঋণই এই ঋণের সঙ্গে যুক্ত হইল। ভারতবর্ষের ঋণভার বাড়িয়া প্রায় দ্বিগুণ হইল। আইনের আর একটি ধারায় ইংরেজ কর্মচারীদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য খ্রীষ্টান মিশনরির সংখ্যা বাড়াইবার ব্যবস্থা হয় এবং তাহার ব্যয়ভার চাপানো হয় ভারতবাসীদেরই উপর। এযাবৎ কোন আইন জারি করিতে হইলে বড়লাট বাহাদুরকে পূর্ব্বেই কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি লইতে হইত। এবারকার আইনে এই প্রথা রহিত করা হয়। অতঃপর বড়লাটই ভারতবর্ষ-শাসন ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন।

এই আইনের বার্ত্তা ভারতবর্ষে পৌঁছিলে ইংরেজ বাঙালী সকলেই অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শেরিফকে কলিকাতা টাউন হলে অবিলম্বে সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে যাঁহারা অগ্রণী ছিলেন, রসিককৃষ্ণ মল্লিক তাঁহাদের মধ্যে এক জন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারি কলিকাতা টাউন হলে শেরিফের সভাপতিত্বে সভা হইল। সভার উদ্দেশ্য, প্রধানত চার্টার অ্যাক্টের প্রতিবাদ হইলেও, আরও দুইটি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইবার কথা ছিল—(১) মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-অপহারক আইন রহিত করা, ও (২) সাধারণ-সভা-নিষেধবিষয়ক নিয়ম তুলিয়া দেওয়া।

থিওডোর ডিকেন্স নামক এক জন ইংরেজ প্রস্তাব করেন, চার্টার অ্যাক্টে এমন কতকগুলি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে যাহাতে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য (ভারতবর্ষের ইংরেজাধিকৃত প্রদেশসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা) ব্যর্থ হইবে। সুতরাং এই আইন এরূপভাবে সংশোধন করা হউক, যাহাতে ভারতবর্ষে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। থিওডোর ডিকেন্স, টমাস ই. এ. টার্টন এবং রসিককৃষ্ণ মল্লিক চার্টার অ্যাক্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। সে যুগের সংবাদপত্রে তাঁহাদের বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা হয়। ভারতবাসীর স্বার্থের দিক হইতে রসিককৃষ্ণ আইনোক্ত প্রত্যেকটি বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, ইহা দ্বারা ভারতবাসীর আদৌ কোন হিত হইবে না। রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা সম্বন্ধে 'বেঙ্গল হরকরা' বলেন,—"বাবু রসিকলাল[কৃষ্ণ]-ও এই আইনে তাঁহার স্বদেশবাসীদের সম্বন্ধে যে আদৌ বিবেচনা করা হয় নাই তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত করেন।" *

* "......Baboo Russick Lal also exposed with great ability the utter want of consideration for his countrymen manifested in this measure." —*The Calcutta Monthly Journal*, 1835, Asiatic News, P. 43.

সভায় আলোচিত বিষয়গুলি গভর্ণমেণ্টের ও বিলাতে পার্লামেণ্টের গোচরে আনিবার ভার যাহাদের উপর পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও রসিককৃষ্ণ ছিলেন। *

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা

এই সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-অন্দোলনেও রসিককৃষ্ণ যোগদান করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ করা হয়। সেই সময় হইতেই রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে থাকেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারির সভায়ও ইহা রহিত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রসিককৃষ্ণ এই আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সার্ চার্লস মেট্‌কাফ বড়লাট নিযুক্ত হইয়া—এই আইন রহিত করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার এই মনোভাব সাধারণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কলিকাতার ইংরেজ ও বাঙালী নেতারা তাঁহার এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন কলিকাতা টাউন হলে এই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক জনসভা হয়। সভায় অস্‌বোর্ন নামক এক সাহেব বলেন যে, দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র-সমূহকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নহে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—

He [Rasik Krishna Mallik] had not intended to address the Meeting but the ungenerous attack on the native press claimed from him a few words in its

* Ibid.

defence. Mr. Osborne had contended that the native press should have been continued shackled—should not have been set free because it circulated not among the highly civilized but only among wealthy natives, and that its contents were worthless. Yet the learned gentleman confessed that he could not understand the native Papers, could not even read their names. and yet he condemned them! *(cheers.)* He (Mr. O.) should have known more of the native press ere he came to a sweeping conclusion against it. He had long known that press; but could Mr. Osborne say that its articles were such as merited the stigma the learned gentleman has cast upon it. The *Sumachar Durpun* circulated in various districts and was full of useful discussion. Certainly the learned gentleman had not drawn his conclusion from the contents of the papers. This was not the first attempt that had been made to separate the native from the European press; but he was glad to see that our rulers had scouted the proposition. Neither the European nor the native press would advocate licentiousness, and the native press could be restrained by the same laws that applied to the English. Why such distrust of the natives—there were good or bad of all races. He would conclude by calling the attention of the opponents of the native press to a passage from Milton—'Who kills man, kills a reasonable creature, God's image; but he who destroys a good book kills reason itself; kills the image of God in the very eye! Many a man lives a burden

upon the earth, but a good book is the precious life of a master-spirit, embalmed and treasured up 'on purpose for a life beyond life.' (*Loud cheers*) *

সার্ চার্ল্‌স মেটকাফকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিবার ভার যাহাদের উপর পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট সার্ চার্ল্‌স মেটকাফ আইন দ্বারা সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা

এই সময়ে কলিকাতায় সাধারণ পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠারও জল্পনা হইতে থাকে। অবশেষে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে ইংরেজ ও বাঙালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মিলিয়া এক সভা করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার্ জন পিটার গ্রাণ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় পুস্তকালয় স্থাপন সাব্যস্ত হয় এবং একটি কমিটি গঠিত হয়। বাঙালীদের মধ্যে রসময় দত্ত ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন।

সভায় পুস্তকালয় সংক্রান্ত নিয়মাবলীও ঠিক করা হয়। একটি প্রস্তাবে দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠের সুবিধার জন্য টিকিটের ব্যবস্থা হয়। রসিককৃষ্ণ এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।†

* *The Calcutta Monthly Journal*, 1835. **Asiatic news, pp. 170, 171.**

† *The Calcutta Monthly Journal*, **1835. Asiatic news—Public Library Meeting.**

এই ক্যালকাটা পাব্লিক লাইব্রেরিই পরে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে পরিণত হইয়াছে।

রাজকার্য্য

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে স্থির হয় যে, যোগ্য বিবেচিত হইলে রাজসরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে এদেশবাসীগণও নিযুক্ত হইতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত দুই চারি জন এই সকল পদে নিযুক্ত হইলেও ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই হিন্দু-কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ এই পদপ্রার্থী হইতে থাকেন। সে যুগে ডেপুটি কলেক্টরি প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য সকলেরই লোভনীয় ছিল। হিন্দু-কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র রাধানাথ শিকদার জরিপ-বিভাগের কর্ম্ম ছাড়িয়া ডেপুটি কলেক্টর হইতে চাহিয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণ হিন্দু-কলেজ হইতে বাহির হইয়াই কিছুকাল ডেভিড হেয়ারের স্কুলে যোগ্যতার সহিত কার্য্য করেন। পরে, 'জ্ঞানান্বেষণের' মত উচ্চ-দরের সংবাদপত্র পরিচালন ও সম্পাদন করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। জ্ঞানী, বাগ্মী ও স্বদেশপ্রেমিক হিসাবেও তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ গুণসম্পন্ন লোকের নিয়োগে ডেপুটি কলেক্টরি পদেরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল। রসিককৃষ্ণের নিয়োগের সংবাদে 'সমাচার দর্পণ' (৪ মার্চ, ১৮৩৭) লিখিয়াছিলেন,—

"কিয়ৎকাল হইল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে গবর্ণমেণ্ট সংপ্রতি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন যে তাহারা ডেপুটি কলেক্টরি পদে স্বেচ্ছামত ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে পারেন এবং ঐ পদাভিলাষীদের মধ্যে যোগ্যতার বিষয় যদি সমান হয় তবে যে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী অধিক বুঝেন তাঁহাকেই তৎপদ দিবেন। এইক্ষণে শ্রুত হওয়া

গেল যে বোর্ডের শ্রীযুত সাহেবরা শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিককে ডেপুটি কলেক্‌টরি পদ অর্পণ করিয়াছেন এই নিয়োগেতে বোর্ডের সাহেবেরদের অত্যন্ত প্রশংসা হয়। উক্ত বাবু কলিকাতাস্থ বহুতর ব্যক্তিরদের মধ্যে অতি বিজ্ঞ সুশিক্ষিত ইঙ্গরেজী ভাষাতে অতি নিপুণ এবং আমরা নিতান্ত জানি যে তাঁহার দ্বারা ডেপুটি কলেক্‌টরি পদের অবশ্যই সম্রম হইবে।" *

রসিককৃষ্ণ সরকারী চাকরি লইয়া বর্দ্ধমান গমন করেন। সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তাঁহার কর্ম্মপটুতার পরিচয় দিলেন। জনৈক বর্দ্ধমানবাসী 'সমাচার দর্পণে' (২রা ডিসেম্বর, ১৮৩৭) পত্র লিখিলেন,—

"আমি শুনিতেছি শ্রীযুত উডকাক সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক আমলারদের কর্ম্মেতে নিয়ত চক্ষু রাখেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহারদিগের ইচ্ছা যথার্থ বিচার করেন অতএব আমি প্রার্থনা করি সকল বিচার কর্ত্তারা এইরূপ মনোযোগ করুন।—কস্যচিৎ বর্দ্ধমানবাসিন।"+

রসিককৃষ্ণ বর্দ্ধমানেই বিশ বৎসর কাল ডেপুটি কলেক্‌টরি পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি রেলওয়ে-বিভাগেও কার্য্য করিয়াছিলেন। 'সম্বাদ ভাস্কর' (১৪ই জানুয়ারি, ১৮৫১) এই প্রসঙ্গে রসিককৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার মত,—

"রেইল রোডের কার্য্যে তিন জন ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ...একজন বাবু অভয়াচরণ মল্লিক হাবড়া অবধি শ্রীরামপুর, দ্বিতীয় ব্যক্তি আনন্দচন্দ্র মিত্র শ্রীরামপুরাবধি হুগলি, তৃতীয় ব্যক্তি বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হুগলি অবধি পেঁড়ুয়া পর্য্যন্ত দেখিবেন। এই তিন ব্যক্তিই সুপ্রতিষ্ঠিত...।

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৮।

+ ঐ, পৃ. ২৭৫।

"তৃতীয় ব্যক্তি শ্রীযুত বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক বৰ্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর যিনি হুগলি অবধি পেড়ুয়া পর্য্যন্ত রেইল রোডের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারি শ্রীযুত বুসবি সাহেব অনুরোধ করিয়া ইঁহাকে ডেপুটি কালেক্টরি কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত ভৃত্যাদিগের মধ্যে বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিকের তুল্য লোক অল্প আছেন, রসিকবাবু সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়াশীল, বিদ্বান, এমত ব্যক্তির হস্তে রেইল রোডের ব্যয় বিষয়ে তঞ্চকতা হইবে না আমরা নিশ্চিত বলিতেছি।"

রসিককৃষ্ণ দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াও রাজসরকার কর্ত্তৃক যথোচিত পুরস্কৃত হন নাই, বরং সময় সময় তাঁহার উপর অবিচার হইয়াছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮এ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 'সম্বাদ ভাস্কর' এই সংবাদ প্রকাশ করেন,—

"ডেপুটি কালেক্টরদিগকে একাদিক্রমে শ্রেণীবদ্ধ করণ।...লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেব* যে শ্রীযুক্ত রসিককৃষ্ণ মল্লিক বাবুকে ডাকিয়া নিয়া সর্ব্বাগ্রে ডেপুটি কালেক্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং এতকাল নিরপেক্ষভাবে বিশ্বাসিত্বরূপে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর লাভ দেখাইয়াছেন তাঁহাকে ৩৬ সংখ্যায় পাতালে ফেলিয়া দিয়াছেন...।"

দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে রসিককৃষ্ণের শরীর ভাঙিয়া পড়িল। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসেন। পর-বৎসর ৮ই জানুয়ারি তিনি দেহত্যাগ করেন।

* ইহা ভুল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষে বড়লাট ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ডিরোজিও তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন ; তিনি তাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া ইংরেজীতে একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন। কবিতাটির এক স্থানে আছে,—

O ! how the winds
Of circumstance and freshening April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship Truth's omnipotence !

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিওর শিষ্যগণ আমরণ সত্যান্বেষী ছিলেন। দেশবাসীকে মিথ্যার ও কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা বীরের মত লড়িয়া গিয়াছেন। এই জন্যই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তাঁহাদের প্রাধান্যে আতঙ্কিত হইয়াছিল ; কালে সমাজ তাঁহাদেরই মতামত গ্রহণ করিয়া সুস্থ ও সবল হইবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহারা শতাব্দী পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। রাজসরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেও তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। একমাত্র স্বাদেশিকতাই তাঁহাদিগকে সকল কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিত।

ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিশুদ্ধ চরিত্রের জন্য তিনি আপামরসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন,—

"রামতনু বাবু রসিককৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন ; রসিককৃষ্ণের নাম

করিবার সময় তাঁহার চোখে জল আসিত।। তিনি বলিতেন রসিকের মত thoughtful মানুষ আমি দেখি নাই ; রসিক dared to think for himself ।" *

রসিককৃষ্ণ মল্লিক অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিলেন। কোন কঠিন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে তাঁহার বন্ধুবর্গ অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইতেন। পরবর্ত্তী জীবনেও তাঁহারা তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,—

"বর্দ্ধমানে বাসকালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা এই যে, সেই কালের মধ্যে কিছুদিন লাহিড়ী মহাশয় বর্দ্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়াছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিন দুই বন্ধুতে একত্র বাস করিতেন। লাহিড়ী মহাশর স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাজ করিতেন না। তখন হইতেই রসিককৃষ্ণও তাঁহার guide, philosopher and friendএর পদ অধিকার করিয়াছিলেন।" †

রসিককৃষ্ণ রাজকার্য্যে শুচিতা আনয়ন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী এ বিষয়েও বলেন,—

"এই কালের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মভীরুতার বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার হয়। এরূপ শুনিয়াছি বর্দ্ধমানের রাজসরকারের লোক অনেকবার তাঁহাকে উৎকোচাদি দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে স্বকর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রসিককৃষ্ণও ঘৃণাপূর্ব্বক সেই সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন ; এবং ন্যায় বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইতেন না।" ‡

* পুরাতন প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় পর্য্যায়, ১৩৩০, পৃ. ৭।

† রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৩০-১৩১

‡ ঐ।

রসিককৃষ্ণ একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য নিহিত আছে। সুতরাং তাঁহার মতে কোন ধর্ম্মেরই নিন্দাবাদ করা অনুচিত। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতের একখানা পাণ্ডুলিপি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাহা ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়।

দরিদ্রের দুঃখেও তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তিনি তাঁহার উইলে ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটিকে পাঁচ হাজার টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন।* রসিককৃষ্ণ সমাজসংস্কারক ছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে তিনি মনে প্রাণে যোগ দিয়াছিলেন।† রসিককৃষ্ণের কৃতিত্ব সর্ব্বদা স্মরণীয়।

* *The Hindoo Patriot*, **January 22, 1858.**

† কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ, পৃ. ১০৭।

রাধানাথ শিকদার

১

রসিককৃষ্ণ মল্লিকের মত রাধানাথ শিকদারও হিন্দু-কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। তিনিও দীর্ঘকাল সরকারে চাকরি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুণপনা বাঙালী তথা ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল। শতবর্ষ মধ্যেই রাধানাথ সম্পর্কে নানা কিম্বদন্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাস তাহার কতকগুলি স্বীকার করে, কতকগুলি করে না। ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছি, পাঠকদের নিকট তাহাই যথাযথভাবে বর্ণনা করিব। রাধানাথের জীবন-বৃত্তান্তের মূল উপাদান সে যুগের সংবাদপত্রেও যথেষ্ট মিলে। এসবের সাহায্যে বহু বিষয় নূতন করিয়া জানিয়া লওয়া সম্ভব হইয়াছে। *

রাধানাথ শিকদার সন ১২২০ সালের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর, ১৮১৩) কলিকাতা জোড়াসাঁকোর শিকদারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। রাধানাথ, শ্রীনাথ দুই ভাই। অনুজ শ্রীনাথ রাধানাথের মত অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনিও জরিপ-বিভাগে চাকরিতে বিশেষ উন্নতিলাভ করেন।

* রাধানাথ শিকদারের একখানি সংক্ষিপ্ত অপ্রকাশিত আত্মজীবনী ছিল। ইহার কিছু কিছু 'আর্য্যদর্শন'(আশ্বিন, কার্ত্তিক, মাঘ ১২৯১)-এ 'রাধানাথ শিকদার'-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও মূল আত্মজীবনীখানি দেখিতে পাই নাই।—লেখক।

রাধানাথ শৈশবে গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠ শেষ করিয়া ৪৮ নং চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে অধ্যয়ন করেন; পরে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজে নবম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। রাধানাথ মেধাবী ছাত্র; অল্পকালমধ্যেই, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে, চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলেন। এই সময়ে তিনি হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নিকট ইংরেজী শিক্ষা করেন। ডিরোজিওর শিক্ষা রাধানাথের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ডিরোজিও প্রসঙ্গে রাধানাথের এবিষয়ক উক্তি উল্লেখ করিয়াছি।

হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নের শেষ তিন বৎসর রাধানাথ রস ও টাইট্‌লার সাহেবের নিকট অধ্যয়ন করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি টাইট্‌লার সাহেবের নিকট নিউটনের প্রিন্সিপিয়া প্রথম ভাগ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ভারতবাসীদের মধ্যে রাধানাথ এবং রাজনারায়ণ বসাকই সর্ব্বপ্রথম প্রিন্সিপিয়া অধ্যয়ন করেন।* হিন্দু-কলেজ ত্যাগের প্রাক্কালে রাধানাথ কলেজ-কমিটির এইচ. এইচ. উইল্‌সন, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রসময় দত্ত প্রমুখ সভ্যগণের স্বাক্ষরিত এক সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ইহা এই মর্ম্মে লিখিত—

'রাধানাথ শিকদার অ্যাংলোইণ্ডিয়ান কলেজে† সাত বৎসর দশ মাস অধ্যয়ন করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালেই তিনি কলেজ ত্যাগ করিলেন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এবং অন্যান্য বিষয়সমূহের মূল সূত্রে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আচরণ খুবই সন্তোষজনক।'‡

* The Hindoo Patriot, May 23, 1870.

† হিন্দু-কলেজের অন্য নাম।

‡ 'আর্য্যদর্শন' কার্ত্তিক ১২৯১ সংখ্যায় রাধানাথ শিকদারের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

২

হিন্দু-কলেজে অধ্যয়নকালে রাধানাথ শিকদারের কতকগুলি বিষয়ে কৃতিত্বের কথা আমি সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছি। রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ উচ্চ শ্রেণীগুলির ছাত্রবৃন্দ সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কলেজের পুরস্কার-বিতরণী সভায় ইঁহারা বহুবার আবৃত্তি করিয়াছেন। ১৮২৮, ১২ই জানুয়ারি হিন্দু-কলেজের বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভা হয়। এই সভায় রাধানাথ শিকদার "The first scene of Venice Preserved" হইতে জাফিয়াবের পাঠ আবৃত্তি করেন। 'গভর্মেণ্ট গেজেট' ১৭ই জানুয়ারি আবৃত্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন— "The first scene of Venice Preserved was very well given." ১৮৩০, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত পুরস্কার-বিতরণী সভায় রাধানাথ *As you like it* হইতে অর্লাণ্ডোর পাঠ আবৃত্তি করেন। 'গভর্মেণ্ট গেজেট' পরবর্ত্তী ২২এ ফেব্রুয়ারি এই উপলক্ষ্যে লেখেন,—

"[Recitations] were in general given with good delivery and gesticulation, and in a manner that evinced the declaimers were fully in possession not only of the sense but of the passages which they received."

পর-বৎসর ১৮৩১, ১২ই ফেব্রুয়ারি ঐ স্থানেই বাৎসরিক পুরস্কার-বিতরণী সভা হইল। এবারে আবৃত্তির সঙ্গে আর একটি বিষয়ও সংযোজিত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের যেসব রচনা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়, তাহাদের মধ্যে বাছাই করিয়া মাত্র তিনটি সভায়

পঠিত হয়। এই তিনটি রচনার মধ্যে রাধানাথের প্রবন্ধ অন্যতম। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয় ছিল—"The cultivation of science is not more favourable to individual happiness, nor more useful and honourable to a nation than that of polite literature." 'গভর্মেণ্ট গেজেট' ১৪ই তারিখে এই সম্পর্কে স্পষ্টই লেখেন,—

"These essays were the compositions of Ramtonoo Lahooru of the 2nd class—and of Radhanath Sikdar and Hara Chandra Ghose, of the 1st class, by whom they were read, and were, we understand, selected amongst the best of the compositions of the two first classes. They displayed considerable reading, and very respectable powers both of composition and reasoning."

অর্থাৎ, 'প্রবন্ধগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর রামতনু লাহিড়ী ও প্রথম শ্রেণীর রাধানাথ শিকদার ও হরচন্দ্র ঘোষের রচনা। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের উৎকৃষ্ট রচনাগুলির মধ্য হইতে এই তিনটি বাছাই করা হয় ও লেখকত্রয় নিজ নিজ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধগুলি তাঁহাদের জ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক। তাঁহাদের যুক্তি ও বিচারক্ষমতাও ইহাতে বেশ প্রকটিত হইয়াছে।'

হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের তরুণ বয়সের কৃতিত্ব আরও বহু আছে। বলা বাহুল্য, এসব রাধানাথেরও বিশেষরূপ ছিল। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়—ডেভিড হেয়ারকে মানপত্র দান ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আঁকানোর কথা। এ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। রাধানাথ ডেভিড হেয়ারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি

উক্ত উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত একটি সভায় হেয়ার সম্পর্কে যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম প্যারীচাঁদ মিত্র হেয়ার-জীবনীতে (পৃ. ৩৪) এইরূপ দিয়াছেন,—

"Radhanath Sikdar dwelling on the debased state of the country owing to misrule and oppression, instanced the coming of David Hare as the morning star to dispel our ignorance."

হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কেহ কেহ কলেজে অধ্যয়নকালেই কলিকাতায় অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ ত্যাগের পরেও অনেকে এরূপ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র এক বন্ধুকে লইয়া নিজ বাটীতে এইরূপ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন, এবং সেখানে রাধানাথ শিকদার ও শিবচন্দ্র দেব ছাত্রগণকে রীতিমত পড়াইতেন।* হিন্দু-কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'এন্‌কোয়ারার' পত্রে ছাত্রদের এ সময়কার শিক্ষা-প্রচেষ্টা সম্পর্কে এক বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩১, ১০ই সেপ্টেম্বর 'সমাচার দর্পণে' ইহার অংশবিশেষের মর্ম্ম এইরূপ প্রদত্ত হয়—

"হিতৈষী বিদেশীয়েরদের স্থাপিত বিদ্যালয় ব্যতিরেকে [এদেশে] অপর কোন বিদ্যালয় ছিল না কিন্তু কালক্রমে মহারূপান্তর হইয়াছে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা স্বদেশীয়েরদিগকে ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং স্বদেশীয়েরদের উপকারার্থ যাহা কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা সুজ্ঞাত হইয়াছেন।—হিন্দুরদিগকে বিদ্যাবিতরণার্থ কলিকাতার নানা পল্লীতে হিন্দুরদের কর্ত্তৃক নানা পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে।...এতন্মহানগরে ভিন্ন ভিন্ন ছয় স্থানে ছয়টা পৌর্ব্বাহ্নিক পাঠশালা নিযুক্তা হইয়াছে তাহাতে তিন শত সতর জন বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। এই সকল বিদ্যালয়

* *The National Magazine*, January 1908, "Education in Bengal" by P. C. Mitra.



রাধানাথ শিকদার

হিন্দু কালেজে সুশিক্ষিত হিন্দু যুব মহাশয়েরদের দ্বারা স্থাপিতা হইয়া সম্পন্ন হইতেছে।"

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের বিষয়ও রাধানাথ শিকদার-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ প্রতিষ্ঠানটির কথা আগেকার অধ্যায়গুলিতে বলা হইয়াছে। ইহার প্রভাবও রাধানাথের উপর কম পড়ে নাই।

৩

রাধানাথ শিকদারের আত্মকথায় তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরম্ভ সম্বন্ধেও কিছু তথ্য আছে। ডাঃ টাইট্‌লার তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। কলেজ ত্যাগের পর তাঁহার সহায়তায় রাধানাথ ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার কার্য্যে নিয়োজিত হন। তখনকার দিনে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ও আরবী-ফারসীতে অনুবাদ করানো শিক্ষাবিভাগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। রাধানাথ বিশেষভাবে সংস্কৃত চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এ কার্য্য অধিকদূর অগ্রসর না হইতেই তিনি গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া বা ভারতীয় বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগে চাকরি পাইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তাঁহার বেতন হইল মাসিক ত্রিশ টাকা। এবারেও ডাঃ টাইট্‌লারেরই সুপারিসে কর্নেল জর্জ এভারেস্ট তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩২, ৭ই অক্টোবর রাধানাথ লেখেন—"আমি এক্ষণে সারভেয়র নিযুক্ত হইয়া সেরাং বেস লাইনে কার্য্য করার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ১৫ই অক্টোবর যাত্রা করিব।" *

জর্জ এভারেস্ট (১৭৯০-১৮৬৬) সে যুগের একজন কৃতী বৈজ্ঞানিক।

* "রাধানাথ শিকদার"—আর্য্যদর্শন, কার্ত্তিক ১২৯১।

তিনি গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগে ইংরেজী ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সার্ভেয়র জেনারল ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ এক হইয়া যায়, তখন নিজ কৃতিত্বের জোরে তিনি এই পদে নিযুক্ত হইলেন ও ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এভারেস্ট ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগ নূতন করিয়া গঠন করেন। জরিপ-কার্য্যে নবতম বৈজ্ঞানিক পন্থা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁহার পরে জরিপ-পদ্ধতির অনেক সংস্কার সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এভারেস্ট সাহেবের আবিষ্কৃত পন্থাই জরিপ-বিভাগ অদ্যাবধি স্থূলত অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

রাধানাথের জীবনের প্রধানতম অংশ ত্রিকোণমিতিক বিভাগে কর্ম্ম করিতে কাটিয়া যায়। এই বিভাগ সম্বন্ধে সুতরাং আমাদের কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই বিভাগ সমগ্র পৃথিবীকে ৩৬০ ডিগ্রীতে বিভক্ত করেন। কোন দেশের মানচিত্র আঁকিতে হইলে সে দেশ ৩৬০ ডিগ্রীর কতটা অধিকার করিয়া আছে তাহা ঠিক করিতে হয়। এক ডিগ্রীর পরিমাণ কত মাইল তাহা যে প্রকার জরিপ দ্বারা নির্ণয় করা যায়, তাহাকে ট্রিগোনোমেট্রিকাল সার্ভে বা ত্রিকোণমিতিক জরিপ বলে। ইহার এইরূপ নাম দেওয়ার তাৎপর্য্য আছে। যে দেশ জরিপ করিতে হইবে, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন ত্রিভুজে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের বাহুদ্বয়ের পরিমাণ ঠিক করা প্রয়োজন। এইরূপ করিতে হইলে প্রথমে এক খণ্ড সুবিস্তৃত শক্ত সমতল ভূমি লইয়া আট দশ মাইল দীর্ঘ একটি সরল রেখা অতি সাবধানে জরিপ করিতে হয়। ইহাকে বেস লাইন (base line) বলে। তৎপরে কোন সুদূরস্থ পদার্থ ঠিক করিয়া নির্দ্দিষ্ট সরল-রেখার দুই প্রান্ত হইতে থিওডোলাইট যন্ত্র সাহায্যে তাহার প্রতি লক্ষ্য

করিয়া কোণ নিরূপণ করিতে হয়। তারপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে কাগজের উপর একটি ত্রিভুজ আঁকা প্রয়োজন। ত্রিকোণমিতির সাহায্যে, কোন একটি ত্রিভুজের একটি বাহু ও দুইটি কোণ পাওয়া গেলে, অপর দুইটি বাহুর পরিমাণ পাওয়া সম্ভব। এই দুই নির্দ্দিষ্ট বাহুকে নূতন দুইটি ত্রিভুজের আবার বেস লাইন ধরিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গণনা করিলে তাহার দুইটি বাহুর পরিমাণ-ফল ঠিক হয়। এই প্রকারে সমস্ত দেশ জরিপ হয়।*

কর্ম্ম করিতে করিতে রাধানাথ জরিপ-বিভাগের কর্ত্তা জর্জ এভারেস্টের নিকট উচ্চ গণিত অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। তিনি ইহাতে শীঘ্রই এত ব্যুৎপন্ন হন যে, এভারেস্ট সাহেবও আশ্চর্য্য হইয়া যান। সত্য সত্যই তিনি রাধানাথের গুণমুগ্ধ হইলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন হিন্দু-কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রগণ ডেপুটি কালেক্টর নিয়োজিত হইতে থাকেন, তখন অন্যান্য বন্ধুদের সহিত রাধানাথও ইহার একজন প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু এভারেস্ট তাঁহাকে ছাড়িতে রাজি হইলেন না। রাধানাথ তাঁহার নিকট সুপারিশ-পত্র চাহিলে তিনি তাঁহাকে তাহা দেন নাই। পরন্তু তিনি গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন যে, সত্বর এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে রাধানাথ এই বিভাগের কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে সম্মত হন। কারণ তাঁহার তুল্য লোক বিলাতেও পাওয়া কঠিন। রাধানাথের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া এভারেস্ট লেখেন—

"Of the qualifications of Radhanath I cannot speak too highly ; in his mathematical attainments there are few in India whether European or native that can at all compete

* 'আর্য্যদর্শন', মাঘ ১২৯১। "রাধানাথ শিকদার" হইতে (পৃ. ৪৭১, ৪৭২) এই অংশ সংকলিত।

with him, and it is my persuasion that, even in Europe those attainments would rank very high....Of the part of the Great Arc just brought to completion, there are an immense number of observations, all to be brought up, without which the labour and expense will have been incurred in vain. If the operation of computing be not gone through, whilst I am in India, it will be necessary as on a prior occasion, that the work should be sent to the India House, in its raw state, and they are brought up as it best may ; but I think it is quite clear that the Court of Directors will be much better satisfied on all accounts, at having the work sent to them in a complete state for computors comparable to Radhanath cannot be hired in England at a price less than a guinea per diem, and if we were to search for persons who can understand and trace to their origin the various formulas used, with an ability equal to that of Radhanath, the search would only end in the conclusion that persons so qualified would not undertake the business on any terms that could probably be offerd to them." *

ভারতবাসীদের মধ্যে রাধানাথ শিকদারই সর্ব্বপ্রথম জরিপ-বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর্কট-নিবাসী সৈয়দ মহসীন নামে এক মুসলমান এই বিভাগে নিযুক্ত হন। ইঁহারা উভয়েই কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই কর্নেল এভারেস্টের নিকট হইতে উচ্চপ্রশংসা লাভ করেন।

কিন্তু রাধানাথ অল্পদিনের মধ্যেই উচ্চতন নিম্নতন সকল কর্ম্মচারীরই যেরূপ শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এমনটি অনেকের পক্ষেই ঘটিয়া উঠে না। রাধানাথের পিতৃদেব তিতুরাম শিকদারের নিকট স্বয়ং

* *The Hindoo Patriot*, April 18, 1864. Quoted from the *Hills*.

এভারেস্ট সাহেবের লেখা পত্র * ইহার প্রমাণ। এভারেস্ট যে স্বয়ং রাধানাথকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, পত্রে তাহাও সুস্পষ্ট হইয়াছে। এভারেস্ট লেখেন—

Dehra Dun,
3rd. July 1840

"My dear Sir,

Your son Radhanath Sikdar has applied to me for leave to proceed to Meerut to meet you, and I have consented though in truth he can be but ill spared at the present moment as the government business in my office is very urgent and he is one of the persons whose aid is most important.

I wish I could have persuaded you to come to Dehra Dun for not only would it have given me the greatest pleasure to show you personally how much I honour you for having such a son as Radhanath, but you would yourself have, I am sure, been infinitely gratified at witnessing the high esteem in which he is held by his superiors and equals.

Perhaps you will yet be induced to come having already journeyed so far on your way to the holy Badrinath which is visible from my house in the hills together with the whole ranges of the mighty Himalaya rendered classical by the repeated references made to them in your sacred writings.

I am
My dear Sir,
Very faithfully yours
Geo. Everest.

Sreejuth Tituram Sikdar Mahasai"

* রাধানাথ শিকদারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত কেদারনাথ শিকদার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আমাকে এই পত্র ও আরও কয়েকখানা পত্রের পাণ্ডুলিপি দেখান। তিনি আমাকে এইসব ব্যবহার করিতে দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন।—লেখক।

এভারেস্ট সাহেব রাধানাথের গুণপনার উল্লেখ করিয়া গভর্মেণ্টকে যে পত্র লেখেন, তাহার উপরে কর্তৃপক্ষ কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সের অনুমোদনে এক সার্কুলার জারি করিলেন। ইহার মর্ম্ম এই যে, বিভাগীয় কর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ভারতীয় কর্ম্মচারী নিজ সুবিধার জন্য এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। রাধানাথ সম্পর্কেই এই সার্কুলারটি প্রথম জারি হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের অনুমোদিত সার্কুলারটি এই—

"Extracts from the proceedings of the Right Honorable the Governor-General of India in Council in the military department under date the 9th September, 1840.

Extract of a Military Letter from the Honorable the Court of Directiors, No 33, dated 10th June, 1840. 14. As it is of much importance that natives, who have been trained to the duties of an office, more especially to duties of a scientific nature, such as those performed by Radhanath Seikdar, should not be incited to quit their stations with a view to their own advantage in another branch of Government employ, we fully approve of the intimation given by you to the Revenue Board that 'it was wrong for one department of the state to bid against another for the services of competent officers.' We are of opinion that all departments should be apprised that they must not only not invite, but must positively refuse to entertain, an application for employment from any native who is, at the time of making the application, in the public employ of a Government office or department, unless they shall have previously received the full acquiescence of the head of such office or department.

"Ordered,

That the preceding extract of the Honorable Court's letter, be transmitted to the several departments mentioned in the Margin [Secret and Political Department. Judicial Department. Revenue Department. General Department. Legislative Department.] for information and for such communication to the heads of offices and other authorities in correspondence with those departments respecting as may appear necessary." *

কাহারও 'কাহারও ধারণা, রাধানাথ অফিসে কম্পিউটর বা গণনাকারী পদেই বরাবর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহা ঠিক নহে। তিনি যে স্বয়ং জরিপের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়। জর্জ এভারেস্ট-লিখিত *An Account of the Measurement of two Sections of the Meridional Arc of India, Engravings*† ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথকে উপহার দেন। তাঁহারা পুস্তকের উপরে লেখেন—"Babu Radhanath—Presented by the Court of Directors of the East India Company in acknowledgement of his active participation in the survey." এখানে স্পষ্ট বলা হইতেছে যে, রাধানাথ স্বয়ং জরিপ-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

* *The circular orders of the Court of Sudder Dewanny Adawlut, communicated to the Civil Judges and other Civil Authorities.* From 1795 to 1852 Inclusive. By J. Carrau. 1853. P. 202.

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত এই সার্কুলারটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন।
—লেখক।

† রাধানাথকে উপহৃত পুস্তকখানি আমি শ্রীযুত কেদারনাথ শিকদারের নিকট দেখিয়াছি।—লেখক।

এভারেস্ট সাহেব পুস্তক রচনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পরে সার্ভেয়র জেনারল হন কর্নেল অ্যাণ্ড্রু ওঅ। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন ও এই বিভাগের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন্। তিনিও রাধানাথের কর্ম্মদক্ষতায় আগাগোড়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের পদ খালি হইলে রাধানাথ, উপরিউক্ত সার্কুলারের বিরুদ্ধ-নির্দ্দেশ সত্ত্বেও, এই পদের জন্য দরখাস্ত করিলেন। তখন সার্ অ্যাণ্ড্রু ওঅ রাধানাথের কৃতিত্বের উচ্চপ্রশংসাসহ তাঁহার বেতন-বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানির এই অংশ রাধানাথের গুণপনার একটি প্রকৃষ্ট দলিল,—

"I would most respectfully observe that it is part of the general policy of government to encourage the diffusion of genuine knowledge and sound scientific principles among the people of India, and that object perhaps could not be better obtained than by specially rewarding those who master the higher branches of learning, and attain eminence in science. This is not a case merely of relative merit, or school or collegiate success offering the promise of future distinction which may or may not be realised. It is a case of long continued exertion, in an arduous profession of unremitting self-cultivation....The masterly character of the papers contributed by Radhanath to the manual of surveying has been favourly acknowledged in the *Calcutta Review* as well as the remarkable purity of a style of writing and severe accuracy of language, so different from the exuberance of orientalism." *

---

* *The Hindoo Patriot*, April 18, 1841. Quoted from the *Hills*.

ইহার অব্যবহিত পরে; ১৮৫১, ১৫ই এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষের ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগ নিজ কার্য্য সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে এক রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁহাতে ইহার ভারতীয় কর্ম্মচারীদের, বিশেষ করিয়া রাধানাথ শিকদারের এইরূপ প্রশংসাসূচক উল্লেখ আছে,—

"A more loyal, zealous and energetic body of men than the sub-assistants forming the civil establishment of the survey department is nowhere to be found and that the attainments are highly creditable to the state of Education in India. Among them may be mentioned as most conspicuous for ability, Babu Radhanath Sikdar, a native of India of Brahminical extraction whose mathematical attainments are of the highest order." *

৪

রাধানাথ জরিপ ব্যাপদেশে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া এই সময় কলিকাতায়ই স্থিত হইলেন এবং পর্য্যবেক্ষকগণ বিভিন্ন স্থান হইতে যেসব পর্ব্বত-শিখর লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার ফলাফল গণনায় লিপ্ত হইলেন। ১৮৪৫-১৮৫০, এই সময়ের মধ্যে হিমালয়ের উনআশিটি পর্ব্বত-শৃঙ্গের উচ্চতা পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। ইহাদের মধ্যে একত্রিশটির স্থানীয় নাম জানা যায় ও জরিপ-বিভাগ তাহা গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট-গুলি ১, ২, ৩ এইরূপ সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হয়। ভাবী এভারেস্ট শৃঙ্গ ছিল ইহাদের মধ্যে পনরোসংখ্যক। †

* Report of the Operations and Expenditure connected with the Trigonometrical Survey of India, April 15, 1851. P. 18.

† *A Memoir on the Indian Surveys.* By Clements R. Markham, 1871. পৃষ্ঠা ৯০।

রাধানাথ কলিকাতার কেন্দ্রীয় অফিসে ছয় শত টাকা বেতনে চীফ কম্পিউটর পদে উন্নীত হন। ঐসব পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল গণনা-কালে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ দেখিলেন যে, ১৫নং শৃঙ্গের উচ্চতা (২৯,০০২ ফুট) পৃথিবীর যে কোন শৃঙ্গ হইতে অধিক। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া এ কথা তৎকালীন সার্ভেয়র জেনারল কর্নেল অ্যাণ্ড্রু ওঅ'কে জানাইলেন। এই বিষয় পরবর্ত্তী কালে লিখিত পুস্তকে ও প্রবন্ধে স্বীকৃত হইয়াছে।

বিলাতের বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার ১৯০৪, ১০ই নভেম্বর সংখ্যায় "Mount Everest : The story of a Long Controversy" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধকার এস. জি. বারার্ড এ বিষয়ে (পৃ. ৪৩) এইরূপ লেখেন,—

"About 1852 the chief computer of the office at Calcutta informed Sir Andrew Waugh that a peak designated XV had been found to be higher than any other hitherto measured in the world. This peak was discovered by the computers to have been observed from six different stations ; on no occasion had the observer suspected that he was viewing through the telescope the highest point of the earth."

এই ১৫নং শৃঙ্গটি মিঃ জে. ও. নিকল্‌সন ছয়টি বিভিন্ন স্টেশন হইতে ২৪ ইঞ্চি থিওডোলাইট যন্ত্র সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু তাঁহার মনে কখনও এ সন্দেহ জন্মে নাই যে, তিনি জগতের উচ্চতম শৃঙ্গটি দেখিয়া লইতেছেন। রাধানাথ শিকদারই সর্ব্বপ্রথম ইহাকে উচ্চতম শৃঙ্গ বলিয়া আখ্যাত করিলেন।

এই ঘটনাটি বারার্ড ও হেডেন কৃত একখানা প্রামাণ্য

পুস্তকের * প্রথম সংস্করণেও পরে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শৃঙ্গটির নামকরণ সম্বন্ধে এই লেখকদ্বয় বলেন,—

"The Indian survey had always adhered to the rule of assigning to every geographical feature its true local or native name, but here was a mountain, the highest in the world, without any local or native name that the surveyors were able to discover. The Surveyor General Sir Andrew Waugh decided to name the great snowpeak "Mount Everest" after his former chief, Sir George Everest, the celebrated geodesist." †

অর্থাৎ, স্থানীয় নাম অনুসরণ করা জরিপ-বিভাগের রীতি হইলেও ১৫নং শৃঙ্গটি সম্বন্ধে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কারণ ইহার কোন স্থানীয় নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তৎকালীন সার্ভেয়র জেনারল সার্ অ্যাণ্ড্রু ওঅ সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বতন সার্ভেয়র জেনারল সার্ জর্জ এভারেস্টের নামেই ইহার নামকরণ করেন।

এই নামকরণ সম্বন্ধে ক্লেমেণ্ট্‌স আর. মার্‌খাম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন,—

"No. 15 peak, the highest of all, 29002 feet above the sea, was well named by Colonel Waugh, after his old chief, Mount Everst." ‡

মেজর কেনেথ মেসন একজন বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক। তিনি দীর্ঘকাল

* *A Sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet.* By Colonel S. G. Burrard, R. E., F. R. S. and H. H. Hayden, B. A., F. G. S., 1907. পৃ. ২০।

† ঐ। পৃ. ২০।

‡ *A Memoir on the Indian Surveys.* By Clements R. Markham, 1871. পৃ. ৯০, ৯১।

ভারতীয় জরিপ-বিভাগে কর্ম্ম করিয়া বর্ত্তমানে বিলাতে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ভূগোল-বিদ্যার অধ্যাপনা করিতেছেন। 'হিমালয়ান জর্নাল' নামক বিখ্যাত হিমালয়সম্পৃক্ত বার্ষিকী তাঁহারই সম্পাদনায় আজ কয়েক বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিমলায় "Himalayan Romances" শীর্ষক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাটি ঐ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মেসন সাহেব এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কার ও ইহার নামকরণ সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষায় বলেন,—

"It was during the computations of the north-eastern observations that a babu rushed on one morning in 1852 into the room of Sir Andrew Waugh, the successor of Sir George Everest and exclaimed, 'Sir, I have discoverd the highest mountain on the earth.' He had been working out the observations taken to the distant hills. It was Sir Andrew Waugh who proposed the name Mountain Everest, and no local name has ever been found for it either the Tibetan or the Nepalese side." *

মেসন সাহেবের এই উক্তি তখনকার কোন কোন পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, চতুর্থ বার এভারেস্ট শৃঙ্গ আরোহণ-প্রচেষ্টার প্রাক্কালে আমি 'প্রবাসী' (ভাদ্র ১৩৩৯) ও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে (এপ্রিল ১৯৩৩) এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া দুইটি প্রবন্ধ লিখি ও রাধানাথ

* মেজর কেনেথ মেসন কি কি তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বক্তৃতায় এইরূপ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা জানাইতে অনুরোধ করিয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অক্সফোর্ডে আমি তাঁহাকে এক পত্র লিখি। উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইহার source বা মূল তাঁহার স্মরণ হইতেছে না। কিন্তু উপরের আলোচনায় এখন তাহা স্পষ্ট। —লেখক।

শিকদারের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করি। ইহা লইয়া তখন ভারতবর্ষে দেশী ও বিদেশী দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষ তর্ক উপস্থিত হয়। উপরিউক্ত তথ্যসমূহ হইতে ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ১৫নং শিখরটিই যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ একথা রাধানাথ শিকদার দ্বারাই সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইবার সুযোগ পায়। তবে যিনি বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যন্ত্র সাহায্যে ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার কৃতিত্বও ভুলিলে চলিবে না। রাধানাথকে কেহ কেহ একজন সামান্য কেরানী বলিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে জরিপ-কার্য্যে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত ছিলেন, এবং সার জর্জ এভারেস্ট জরিপের সুবিধার জন্য যে 'X Ray system' বা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, তাঁহার দ্বারাই তাহা সর্ব্বপ্রথম কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। এ কথা এখন সর্ব্বজনসম্মত যে, রাধানাথই ইহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করিয়া জরিপ-বিভাগে এই পদ্ধতি গ্রাহ্য করান। আশ্চর্য্যের বিষয়, রাধানাথের এইসব কৃতিত্ব অস্বীকার করিতে সরকার-পক্ষে এক সময় বিশেষ চেষ্টা হয়। এ কথা একটু পরে বলিব। উপরে বারার্ড ও হেডেন কৃত যে পুস্তকখানির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ সংপ্রতি (১৯৩৩) বাহির হইয়াছে। ইহার ১৯৪-১৯৫ পৃষ্ঠায় 'The Discovery of Mount Everest' বা এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কার সম্পর্কে একটি বিশেষ অধ্যায় (২১শ অধ্যায়) সংযোজিত হইয়াছে। ইহাতে নানা ভাবে এই কথাই বলা হইয়াছে যে, এভারেস্ট শৃঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্ব জরিপ-বিভাগের, কোন ব্যক্তিবিশেষের নহে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও লেখকেরা স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহার আবিষ্কারে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রাধানাথ শিকদারেরও নাম করিতে হয়। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে লিখিত পুস্তকে যে এতটুকুও স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা কম লাভ নহে।

৫

পূর্ব্বে জরিপ ও আবহাওয়া পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য একই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৭, ১লা এপ্রিল আলিপুরে স্বতন্ত্র অব্জার্ভেটরি স্থাপিত হয়। রাধানাথের বিজ্ঞানী প্রতিভার কথা কর্ত্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন। তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে চীফ কম্পিউটার পদের সঙ্গে সঙ্গে অব্জার্ভেটরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে বৃত হইলেন। এই সংবাদ ১৮৫২, ১১ই নভেম্বর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'য় এইরূপ প্রকাশিত হয়,—

"Mr. V. L. Rees, the Superintendent of Government Observatory in Calcutta, has retired on a superannuation pension and we are glad to perceive from the *Harkaru* [Oct. 15 & Nov. 8, 1852] that the office has been bestowed on Baboo Radhanath Sikdar. This native gentleman, lately Head Computer in the same establishment, has long been known the first among the few natives, whose scientific acquirements emulate those of Europeans. His services to the great Trigonometrical survey were prominently mentioned by Capt. Thuillier, and we have little doubt that he will ably fulfil his duties as the head of the office, of which he has long been the soul."

রাধানাথ ১৮৬২, মার্চ মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার অবসর-গ্রহণের কথা সরকারী রিপোর্টে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

"The Computing office in Calcutta, under the superintendence of Baboo Radhanath, chief computer was engaged in completing the triplicate manuscript volume of General Report of the Parisnath, Hurilong and Chendwar meridional series, and in furnishing elements for the various topographical and Revenue Survey parties requiring them.

In March last, Baboo Radhanath retired on a pension, after 30 years services, during which he had repeatedly earned the approbation of the successive Surveyors-General under whom he had served." *

এ সময়কার সংবাদপত্রেও রাধানাথের অবসর-গ্রহণের কথা প্রকাশিত হয়। 'সোমপ্রকাশ' ১৮৬২, ১৪ই এপ্রিল তারিখে লেখেন,—

"শুনা গেল বাবু রাধানাথ শিকদার পেন্সন লইয়া নিজ পদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বহুকাল অত্রত্য অবজারভেটরির অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু গোপীনাথ সেন এক্ষণে প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন।"

'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৫ই এপ্রিল, ১৮৬২) হইতে জানা যায়, রাধানাথ এই সময় বিষপান করিয়াছিলেন,—

"We observe Baboo Radhanath Sikdar has taken poison. Baboo Gopi Nath Sen is in charge of the meteorological observatory."

৬

রাধানাথ শিকদার বিজ্ঞান যে বিশেষভাবে অধিগত করিয়াছিলেন, কোন কোন উক্তি হইতে ইতিপূর্ব্বেই তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছি। রাধানাথ গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। বিশেষত জরিপ সংক্রান্ত গণিতে ইংলণ্ডেও তাঁহার জুড়ি মেলা ভার ছিল। রাধানাথ অবসর-গ্রহণের দুই বৎসর পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে একবার দেরাদুন গমন করেন।

* *General Report on the Operations of the Great Trigonometrical Survey of India*, (1861-1866). By Colonel J. T. Walker, p. 7.

তাঁহার দেরাদুন-উপস্থিতি উপলক্ষ্য করিয়া সেখানকার 'হিল্‌স' পত্রিকা বিজ্ঞানে, বিশেষ গণিতে রাধানাথের কৃতিত্বের কথা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৮৬৪, ১৮ই এপ্রিল) ইহা উদ্ধৃত করেন। এই উদ্ধৃত অংশের মর্ম্ম এখানে দিতেছি,—

"একটি দীর্ঘ ও প্রয়োজনীয় জীবনের শান্ত সায়াহ্নে 'লেভিয়াথান' বা দীর্ঘকায় বাবু নামে পরিচিত ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব চীফ কম্পিউটর ও কলিকাতা অব্‌জারভেটরির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবন অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলনে উৎসর্গীকৃত। এখানে বসিয়া ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কর্নেল এভারেস্টের নিকট লা প্লেস ও নিউটন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এ বিষয়-গুলির অধ্যয়ন তাঁহার মনের গতির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়, এবং অসামান্য পরিশ্রমের সঙ্গে তিনি এসব চর্চ্চা করেন। তাঁহার সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বুদ্ধিবৃত্তি জ্যামিতির মূল নীতি আহরণে বিশেষ সহায় হয়। ত্রিকোণ-মিতিক জরিপে যে গণনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ভিত্তি উক্ত মূল নীতি আহরণের ফলে তিনি স্থিরীকৃত করিতে সক্ষম হন। ভারতবর্ষে রাধানাথের মত গুণান্বিত কর্ম্মচারী নাই বলিলেই চলে। সাধারণের ধারণা এই যে, কার্য্য চালাইবার মত জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট, এতদতিরিক্ত কোন বিষয় শিক্ষায় পার্থিব লাভ কিছুই নাই। কিন্তু রাধানাথের বেলায় এ কথা আদৌ প্রযুজ্য নহে। কর্নেল এভারেস্ট, রাধানাথ ও মিঃ আরাগোর মত ব্যক্তিরা বিজ্ঞানে উঞ্ছবৃত্তির কখনও প্রশ্রয় দিবেন না, যেসব ছাত্র জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করিবেন প্রথমেই তাঁহাদের ক্যাল্‌কুলাস ও ফ্লুসাক্‌সান্‌স ভাল করিয়া শেখার তাঁহারা ব্যবস্থা দিবেন।"

'হিল্‌স' আবার বলেন,—

"বৃহৎ ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগে গতানুগতিক কম্পিউটারের

অপ্রতুল নাই, তাঁহাদের মধ্যে দ্রুত গণনাকারীও কয়েকজন আছেন। কিন্তু যেসব গুণ বিশেষভাবে থাকিলে লোকে সত্যকার গণিতশাস্ত্রজ্ঞ আখ্যা পাইতে পারেন, এমন গুণবিশিষ্ট লোককে এখন হয় এ বিভাগে লওয়া হয় না; অথবা তেমন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাধানাথ বিশেষ কিছু লেখেন নাই। 'ম্যানুয়াল অফ সার্ভেয়িং' পুস্তকের বিজ্ঞান-ভাগ সম্পূর্ণ তাঁহারই। এ কথা বলিলেই হয়তো যথেষ্ট হইবে যে, সকলের মতেই এইরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইহাই মূল প্রাথমিক গ্রন্থ। প্রথম হইতেই অদৃষ্ট রাধানাথের প্রতি খুবই প্রসন্ন ছিল, কারণ তিনি তখন এক জন যথার্থ বিজ্ঞানীর সাহায্য ও উপদেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সুযোগ দুর্লভ। রাধানাথের সম্মুখে যেসব বিষয় উপস্থাপিত করা হইত, মাত্র তাহা আয়ত্ত করিতেই তাঁহার শ্রমশক্তি নিঃশেষিত হইত না। ভবিষ্যতে তিনি যে স্বচেষ্টায় গণিতশাস্ত্র এতখানি আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহারও গোড়াপত্তন হয় এ সময়ে।"

'ম্যানুয়াল অফ সার্ভেয়িং' ভারতবর্ষে জরিপ-সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রথম পুস্তক। ইহা ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার সংকলয়িতা হিসাবে ক্যাপ্টেন আর. স্মিথ ও ডেপুটি সার্ভেয়র-জেনারল (১৮৪৭-১৮৬১) কর্নেল এইচ. এল. থুইলিয়রের নাম মাত্র উক্ত হইয়াছে। ইহার বিজ্ঞান-ভাগ সম্পূর্ণ রাধানাথের লেখা। গ্রন্থ-সংকলয়িতারা তাঁহার ঋণ বিশেষ-ভাবে স্বীকার করেন। কোন্ কোন্ অংশ রাধানাথ লেখেন, ভূমিকায় তাহার এইরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—

"In parts III and V, the compilers have been very largely assisted by Babu Radhanath Sickdhar, the distinguished head of the computing department of the Great Trigonometrical Survey of India, a gentleman whose intimate acquaintance with the vigorous forms and mode of procedure

adopted on the Great Trigonometrical Survey of India, and great acquirements and knowledge of scientific subjects generally, render his aid particularly valuable. The chapters 15 and 17 up to 21, inclusive, and 26 of part III and the whole of part V, are entirely his own, and it would be difficult for the compilers to express with sufficient force, the obligations they thus feel under to him, not only for the portion of the work which they desire thus particularly to acknowledge but for the advice so generally afforded on all subjects connected with his own department.

পুস্তক-মুদ্রণকালেও সংকলয়িতারা রাধানাথের বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করেন। রাধানাথকে লেখা থুইলিয়রের কয়েকখানা পত্রে ইহা খুবই স্পষ্ট। রাধানাথের সঙ্গে থুইলিয়রের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহাও এই পত্রগুলি * পাঠে বুঝা যায়।

এক

My dear Radhanath,

Excuse my not having answered your note yesterday when it was put into my hands. I was called out to the tax officer. I agree with you about the stars, but I have sent it to Smyth. I fancy he merely wants about a dozen to be entered, such as he uses for azimuth obstns. [observations.] When I receive his answer I will let you know. Here is proof of latde. [Latitude] Chapter. The slip has been correctly inserted.

Yours sincerely,

Wednesday H. Thuillier

* রাধানাথ শিকদারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত কেদারনাথ শিকদার এই পত্রগুলি ব্যবহার করিতে দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।—লেখক।

দুই

MY dear Radhanath,

I am afraid we must send the Longde. [Longitude] paper to the press. All the proofs are now wellnigh out of hand. The two now sent are ready for press I think. They have made a mess with those signs = on one page.

Yours sincerely
3rd April H. L. Thuillier

তিন

MY dear Radhanath,

Capt. Hill has returned to Calcutta and wants to know where Clarkson is at present. Can you tell me if he is at Midnapoor yet or intends returning there for the Recess ? Hill wants to take charge I believe—but must go away again. Can you also give any information as [to] what has been done this season ? I have promised to call on Hill this morning and let him know these particulars.

Yours sincerely
14th H. L. Thuillier

চার

My dear Radhanath,

Can you let me have the proof of the last chapter on Latde. [Latitude] which I sent you ? It appeared to me all right.

Here is the proof on the Londge. [Longitude] Chapter which you can keep until you have leisure to introduce the remarks. There is a paper just come from S...ly about the mode of his drawing out the data for his Punjab route. This may assist you on the subject but I cannot get hold of it until the office opens.

Yours sincerely
Friday H. L. Thuillier

পাঁচ

My Dear Radhanath,

If you are venturing out in the daytime during the Holidays we shall be very glad to see you at tiffin any day at 2 o'clock. We are always at home at that hour.

Yours sincerely
12th H. L. Thuillier

P. S. No letters from Waugh of any sort.

রাধানাথ জরিপ-বিভাগের গণনাকার্য্যের সুবিধার জন্য ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে *Auxiliary Tables* নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা এতই উপকারে আসে যে, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জরিপ-বিভাগ কর্ত্তৃক এইচ. এল. থুইলিয়র ও সি. টি. হেগ-এর তত্ত্বাবধানে ইহার একটি পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

রাধানাথের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিদেশের পণ্ডিত-মণ্ডলী দ্বারা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল।

ব্যাভেরিয়ার 'সোসাইটি অফ ন্যাচারাল হিস্‌টরি' তাঁহাকে তাঁহাদের করেস্‌পণ্ডিং মেম্বার করিয়া লন। এই সমিতির সভ্য হওয়া খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল এবং ইংরেজ কৃতবিদ্যদের মধ্যেও খুব কমসংখ্যক লোক ইহার সভ্য হইতে পারিতেন। ১৮৬৪, ২৫এ এপ্রিল তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ এই সংবাদটি বাহির হয়,—

"The week...Tuesday, 19th April.

"A few weeks back we stated that Baboo Radhanath Sickdar has been elected a corresponding member of the Society of Natural History of Bavaria. The *Poona Observer* thus notices the event : 'This is a great distinction, for the philosophical societies of Germany, where learning flourishes more than in any other country in Europe, have the reputation of being very particular in their choice of members, and never confer their honors but upon solid and substantial grounds. We imagine there are not very many Englishmen who would obtain the title which has been conferred upon Baboo Radhanath Sickdar.'"

৭

'ম্যানুয়াল অফ সার্ভেয়িং' পুস্তকের যেসব বিশিষ্ট অংশ রাধানাথ লিখিয়া দেন, তাহার উল্লেখ এইমাত্র করিয়াছি। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় ও ভূমিকায় রাধানাথের ঋণ পূর্ব্ববৎ যথারীতি স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ১৮৭৫, সেপ্টেম্বর মাসে যখন বইখানির তৃতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত আকারে) বাহির হইল, তখন পূর্ব্বের ভূমিকা পরিত্যক্ত হইল, সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথের কৃতিত্বের

কথাও বাদ পড়িয়া গেল। অথচ রাধানাথ-রচিত গণিতবিজ্ঞানমূলক জটিল অংশগুলি সবই পূর্ব্ববৎ যথাযথ সংযোজিত হইয়াছিল। গ্রন্থের অন্যতর সংকলয়িতা কর্নেল এইচ. এল. থুইলিয়র ইতিমধ্যে, ১৮৬১, ১২ই মার্চ সার্ভেয়র-জেনারল পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে পুনরায় ত্রিকোণমিতিক জরিপ-বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদ নূতন করিয়া সৃষ্টি হয় ও কর্নেল জে. টি. ওয়াকার এই পদে নিযুক্ত হন। যাহা হউক, সার্ভেয়র-জেনারল কর্নেল থুইলিয়রেরই তত্ত্বাবধানে ভারত-গভর্মেণ্ট কর্তৃক উক্ত প্রামাণ্য পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। তখনও জরিপ-বিভাগে কর্ম্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত এমন একাধিক ইংরেজ ছিলেন, যাঁহারা রাধানাথের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন ও তাঁহার নামটি পর্য্যন্ত এরূপ প্রামাণ্য পুস্তক হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলা গুরু অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। তৎকালীন ডেপুটি সার্ভেয়র-জেনারল লেফ্‌টেনাণ্ট কর্নেল জন ম্যাকডনাল্ড বিখ্যাত 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রের ১৮৭৬, ১৭ই ও ২৪এ জুন এই দুই সংখ্যায় "The Survey Department in India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহাতে তিনি জরিপ-বিভাগের নানা গলতির কথা প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ম্যানুয়াল অফ সার্ভেয়িং'-এর তৃতীয় সংস্করণের কঠোর সমালোচনাও করেন। এই সমালোচনা-প্রসঙ্গে, রাধানাথের রচিত অংশ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ঋণের কথা উল্লেখ না করায় সংকলয়িতাদের তিনি তীব্র নিন্দা করেন। তিনি প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশে (২৪এ জুন প্রকাশিত) লেখেন,—

"...in the third edition the direction of the wind is shown by the omission in the preface of proper and respectful acknowledgement to the best of the original authors of the compilation, and the debt due to Radhanath Sickdar is wholly unacknowledged. Penance must be performed for this

cowardly sin and robbery of the dead. Already this dishonesty of purpose has been four times noticed in the public journals, and it is certain that castigation will be inflicted at regular intervals as it is on habitual criminals, until the cause is removed, this edition called in, and a proper, honest acknowledgement made for the personal appropriation of the best chapters in the book,—we mean those devoted to a description and practical application of the working of the "Ray Trace System" invented by Everest, and practically explained by the Hindoo gentleman we have mentioned. "Smyth and Thuillier" were honest, but Thuillier and Smyth are poor repeaters of dead men's words—we cannot call them the body-snatchers of Radhanath Sickdar's spirit. Is it possible that Thuillier and Smyth have called in a little familiar devil, and like the demon raised by Wallenstein while guiding the body of his hero, he has torn out the soul and extracted its sense of right."

পুস্তকখানির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে রাধানাথের ঋণের কথা যেরূপ লিখিত হয়, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ম্যাক্‌ডনাল্ড মহোদয় বলেন,—

"We feel quite certain that we shall command the sympathy of every highly educated native in India for our determination to rescue the name of one of the greatest mathematicians which has adorned the honourable list of those who measured and computed the Great Indian arc, from neglect by those who owe so much to his memory."

ডেপুটি সার্ভেয়র ম্যাক্‌ডনাল্ড মহোদয় রাধানাথ শিকদারকে শ্রেষ্ঠতম গণিতশাস্ত্রবিদ্‌গণের অন্যতম বলিয়া এখানে আখ্যাত করিয়াছেন। অতঃপর প্রায় ছয় মাস যাবৎ বিভিন্ন পত্রিকায় এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলে

এবং অনেকেই একবাক্যে গভর্মেণ্টকে দুষিতে থাকে। "Facts against Fancies"—এই ছদ্ম নামে থুইলিয়রের সমর্থক একজন লেখেন যে, রাধানাথের নাম ভ্রমক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনিও কিন্তু প্রসঙ্গত রাধানাথকে "a shining ornament to the department" বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহার জবাবে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক ১৮৭৬, ২৬এ আগস্ট যে মন্তব্য করেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি লেখেন,—

"According to all appearance an attempt has been made to obtain credit for the authorship of the most scientific portion of the work, and nothing urged by "Facts against Fancies" justifies us in withdrawing a single word of the very severe strictures we passed. Had Radhanath Sickdar been alive we would have left him to fight his own battle."

এখানে বলিয়া রাখি যে, উক্ত প্রবন্ধে ম্যাক্‌ডনাল্ডের নাম সংযোজিত ছিল না।

'ইংলিশম্যান', 'পাইওনিয়র', 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' সকলেই একবাক্যে রাধানাথের কৃতিত্বের প্রশংসা করিলেন। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' একটি উপমা দ্বারা থুইলিয়রের ধৃষ্টতা ব্যক্ত করিতে গিয়া রাধানাথকে বৈজ্ঞানিক হার্শেলের সঙ্গে তুলনা করেন। শুধু সংবাদপত্রেই নহে, সুদূর স্কট্‌ল্যাণ্ডের পার্থ হইতে জরিপ-বিভাগের পদস্থ অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেল ওয়াল্‌টার এস. শেরউইল ১৮৭৬, ১৫ই আগস্ট একখানি পত্রে রাধানাথের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি নিজের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং পুস্তক-সংকলয়িতাদের বিশেষ নিন্দাবাদ করেন। এই পত্রখানি 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় পরবর্ত্তী ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়।

কর্নেল থুইলিয়র পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া ত্রুটি সংশোধন করিতে রাজি হইলেন না। বরং ম্যাকডনাল্ডের উপর যারপরনাই কুপিত হইলেন। ম্যাকডনাল্ড সরকারী কর্ম্মচারী, তাঁহার পক্ষে জরিপ-বিভাগের গলদ সংবাদপত্রে প্রকাশ ও তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারীর কার্য্যের প্রকাশ্য সমালোচনা গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইল। কর্নেল থুইলিয়র এ বিষয়ে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি-আকর্ষণ জন্য পত্র লিখিলেন। তাঁহার ও ম্যাকডনাল্ডের মধ্যেও চিঠিপত্র লেখালেখি হইল। তখন জবরদস্ত লর্ড লিটন ভারতের বড়লাট। তিনি শুধু নিয়মশৃঙ্খলাপ্রিয়ই ছিলেন না, ভারতীয়দের কৃতিত্ব স্বীকারেও তিনি বিশেষ কার্পণ্য করিতেন। তাঁহার নির্দ্দেশে গভর্মেণ্ট ব্যাপারটি জরুরী বলিয়া গ্রহণ করেন। ম্যাকডনাল্ডের আচরণ বিভাগীয় শৃঙ্খলারক্ষার ভীষণ প্রতিকূল বলিয়া সপারিষদ বড়লাট মন্তব্য করিলেন। জরিপ-বিভাগ তাঁহার আগেকার কৃতিত্বের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন না বটে, কিন্তু ঐ সময় তিনি যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাকে চার ধাপ নীচে অবনমিত করা সাব্যস্ত করিলেন। গভর্মেণ্টের সিদ্ধান্ত এই,—

"The decision of the Government of India is that Lieutenant-Colonel Macdonald shall be suspended from departmental duty on the receipt of these orders for a period of three months, on the expiration of which he will be placed in the 2nd grade of Deputy Superintendents of Revenue Survey immediately below Lieutenant-Colonel Oakes, on a salary of Rs. 1,327-14 per mensem. During the period of this suspension from duty Lieutenant-Colonel Macdonald will draw the pay of his rank as an officer of the Staff Corps. It is further the desire of the Governor-General

in Council that Lieutenant-Colonel Macdonald shall not again be employed at headquarters without the special sanction of Government."

এই সিদ্ধান্তের কথা সরকার ১৮৭৬, ১৬ই অক্টোবর তারিখে কর্নেল থুইলিয়রকে এক পত্রে জানাইলেন। ইহা অনুযায়ী ম্যাক্‌ডনাল্ড তিন মাসের জন্য কর্ম্মচ্যুত হইলেন। স্থির হইল যে, এই সময় অন্তে প্রথম শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে তাঁহাকে অবনমিত করা হইবে এবং সরকারের বিশেষ মঞ্জুরি না পাইলে তাঁহাকে প্রধান কর্ম্মস্থলে পুনরায় নিয়োগ করা হইবে না।*

ম্যাক্‌ডনাল্ড সাহেব সাহস ও সত্যপ্রিয়তার জন্য সরকারের হস্তে নির্যাতিত হইলেন। কিন্তু শিক্ষিত জন তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। 'ইংলিশ্‌ম্যান', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া', 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান', 'পাইওনিয়র' প্রভৃতি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেও সরকার কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্তে অটলই রহিয়া গেলেন। তবে রাধানাথের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের কথা সাধারণে পুনরায় জানিয়া লইবার অবকাশ পাইল।

৮

রাধানাথ শিকদার দীর্ঘকাল কর্ম্মব্যপদেশে বাংলার বাহিরে ছিলেন। কাজেই বাংলার এই সময়কার বিভিন্ন জনকল্যাণকর প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া অবিলম্বে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইলেন। ভারতহিতৈষী বীটনের (Bethune) নামে কলিকাতায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে

* *The Friend of India*, Nov. 11, 1876.

বীটন সোসাইটি স্থাপিত হয়। এখানে জাতীয় সমস্যা ও সংস্কৃতিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইত। রাধানাথ সোসাইটির আরম্ভেই ইহার সভ্য হইলেন। তিনি ইহার সহকারী সভাপতি পদেও বহুদিন বৃত ছিলেন।

দীর্ঘকাল ইংরেজের সাহচর্য্য ও ইংরেজী ভাবে জীবন-যাপনের ফলে রাধানাথ বাংলা ভাষা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নিন্দা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চ্চায় মন দিলেন ও বাল্য-বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহযোগে 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সম্বন্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৮৭০, ২৩এ মে) বলেন,—

"Habit and association made Radhanath forget almost his mother tongue, and though when he returned to Bengal after about a quarter of a century he sedulously applied himself to the study of Bengali, he could never get rid of that twang and intonation which mark the pronunciation of a foreigner. His desire to improve his knowledge of the vernacular led him to join a friend in editing a monthly *Magazine*, called the *Massic Puttrica*, intended for the instruction of Hindu Females."

রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্রের যুগ্ম সম্পাদনায় 'মাসিক পত্রিকা' ১৮৫৪, ১৬ই আগস্ট (১২৬১, ১লা ভাদ্র) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। উভয়েই সহজ সরল বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন। 'মাসিক পত্রিকা'র উদ্দেশ্য তাঁহারা প্রথম সংখ্যায়ই এইরূপ লেখেন,—

"এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমারদিগের সচরাচর কথাবার্ত্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু

তাঁহাদিগের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই। প্রতি মাসে এক এক নম্বর প্রকাশ হইবেক, তাহার মূল্য এক আনা মাত্র।"

'মাসিক পত্রিকা' প্রায় চারি বৎসর চলে। ইহাতে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত বিখ্যাত উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়। রাধানাথ গ্রীক ও লাটিন সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি প্লুটার্ক, জেনোফোন প্রভৃতির রচনা হইতে নানা বিষয় সংকলন করিয়া প্রবন্ধ ও গল্পাকারে 'মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশ করিতেন।* তাঁহার বাংলা রচনার নিদর্শনস্বরূপ এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল,—

"ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীনে মেয়ে দিলে যেমন বাপ মার মুখ উজ্জ্বল হয়, সেইরূপ স্পার্টাবাসিদের মধ্যে ছেলে লড়াইয়ে মরিলে বাপ মার মুখ উজ্জ্বল হইত। এই নিমিত্তে ছেলে যখন লড়াইয়ে যাইত, মা আপনি তাহার হাতে ঢাল তলবার দিতেন। দিয়া বলিতেন,—বাপু, তুমি লড়াইয়ে যাও। দেখ যেন জয়ী হইয়া এ ঢাল তলবার লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আইস। তাহা যদি না পার, তাহা হইলে এই ঢালের উপর চড়িয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আইস।"

রাধানাথ ও প্যারীচাঁদ হিন্দু-কলেজের ছাত্র, সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রগতিবাদী। বিধবাবিবাহ সমর্থনে ও অন্যান্য সামাজিক গলদ দূরীকরণে তাঁহাদের লেখনী চালিত হইয়াছিল। 'মাসিক পত্রিকা'য় এসব বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

এই সময়কার সমাজ-সংস্কারমূলক ও সমাজের হিতকর নানা প্রচেষ্টার সঙ্গেও যে রাধানাথের কার্য্যত যোগসাধন হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু

* "He [Radhanath] was particularly fond of Greek and Roman Literature and wrote several articles from Plutarch, Xenophon etc. for the Patrika".—*The Hindoo Patriot*, May 23, 1870.

আভাস আমরা কিশোরীচাঁদ মিত্রের রোজনামচা * হইতে জানিতে পারি। ১৮৫৪, ১৫ই ডিসেম্বর কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের ভবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সুহৃৎ সমিতি স্থাপিত হয়, উদ্দেশ্য—সম্মিলিতভাবে সমাজের হিতসাধন। স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলন, এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে প্রস্তাবসমূহ এই সভায় আলোচিত হয়। রাধানাথ শিকদার সুহৃৎ সমিতির সভ্য হইলেন ও এসব আলোচনায় যোগ দিতেন। মিত্র মহাশয়ের ১৮৫০, ৯ই ডিসেম্বর তারিখের রোজনামচায় আছে,—

"আমি, দাদা, রাধানাথ, রসিক ও তারকনাথ সেন একত্র হইয়া হিন্দু বিধবাগণের পুনর্বার বিবাহ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার প্রতি আমাদের প্রার্থনাপত্র বিবেচনা ও সংশোধন করিলাম।"†

রাধানাথ পাঠ্যাবস্থাতেই শিক্ষাদান-কার্য্যে তৎপর হইয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আবার এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের ১৮৫৫, ২৯এ আগস্ট তারিখের রোজনামচায় দরিদ্র ভদ্রসন্তানদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা আছে,—

"দাদা ও রাধানাথের সহিত এ অঞ্চলে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। এই বিদ্যালয়টি দরিদ্র-দিগের জন্য এবং গরীব ভদ্রশ্রেণীর লোকদের জন্য হওয়া উচিত।... সামান্য বাংলা শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে।..."‡

---

* শ্রীযুত মন্মথনাথ ঘোষের "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ" পুস্তকে কিশোরীচাঁদ মিত্রের রোজনামচার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি তাহা হইতে এই তথ্যগুলি পাইয়াছি—লেখক।

† "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ", পৃ. ১০৭।

‡ ঐ, পৃ. ৯৬, ৯৭।

রাধানাথ শিকদার, জানা যায়, জেনারল অ্যাসেম্বলি ইন্‌ষ্টিটিউশনে কিছুকাল অঙ্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন।*

আমরা ডিষ্ট্রীক্ট চ্যারিটেব্‌ল সোসাইটির কথা আগে জানিতে পারিয়াছি। ইহার নেটিভ কমিটি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হয়। রাধানাথ এই সনে ইহার এক জন সভ্য নির্ব্বাচিত হন।† দুই বৎসর পরে সন ১২৫৮ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি ইহার সম্পাদক-পদে বৃত হইলেন।‡ রাধানাথ সোসাইটিকে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন।

৯

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই হিন্দু-কলেজে শিক্ষিত যুবকগণ প্রচলিত সমাজ, ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হইলেন। ফলে, এই অগ্রণী দলকে অনেক সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা দমিবার পাত্র নহেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমরণ স্ব স্ব বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। দেশের উন্নতিকল্পে আর্থিক রাষ্ট্রিক সামাজিক ও শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রচেষ্টার সঙ্গেই তাঁহারা যুক্ত হইয়াছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ নানা বিভাগে উচ্চ

* Presidency College Register. Calcutta. 1927 : Shikdar, Radhanath দ্রষ্টব্য।

† Calcutta District Charitable Society. Report for 1849 (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত)।

‡ 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১লা বৈশাখ ১২৫৯। পূর্ব্ব বৎসরের বিবরণ।

আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা রাজকার্য্যেও পবিত্রতা আনয়নে সচেষ্ট হন। রাজনারায়ণ বসু বলেন,—

"ডিরোজিও শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা রাজকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন।"*

রাধানাথ শিকদার ডিরোজিও-শিষ্যদলে সকলের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিলেন। শারীরিক মানসিক উভয়বিধ উন্নতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, গোমাংস ভক্ষণ না করিলে এ জাতির উন্নতি নাই। প্যারীচাঁদ মিত্র এ সম্বন্ধে লেখেন,—

"Radhanath Sikdar had an ardent desire to benefit his country. His hobby was beef, as he maintained that beef-eaters were never bullied, and that the right way to improve the Bengalees was to think first of the *physique* or perhaps *physique* and *morale* simultaneously."†

রাধানাথ তেজস্বী ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। আইন-বিগর্হিত হইলেও, তখনকার কোম্পানির কর্ম্মচারীরা গরিব লোকদের ধরিয়া বেগার খাটাইতে দ্বিধা করিত না। বরং বেগার খাটানোই তখন রেওয়াজ হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৪৩, ১৫ই মে দেরাদুনের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ. ভ্যান্‌সিটার্টের আদেশে রাধানাথ শিকদার ও তাঁহার দুই জন সহকর্ম্মীর পাহাড়িয়া ভৃত্যরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মালপত্র লইয়া তাঁহাদের গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। রাধানাথ নিজ ভৃত্যদিগকে বেগার খাটিতে নিষেধ করেন ও ম্যাজিস্ট্রেটের মালপত্র নিজ গৃহে রাখিয়া দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ণে এ সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হইল না। প্রথমে তাঁহার

---

* 'সেকাল আর একাল,' পৃ. ৩১।

† Life of David Hare, পৃ. ৩২।

চাপরাসী, পরে তিনি স্বয়ং মালপত্র লইতে আসিলে রাধানাথ ইহা বিনা রসিদে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকৃত হন। ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম্মে ব্যাঘাত জন্মাইবার অপরাধে রাধানাথকে অভিযুক্ত করা হয়। মোকদ্দমা বহুদিন চলিবার পর, বিচারে রাধানাথের দুই শত টাকা অর্থদণ্ড হইল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার ফলে এই অন্যায়ের প্রতিকার-পথ সুগম হইল। *

রাধানাথ ত্রিশবৎসরকাল সরকারে কর্ম্ম করেন। তিনি এত অমায়িক অথচ এরূপ প্রখর আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন যে, দেশী বিদেশী সকলেরই শ্রদ্ধা-প্রীতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

রাধানাথ শিকদার ১৮৭০, ১৭ই মে হুগলীর অন্তর্গত গোন্দলপাড়ায় গঙ্গাতীরে স্বীয় উদ্যানবাটিকায় ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সর্ব্বত্র বিশেষ খেদ প্রকাশ করা হয়। 'সোমপ্রকাশ' (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৭) লেখেন,—

"আমরা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি বাবু রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ছিলেন।..."

'অমৃতবাজার পত্রিকা' (২৬এ মে, ১৮৭০) বলেন,—

"আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, বাবু রাধানাথ শিকদারের মৃত্যু হইয়াছে। গণিতে ইঁহার যেরূপ মস্তিষ্ক ছিল, এরূপ বাঙ্গালীর মধ্যে অতি কম লোকের আছে।...লাটিন গ্রীক ভাষাতেও ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।"

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১৮৭০, ২৩এ মে তারিখে রাধানাথ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনা করেন। এই আলোচনার কিছু কিছু আগেই

* এই মোকদ্দমার বিস্তৃত বিবরণ ১৮৪৩, ১লা, ৯ই ও ১৬ই সেপ্টেম্বর এবং ১৭ই অক্টোবর তারিখের দ্বিভাষিক বেঙ্গল স্পেকটেটরে প্রকাশিত হয়।

উদ্ধৃত করিয়াছি। পেট্রিয়ট বলেন, "Radhanath was a remarkable man and had many qualities." অর্থাৎ, 'রাধানাথ বহুগুণ-সমন্বিত এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।' সত্যই রাধানাথ নানা গুণে বাঙালী তথা ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।

* প্রবন্ধ-রচনাকালে কলিকাতায় জরিপ-বিভাগ এবং আলিপুর অবজারভেটরির কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র দেখিতে দিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।—লেখক।

পরিশিষ্ট

১। ডেভিড হেয়ার

'ডেভিড হেয়ার' অধ্যায়ে, হিন্দু-কলেজ ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ছাত্রগণ হেয়ার সাহেবকে যে মানপত্র প্রদান করেন ও তিনি তাহার যে জবাব দেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মানপত্র ও জবাব দুই-ই ইংরেজীতে লিখিত। মূল মানপত্র ও জবাব এখানে দিলাম,—

To

David Hare, Esqr.

Dear Sir,

Kindness, even when slightly evinced, excites a feeling of thankfulness in the minds of those who benefit by it. What, then, must be the sentiments which animate the many who have enjoyed the happiness of receiving at your hands the best gift that it is possible for one thinking being to bestow upon another—education? It has been the misfortune and reproach of many an age to permit its best benefactors to go to the grave without one token of its respect or gratitude for their endeavours. Warned by their example, it is our desire to avoid it, and to let it be known that, however your eminent services to this country may be overlooked by others, they are appreciated by those who have experienced their advantages. We have, therefore, resolved

upon soliciting the favour of your sitting for your portrait, a request with which we earnestly hope you will have no objection to comply. Far be it from us to suppose that so slight a token of respect is adequate to the merit of your philanthropic exertions ; but it will be a gratification to our feelings if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame, and to imitate immortality.

Waiting your kind compliance with the request contained in this address, and heartily wishing your health and strength to pursue the career which you have so long maintained,

We have the pleasure to be, dear sir.
Your most obedient servants,
(Signed by Dukinnundan Mookerjee, and
564 other young native
gentlemen.)

Mr. Hare's Answer

Gentlemen : In answer to the address you have just presented to me, I beg to apologize for the feelings that overcome me ; and I earnestly request you to bear with me. A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to

render the Hindoos' happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India; and with the sanction and support of the government, and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause of education.'

Gentlemen: I have now the gratification to observe, that the tree of education has already taken root; the blossoms I see around me; and if it be left to grow up for ten years more, it will acquire such a strength, that it will be impossible to eradicate it. To maintain and to continue the happy career already begun, is entirely left to your own exertions. Your countrymen expect it from you, for they look upon you as their reformers and instructors. It remains for you to gain that object, and to show the inhabitants of other countries in what manner they may render themselves useful.

When I observe the multitude assembled to offer me this token of their regard, when I see that the most respectable and learned native gentlemen have flocked around me to present this address, it is most flattering to me, for it expresses the unfeigned sentiments of their hearts. I cannot contain myself, gentlemen. This is a proud day to me. I will preserve this token of your sentiments of gratitude towards me unto my latest breath. I will bequeath it to my posterity as a treasure which will inspire them with emulation to do good to their brethren.

Gentlemen: Were I to consult my private feelings, I should refrain from complying with your request. It has always been a rule with me never to bring myself into public notice, but to fill a private station in life. When I

see however, that the sons of the most worthy members of the Hindoo Community have come in a body to do me honour—when I observe that the address is signed by most of those with whom I am intimate, and whose feelings will be gratified if I sit for my portrait, I cannot but comply with your request.

17th February, 1831. (Signed) D. Hare

২। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে আর একটি তথ্য এই,—

"মহারাজ বর্দ্ধমানাধিরাজ অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের এক শত টাকা মাসিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি যত কাল জীবিত থাকিবেন ততকাল এই রাজবৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন।"—সংবাদ প্রভাকর, ১ ফাল্গুন ১২৬০ (মাঘ মাসের বিবরণ)।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট